অজয়সিংহ-বিলাসবতী

নাটক।

মহাকবি সেক্স্‌পিয়রের প্রণীত রোমিও ও জুলিএটের

মর্ম্মানুবাদ।

শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ দাস ঘোষ

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১০৭ নং, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কর-প্রেসে,

শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল। আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি উইলিয়ম্ সেক্স্‌পিয়রের "রোমীও-জুলিএট" আখ্যানের আভাস লইয়া এই "অজয়সিংহ-বিলাসবতী" নামক নাটক খানি লিখিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার তিরস্কার ভিন্ন পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই; যে হেতু মহাত্মা সেক্স্‌পিয়র দৈববলানুসারে রচনাচ্ছলে অসামান্য কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; অনুবাদ করিতে হইলে কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তিও আপনার রচনাকে তদনুরূপ রসাভিসিক্তা করিতে পারেন না। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, কেবল এক উৎসাহের পরবশ ও কবিবর সেক্স্‌পিয়রের পরিমুক্ত পথাশ্রয় করতঃ যদিচ অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু আমার সে পরিশ্রম বিচক্ষণ লেখকগণের পক্ষে অতি যৎসামান্য; যেমত দুর্ব্বল ব্যক্তির গুরুতর ভারকে বলিষ্ঠ ব্যক্তি সহজ বোধ করেন। যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় "রোমিও-জুলিএট" আখ্যান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই "অজয়সিংহ-বিলাসবতী" নাটক খানি পাঠ করিলে তদনুরূপ রসগ্রহণ করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে আমি যে মহাত্মা সেক্স্‌পিয়রের এক প্রকার গৌরব নষ্ট করিলাম সহৃদয় পাঠক মহোদয়েরা আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যে সকল স্বদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করেন নাই; তাঁহাদিগকে মহাকবি সেক্স্‌পিয়রের রচনা বিষয়ে কিরূপ উদ্দেশ্য, কেবল তাহা জানাইবার জন্য আমি এই নাটক খানি বঙ্গভাষায় প্রস্তুত করিলাম। এবং তদনুসারে নাম, স্থান, আচার এবং ব্যবহার হিন্দুদিগের প্রথানুসারে লিখিত হইল। পরিশ্রম করিতে ক্রুটী করি নাই, এক্ষণে দেশহিতৈষী পাঠক মহোদয়েরা নবীন লেখকের লিপীদোষ ক্ষমা করতঃ কৃপানেত্রে পুস্তকখানি পাঠ করিলে শ্রম সফল অনুভব করিব; নিবেদন ইতি।

কলিকাতা ৫ই আশ্বিন
সন ১২৮৫ সাল।

বিনয়াবনত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নরেন্দ্রসিংহ	*Escalus* ...	রাজপূতনার পশ্চিমাংশের অধিশ্বর।
অরজিৎসিংহ	*Montague* ...	জয়সলমিরের কর-প্রদ রাজা। (সূর্য্যবংশীয়।)
অজয়সিংহ	*Romeo* ...	অরজিৎসিংহের পুত্র।
চন্দ্রশেখর ও বীরসেন	*Benvolio* *Mercutio*	অজয়সিংহের বয়স্যদ্বয়।
উদয়চাঁদ	*Capulet* ...	কাণোদের কর-প্রদ রাজা (চন্দ্রবংশীয়।)
প্রতাপচাঁদ	*Tybalt* ...	উদয়চাঁদের ভ্রাতষ্পুত্র।
গোলাপসিংহ	*Paris* ...	কোটাধিপতি। উদয়চাঁদের ভাবী জামাতা।
সোমাচার্য্য	*Friar Lawrence*	মটধারি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয়দের পুরোহিত।
বাচস্পতি	*Friar John*	সোমাচার্য্যের শিষ্য।
শুকমল	*Balthazar*	অজয়সিংহের ভৃত্য।
রামদয়াল	... ...	উদয়চাঁদের ভৃত্য।
শান্তিরাম	... ...	ঐ ঐ
গুরুদয়াল	... ...	ঐ প্রহরি।

মন্ত্রীগণ, পারিষদবর্গ, নিমন্ত্রিত-ব্যক্তিগণ, প্রহরী, দূত, নগরপাল, যবন-কৃষক, হিন্দু-কৃষক, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ও ভীষক।

স্ত্রী গণ।

মহেশ্বরী	*Lady Capulet* ...	উদয়চাঁদের মহিষী।
বিলাসবতী	*Juliet* ...	উদয়চাঁদের দুহিতা।
কমলা	*Nurse* ...	বিলাসবতীর সখী।
বিমলা	... ...	প্রতাপচাঁদের পত্নী।
সরলা	... ...	বিমলার সখী।
হেমলতা	*Rosaline*	(চন্দ্রবংশীয়া) অবিবাহিতা যুবতি।
মিশ্রঠাকুরাণী ...	... ...	প্রতিবাসিনী ব্রাহ্মণ কন্যা।

নর্ত্তকীগণ।

সূত্রধরের প্রবেশ।

গীত।

রাগিণী কাল্যাংড়া—তাল একতালা।

প্রেমিকগণের মন প্রেমেতে মগন।
দুই কুলে বিসম্বাদ তাহে লভে প্রেমধন ॥ ১ ॥
জয়সলমির পতি, অজয় তার সন্ততি,
নায়িকা বিলাসবতী, প্রেমে মোহিত দুজন ॥ ২ ॥
দুই কুলের উপাচার্য্য, তপঃশীল সোমাচার্য্য,
সংগোপনে শুভ কার্য্য করিলেন সুসাধন ॥ ৩ ॥
নায়িকার ভ্রাতাপরে, নায়কের বন্ধুবরে,
সমরে নিধন করে, শোকে নায়ক তখন ॥ ৪ ॥
রণে তারে নিপাতিল, তাহে বিচার হইল,
সম্রাট আদেশ দিল অজয়ের নির্ব্বাসন ॥ ৫ ॥
আচার্য্যের উপদেশে, পলাইয়া গুপ্ত বেশে,
অজয় রহে বিদেশে বিরহে হ'য়ে মগন ॥ ৬ ॥
কাণোদের অধিপতি, সঁপিতে বিলাসবতী,
গোলাপসিংহ মহামতি পাত্র প্রতি ছিল মন ॥ ৭ ॥
দুহিতা অমত করে, রাজা রহে ক্রোধভরে,
সোমাচার্য্যাশ্রমে পরে নায়িকা করে গমন ॥ ৮ ॥
সতীত্ব রক্ষিতে সতী, করে বিশেষ মিনতি,
সোমাচার্য্য মহামতি বিষ দিলেন তখন ॥ ৯ ॥

বলিলেন নায়িকায়, হবে তুমি মৃত্যু প্রায়,
শ্মশানে লয়ে তোমায় রাখিব ক'রে যতন ॥ ১০ ॥
অজয়ে সংবাদ দিব, তারে তথা আনাইব,
নাথ সনে মিলাইব পাবে যখন চেতন ॥ ১১ ॥
রাজ সুতা হৃষ্ট মনে, গিয়ে আপন সদনে,
বিষ পিয়ে সযতনে হ'য়ে রহে অচেতন ॥ ১২ ॥
আচার্য্য ছলানুসারে, তাহারে শ্মশানাগারে,
রাখি অজয়ে আনিতে শিষ্যে করেন প্রেরণ ॥ ১৩ ॥
সে অমনি ফিরে এসে, অজয়ের ভৃত্যু শেষে,
কহিল বিলাসবতী, ত্যজিয়াছে প্রাণধন ॥ ১৪ ॥
অজয় ব্যাকুল হ'য়ে, হলাহল সঙ্গে লয়ে,
শ্মশানে আসিয়া করি, গোলাপসিংহকে নিধন ॥ ১৫ ॥
বিষপান করি পরে, আপনার প্রাণ হরে,
নায়িকা চেতন প্রাপ্তে হেরি নাথের নিধন ॥ ১৬ ॥
নায়কের খড়্গা ধরি, নিজপ্রাণ পরি হরি,
সতীত্ব উদ্দীপ্ত করি, রাখিল লোকে ঘোষণ"॥ ১৭ ॥

সূত্রধরের প্রস্থান ।

এই নাটকখানি গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতিত কেহই অভিনয় করিতে পারিবেন না।

প্রস্তাবনা।

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

বুধগণ! করহে শ্রবণ, অতি আশ্চর্য্য ঘটন।
দুই কুলে শত্রু ভাব, তাহে ঘটে প্রেম ভাব,
নায়ক ও নায়িকার সংগোপনে সম্মিলন॥
হত্যাকাণ্ডে নরপতি, নির্ব্বাসন অনুমতি,
করিলে, নায়ক করে গুপ্ত ভাবে পলায়ন॥ ১॥
বিবাহের সমুদ্যোগে, নায়িকা বিষ সম্ভোগে,
অচেতনা হ'লে, হয় শ্মশানে নীত তখন॥ ২॥
নায়ক আসি শ্মশানে, প্রাণনাশে বিষ পানে,
চেতন পাইয়া সতী, শোকে ত্যজিল জীবন॥ ৩॥

ইতি প্রস্তাবনা।

অজয়সিংহ-বিলাসবতী।

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জয়সলমির।

অজয়সিংহের গৃহ।

অজয়সিংহ উপস্থিত।

অজয়। (স্বগত) হায়! সে রূপসীকে কি চক্ষেই দেখেছিলাম, তাকে দেখে অবধি আমি যেন উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে র'য়েছি; ও! কি আশ্চর্য্য রূপ লাবণ্য! (ক্ষণেক পরে) তার রূপ লাবণ্য কেবল আশ্চর্য্যের নহে, স্বভাবও আশ্চর্য্যের দেখ্‌চি। আমি তাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি, সে ভ্রমে ভুলেও একবার চেয়ে দেখে না, আমার এ ভালবাসা যেন একহাতে তালী বাজান হয়েছে। সকলে বলে, রমণীদের সরল স্বভাব, কিন্তু হেমলতার স্বভাব দেখে সে প্রবাদ

[illegible] হ'চ্চে ; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির হৃদয়ই সহস্র গুণে কঠিন ব'ল্‌তে হয় ; যেহেতু আমি দিবা নিশি কেবল হেমলতার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হ'য়ে দিনে দিনে কৃশ, মলিন, দুর্ব্বল ও সকল বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হ'চ্চি ; আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কিছুতেই সুখ নাই, তথাচ তাহার প্রতিলাভ ক'রতে পাল্লেম না। (পরিত্যাক্ত হইয়া) না! আর আমি তার ভালবাসা চাইনে, আর তার চিন্তা ক'রবো না (ক্ষণেক নিরব হইয়া) যার প্রতি আমার এত অনুরাগ, যাকে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অনুভব করি, তাকে একেবারে কেমন ক'রে ভুলে জীবন ধারণ ক'রতে পারি ? (মৌনভাবে অবস্থিতি)

চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।

চন্দ্র। সখে! আজ তোমাকে এরূপ বিমর্ষ দেখ্‌চি কেন, কি চিন্তা ক'রচ ?

অজয়। কৈ! আমি তো কিছুই ভাব্‌চিনে।

চন্দ্র। আর ঢাক্‌লে কি হবে, আমি সব জানি, এখন কি ভাব্‌ছিলে বল।

অজয়। সখে! তোমায় ব'ল্‌তে কি, যত দিন পর্য্যন্ত সেই চারুহাসিনী হেমলতাকে দেখেছি, সেই পর্য্যন্তই

আমার জীবন-সর্ব্বস্ব তাহার প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ আছে। উ! প্রণয় কি অপরূপ পদার্থ—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

চন্দ্র। কি ভাই, তুমি সামান্য প্রণয়ের নিমিত্ত এত কাতর হ'য়েছ; প্রণয় ক্ষণকাল স্থায়ী, প্রণয়ের জন্য উম্মত্ত হওয়া কোনক্রমেই উচিত হয় না।

অজয়। সখে! প্রণয় কি পদার্থ তুমি জাননা ব'লেই এরূপ ব'ল্‌চ, আর হেমলতা একটী সৌন্দর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ, অনাঘ্রাত প্রফুল্ল পুষ্পের তুল্য; তার জন্য যে উম্মত্ত হ'চ্চি, এ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আহা! সেই অমূল্য রত্ন না জানি কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষের ভাগ্যে ভোগ আছে।

চন্দ্র। সখে! তুমি যে তার জন্য এত ভাব্‌চ, সে কি তোমার জন্য এরূপ ভাবে? তার কি কোন অনুরাগের পরিচয় পেয়েছ?

অজয়। আমি তার অনুরাগের কিছু মাত্র চিহ্ন পাইনি, তাহলে কি এত যাতনা ভোগ করি। সখে! এখন কি করি বল দেখি?

চন্দ্র। বয়স্য! এ আশা থেকে এখন নিরস্ত হও, কোথায় তুমি শত্রুকুল ক্ষয় ক'র্‌বে, তা না কোরে স্ত্রীলোকের প্রণয়ে বশীভূত হ'য়ে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছ? তোমাকে ধিক্।

(অজয়ের বিমর্ষভাবে অবস্থিতি)

বীরসেনের প্রবেশ।

বীর। ওহে! তোমরা বোসে কি ভাব্‌চো। আজ উদয়চাঁদের বাটীতে ভারি সমারোহ হবে, শুনে এলাম, সেখানে অনেক পরমা স্থন্দরী যুবতী আস্‌বে, নৃত্য গীতের সহিত চব্য, চষ্য, লেহ্য, পেয়, ও সকল রকমই চ'ল্‌বে; চল ভাই, আজ তিন্‌ জনে মিলে সেখানে যাওয়া যাক্‌, নৃত্য গীত শুনা যাবে ও দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাও বেশ্‌ চ'ল্‌বে। আর একটা কথা তোমাকে বলি, তুমি যাকে পরমাস্থন্দরী অনুভব কোরে উন্মত্ত হ'য়েছ, আজ আর তার রূপের গৌরব থাক্‌বে না।

অজয়। (স্বগত) হেমলতার অপেক্ষা রূপবতী আর কি পৃথিবীতে আছে, হেমলতাকে যে নিন্দা করে, তার যে কি চক্ষু তা ব'ল্‌তে পারি না। যদিচ হেমলতার আমার প্রতি প্রণয় নাই, তথাচ আমার নেত্রযুগল সর্ব্বক্ষণ তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, মন তো সর্ব্বদাই তাহার নিকটে অবস্থিতি কোচ্চে। এই হেমলতার নাম হ'তে, যদিচ সে শত্রুর বাটী, তথাচ তথায় গিয়া হেমলতাকে দেখ্‌তে আমার বিশেষ অভিলাষ হ'চ্চে।

বীর। নিরব হোয়ে কি ভাব্‌চো, ভেবে ভেবে বদ্ধ পাগল হোয়ে গেলে যে? সেখানে চল, যাকে ভাব্‌চো, তাকেও দেখ্‌তে পাবে।

অজয়। (স্বগত) আমার মন তো অগ্রগামী হ'য়েছে, তবে বীরসেন হেমলতা-লাভের উৎসাহে অনুৎসাহ প্রকাশ করে, উহার কথায় এক কালে সম্মত হওয়া উচিত হয় না। (প্রকাশ্যে) ভাই! সে যে শত্রুর বাটী।

বীর। আরে এমন মজা কি ছাড়্‌তে আছে, চল না; (অজয়ের গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে) ছদ্মবেশে যাওয়া যাক্।

অজয়। (মৌখিক রাগ প্রকাশপূর্ব্বক) কি! আমি ক্ষত্রিয় হ'য়ে চৌর্য্যের ন্যায় শত্রুর বাটীতে প্রবেশ ক'র্‌ব? বৈর-নির্যাতনে প্রবৃত্ত না হোয়ে, শত্রুর নিকট মস্তক অবনত ক'র্‌ব? এ কখনই হবে না, আমি তোমার এ কথায় কোনক্রমেই অনুমোদন ক'র্‌তে পারি না।

বীর। আরে একেবারেই যে চটে লাল হ'লে, দিবা রাত্রি যে হেমলতার জন্য ভেবে ভেবে পাগল হ'চ্চ, তাকে দেখ্‌তে পাবে ব'লেই এ কৌশল ক'রেছি; এখন চল। আর আমাদেরও সেখানে উদরটা পরিপূর্ণ হবে, শাস্ত্রে আছে "সর্ব্বত্রৈব বিচারেতু ভোজনেপ্য প্রবর্ত্তনম্"— (স্বগত) আমার উদ্দেশ্য এই, সেখানে কতকগুলী পরমা-সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখ্‌লে, হেমলতার প্রণয়ের উপর তোমার আর এরূপ অনুরাগ থাক্‌বে না।

চন্দ্র। (অজয়ের প্রতি) এ পরামর্শ বড় মন্দ নহে, চল যাওয়া যাক্। আর সেখানে গমন ক'রলে, তুমি যে হেমলতার জন্যে কাতর হ'চ্চ, তাহাকে তথায় হংসীর সহিত বায়সীর সম অনুভব ক'র্‌বে, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই।

অজয়। (স্বগত) আজ যে কি সুখের দিন তা বোল্‌তে পারি না, হেমলতার দর্শনলাভে পরিতাপিত চিত্ত সুশীতল হবে। (প্রকাশ্যে চন্দ্রশেখরের প্রতি) সখে! তবে চল যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।]

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

উদয়চাঁদ ও গোলাপসিংহের প্রবেশ।

গোলা। আপনাতে এবং অরজিৎসিংহতে উভয়েই সমতুল্য; তাহাতে এরূপ বিবাদ অপেক্ষা মীমাংসা করাই শ্রেয়। মহারাজ! (কিয়ৎক্ষণ পরে) আপনি যে আমাকে আপনার কন্যা সম্প্রদান ক'রে চিরসুখী ক'র্‌বেন ব'লেছিলেন, সে বিষয়ের—

উদয়। ও!—বিবাহের কথা ব'ল্‌চ, তাহাই স্থির আছে, তবে এক্ষণে আমার কন্যা বালিকা, পৃথিবীর সুখ সে কিছুই জানে না, আর দুই বৎসর পরে এ শুভ কার্য্য সমাধা করা বিহিত বোধ ক'রেছি।

গোলা। (কুণ্ঠিতভাবে অবনতবদনে) আমার জননীর ইচ্ছা এ বিষয় সত্বরেই সমাধা হয়।

উদয়। এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া আমার অভিমত নয়, যেহেতু আমার একটী মাত্র কন্যা; এ অবধি তাহাকে কেমন ক'রে পর হস্তে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি। আর যখন আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হ'য়েছি, তখন তুমি নিশ্চয় জেন, আমি তোমাকেই আমার কন্যা সমর্পণ ক'র্‌বো।

গোলা। আজ মহাশয়কে এমন উতলা দেখ্‌চি কেন?

উদয়। আজ আমার বাটীতে একটী সমারোহের কার্য্য হবে, অতএব তুমি উৎসবের স্থলে উপস্থিত থেকে, সমস্ত বিষয় পর্য্যাবেক্ষণ ক'র্‌বে; আর এই পত্র গুলী লও, ইহাতে যাঁদের নাম আছে, তাঁদের উপস্থিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'র্‌বে। সকল বিষয়ের ভার তোমার উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হলেম।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া শান্তীরামের প্রবেশ।)

শান্তি। (ক্ষণেক কাল হাস্য করিয়া) আহ্লাদেই পেটটা ঢিপী হ'য়ে উঠ্লো, এরপর আর কি ছাই খাবো ? মনঃ! স্থির হও, আর হেসোনা, (ক্ষণেক হাস্য করিয়া) ভোজের যে উদ্যোগ দেখা গেছে, না হেসে কি থাকৃতে পারা যায় ? (উদরের প্রতি) উদর! আজ তোমার ভারি আনন্দের দিন, কিন্তু আগে থাকৃতে ব'লে রাখ্চি, আধুনিক লোকের কিঞ্চিৎ ধন হ'লে দেমাকে যেমত ফুলে উঠে, তোমাতে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ হ'লে তদ্রূপ ফুলে উঠো না। বিদ্যাবান্ ও ধার্ম্মিক লোক বিদ্যা এবং ধর্ম্ম সঞ্চয় ক'রতে যেমত পরাঙ্মুখ হন্‌না, তদ্রূপ আহারের সময়ে কোনক্রমেই ক্ষান্ত হইও না। উদর! আর একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, আগড়ম বাগড়মে উদর পূর্ণ ক'রোনা। (ক্ষণেক হাস্য করিয়া) আর এখানে থাকা নয়, এখন কাজ করা যাক্ গিয়ে। মহারাজ উদয়চাঁদ ব'ল্লেন, গোলাপসিংহের নিকটে যেতে, তাঁকে ত দেখ্তে পাচ্চিনে। (কএকখানা লিপী ভুমিতে পতিত দেখিয়া) এ লিপীগুলী আবার কে ফেলে গেলেন, এগুলী দেখ্চি, আজ্‌কের ভোজের নিমন্ত্রণের পত্র। হয় মহারাজ উদয়চাঁদ, না হয় গোলাপসিংহ ফেলে গিয়ে থাকৃবেন। (লিপীগুলী লইয়া) চক্ষু থাক্তে অন্ধ, মনুষ্যের লেখা পড়া না শেখা

জীবনই বৃথা। শর্ম্মা কিছু মাত্র লেখা পড়া জানে না, সরস্বতীর সঙ্গে একপ্রকার দলাদলী ব'ল্লেই হোলো, কিন্তু কাজে কিছু ফস্কায় না। এই লিপীগুলী যাকে যাকে দিতে হবে, তা আমি এখনি দিয়ে যাচ্চি। মন! চল তরে।

[শান্তিরামের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

—*০*০*—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়চাঁদের সভাগৃহ।

উদয়চাঁদ, প্রতাপচাঁদ, অজয়সিংহ, চন্দ্রশেখর, বীরসেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ও বিলাসবতী উপস্থিত।

উদয়। (দণ্ডায়মান হইয়া) আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই উৎসবের অবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করত রূপবতী রমণীগণের নৃত্য দর্শন ক'রে, নয়নের প্রীতি সম্পাদন করুন। নর্ত্তকীদের অপূর্ব্ব নৃত্যে অবশ্যই আপনাদের চমৎকার বোধ হবে। ভোজনের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত আছে,

নৃত্য গীত সমাপ্ত হ'লেই আপনাদের আহার সম্পন্ন হবে। রাজকুমারগণ যে সৌজন্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক এস্থানে আগমন ক'রেছেন, তাহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হ'য়েছি, আর আমার অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন নাই। (প্রতাপচাঁদের প্রতি) প্রতাপ! নর্ত্তকীদের আহ্বান ক'রে তাহাদের আমোদ প্রমোদ ক'র্‌তে আজ্ঞা দাও।

[প্রতাপচাঁদের প্রস্থান।]

চন্দ্র। (অজয়ের প্রতি) সখে! মনটী কি কিছু স্থির হোলো?

বীর। সে মন আর নাই, এখন অন্য উপসর্গ না হ'লে হয়।

অজয়। স্থির হও ভাই, এখানে অধিক কথায় কোন প্রয়োজন করেনা।

নর্ত্তকীদ্বয়-সহ প্রতাপচাঁদের প্রবেশ।

১ম নৃত্যকী। গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

(বাঃ) বন আওরিকো রস বশ ভাঁইলি বনিক্কেরে বন বন মেঃ।
বন্নি আওৎ কুছুনা বসীওত বশূরহো তন মন মেঃ।
ব্রেহে বেথা ঘন ঘোর উঠাওৎ, বংশিতুরঙ্গ তালনেত
লালন হৃত করত-হায় জেসা চপলা ঘন মে॥

অজয়। চমৎকার! চমৎকার! আর একটী গাও।

রাগিণী জংলা। তাল ঠুংরি।

বেগমজাদি বেকলসেতু নাচার হো মিয়া।
শুন্ শুন্ তোমেরি জানি, খোইস্পারি মেহেরবাণি
এসি তুম্বনুকো গলে হার হে সামুরে॥

(দ্বিতীয় নর্ত্তকীর প্রতি) এইবার তুমি একটা গাও ভাই।

দ্বিতীয় নর্ত্ত। আচ্ছা ভাই, তবে আমিও একটা গীত গাই।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়খেম্টা।

দেখিতে দেখিতে মম একি হ'লো মন।
না জানি কি রূপে মন হরিল সে জন।
কি হইল কি করিব, তারে আরো কি বলিব,
মন মিলে প্রাণ দিব, ইচ্ছায় এখন॥
তার অদর্শনে ক্ষণ, রবেনা দেহে জীবন,
তার প্রতি অনুক্ষণ, ভ্রমিছে নয়ন॥

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।]

অজয়। (বিলাসবতীকে দেখিয়া স্বগত) আহা! কি অপরূপ রূপ লাবণ্য! এরূপ সুন্দর কান্তি তো কখন নয়নগোচর হয় নাই। রমণীর কমনীয় মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত কমলের সম শোভা পাচ্চে; দীপ্তিবিশিষ্ট রূপের জ্যোতিতে যেন চারি দিক্ আলো ক'রে রেখেচে; আহা! দেখে আর চক্ষু ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। দ্বিতীয় নর্ত্তকী, যে গানটী গাইলে,

আমার মনের সঙ্গে ঠিক্ মিলেচে, ব'ল্‌তে কি, এরূপ রূপ-লাবণ্যযুক্ত যুবতী এ জগতে অতি দুর্লভ ; আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, এই দণ্ডে চিত্তহারিণীর করস্পর্শ ক'রে, হস্তকে চরিতার্থ করি। লোকে যেরূপ সর্পকে মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত করে, এ রূপসী আপনার রূপের দ্বারা আমাকে সেইরূপ অধীন ক'রেচে; উহাকে দেখে আমার মন এত অস্থির হ'চ্ছে, যে আর কোনমতে স্থির থাক্‌তে পাচ্চি না। আমি পূর্ব্বে ভেবেছিলাম, যে হেমলতা একটী সৌন্দর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ, কিন্তু হেমলতাকে এখন আর হেমলতা ব'লে বোধ হ'চ্ছে না, সে সামান্য বনলতা অপেক্ষাও নিকৃষ্টা।

প্রতাপ। (অজয়সিংহকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া স্বগত) এ ব্যক্তি কে? আমার বেশ্ বোধ হ'চ্ছে, এ আমাদের শত্রু, ছদ্মবেশে এসে থাক্‌বে; ইহাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে কোনক্রমেই ক্ষান্ত হব না। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা, সূর্য্যবংশীয় হ'য়ে আমাদের সহিত উৎসব ক'চ্চে? যাই হোক্ এ কথা পিতৃব্য মহাশয়কে জানাতে হ'লো। (উদয়চাঁদের প্রতি) মহাশয়! এ স্থানে এক ব্যক্তি সূর্য্যবংশীয় আমাদের বিনা আহ্বানে সমাগত হ'য়েছে, আমি কেবল আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা কচ্চি, আপনি অনুমতি প্রদান ক'ল্লে, অবিলম্বেই দুরাচারকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করি।

উদয়। (অজয় সিংহের দিকে উল্লেখ করিয়া) ঐ যুবা পুরুষটী! ও অজয় সিংহ না?

প্রতাপ। হাঁ মহাশয়! ও সেই দুর্ব্বৃত্ত অজয়। মনে ক'রেছে উহার ছদ্ম বেশ দেখে আমরা উহাকে চিন্তে পার্‌বো না, আপনি অনুমতি করুন, আমি এই দণ্ডেই উহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করি।

উদয়। দেখ প্রতাপ! তুমি ছেলে মানুষ, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চ না, তাই পুনঃ পুনঃ ঐ কথা ব'ল্‌চো; এ সময়ে একটা বিবাদ উপস্থিত ক'ল্লে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বিরক্ত হবেন, যেহেতু অজয়সিংহ ভদ্রবেশে এসেছে এবং কোন অত্যাচার ক'চ্চে না। দ্বিতীয়তঃ কানোদাস্থ অনেকেই ও অপরাপর সাধারণ লোকে মুক্ত কণ্ঠে উহার প্রশংসা ক'রে থাকে। অজয় যদিচ আমাদের শত্রু; কিন্তু যখন ও আমাদের বাটীতে বিনা আহ্বানে আগমন ক'রে উৎসব প্রকাশ ক'চ্চে, তখন উহাকে কোনক্রমেই দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, তবে উহাকে আহারের সময় পৃথক ভাবে উপবেশন করাইলে যথোচিত দণ্ড প্রদান করা হবে। প্রতাপ! এক্ষণে বিদ্রোহাচরণে ক্ষান্ত হও।

প্রতাপ। মহাশয়ের আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার সর্ব্বতোমতে বিধেয়; কিন্তু আপনি যাহাকে সুন্দর ও

সদ্ব্যক্তি জ্ঞানে আশ্রয় দিচ্চেন, সেই এক সময় কালসর্প হ'য়ে আপনাকে দংশন ক'র্‌তে পারে; এবিষয়ে আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি, সময়ান্তরে উহাকে আমি নিশ্চয়ই দণ্ড প্রদান ক'র্‌বো।

(প্রতাপচাঁদের প্রস্থান)

শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তি। (উদয়চাঁদের প্রতি) মহারাজ! অহারাদি বিষয়ে সমস্ত প্রস্তুত হ'য়েছে।

উদয়। (নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রতি) মহাশয়েরা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন।

(অজয়সিংহ ও বিলাসবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

বিলাস। (স্বগত) কেন এই অপরিচিত যুবাকে দেখে আমার চিত্ত এত চঞ্চল হ'ল? আহা! কি অপরূপ রূপ-মাধুরী; ইহার অঙ্গ সৌষ্ঠব ও ধীর প্রকৃতি দেখে অনুমান করি, ইনি কোন রাজবংশীয় হবেন। মন আমার এত ব্যাকুল হ'য়েছে, যে ইঁহার সহিত বাক্যালাপ না ক'রে, কোনক্রমেই স্থির হ'তে পাচ্চিনে।

অজয়। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিলাসবতীর প্রতি) হে অনিন্দিতে! যদি আমার সহিত আপনার বাক্যালাপ ক'রতে কোন আপত্ত না থাকে, তাহা হ'লে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

বিলাস। (নম্রমুখে) তাহাতে আর কি আপত্ত আছে। আপনি কি জিজ্ঞাসা ক'রবেন করুন।

অজয়। আপনার রূপলাবণ্য ও শিষ্টতা সন্দর্শন ক'রে অনুভব হ'চ্চে, আপনি কোন মহৎবংশীয়া হবেন। হে ভদ্রে! যদি কোন প্রতিবন্দক না থাকে,তাহা হ'লে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে চরিতার্থ হই।

বিলাস। সময় ক্রমে আপনি আমার পরিচয় জান্‌তে পার্‌বেন্।

অজয়। (অকস্মাৎ বিলাসবতীর কর ধারণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করত) হে সর্ব্বাঙ্গশোভনে! তোমার এ পাণিতল পবিত্র তীর্থের তুল্য, স্পর্শ ক'রে কি অপবিত্র ক'ল্লেম? আমার সংস্পর্শে যদি অমেধ্য হ'য়ে থাকে, তাহা হ'লে আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর।

বিলাস। পবিত্র যাত্রিদিগের আগমনে এবং সংস্পর্শেই তীর্থের গৌরব বৃদ্ধি হয়। আপনাকে আমি অচল ভক্তিমান দেখ্‌চি, আপনি আমার কর স্পর্শ ক'রে কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন?

অজয়। আপনার করতল তীর্থ স্বরূপ, আপনি তাহাতে বরদাত্রী স্বরূপা। যদ্যপি আমাকে ঐ মহৎতীর্থের যাত্রী অনুভব ক'রে থাকেন, তাহা হ'লে যে অভিলাষ ক'রে

তীর্থস্পর্শ ক'রেছি, তাহা যেন সিদ্ধ হয়, এমত বর প্রদান ক'ল্লে চরিতার্থ হই।

বিলাস। (লজ্জিত ভাবে ও অবনত বদনে অবস্থিতি)

সরলার প্রবেশ।

সরলা। রাজকুমারি! আপনাকে রাজমহিষী ডাক্‌চেন, শিগ্‌গির আসুন।

অজয়। (স্বগত) তবে ইনি কোন চন্দ্রবংশীয় রাজকন্যা হবেন। (প্রকাশ্যে সরলার প্রতি) সহচরি! ইনি কোন্ রাজার কন্যা?

সরলা। ইনি কানোদাধিপতি মহারাজা উদয়চাঁদের কন্যা বিলাসবতী। এক্ষণে আপনার পরিচয় প্রদান ক'ল্লে আমরাও সন্তোষ লাভ করি।

অজয়। কোটাধিপতি অসামান্য বিক্রমশালী অরজিৎ-সিংহের কি নাম শুনেচেন? আমি তাহার পুত্র, আমার নাম অজয়সিংহ।

সরলা। আপনি যদিচ শত্রুপক্ষ কিন্তু আপনার ধীর স্বভাব দেখে আমরা সন্তোষ লাভ কল্লেম। মহিষী বিলাস-বতীকে ডাক্‌চেন, একারণ আমরা আর অপেক্ষা ক'রতে পার্চ্চিনে, আমাদের এ অপরাধ ক্ষমা ক'রবেন।

(বিলাসবতী ও সরলার প্রস্থান)

চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।

চন্দ্র। (অজয়ের প্রতি) অজয়! আমরা ছদ্মবেশে এসেছি, সহচরীর নিকটে তুমি কেমন ক'রে আপনার পরিচয় দিলে বল দেখি? এখন চল আমরা এ স্থান হ'তে সত্বরে প্রস্থান করি, নতুবা এখনি একটা বিপদ উপস্থিত হবে।

অজয়। তুমি এত ভয় পাচ্চ কেন? যখন আসা গ্যাছে তখন আর ভাবনা কি? ক্ষত্রিয়েরা বিপদকে বিপদ বোধ করে না, শত্রুবধই তাহাদের কার্য্য।

চন্দ্র। তা আর আমাকে ব'লে জানাচ্চ কেন? তোমার যে বল বিক্রম সে সব জানি। অনর্থক বিবাদে কি প্রয়োজন আছে। (ক্ষণেক নিরব) যেমন ছদ্মবেশে আসা গ্যাচে, এক্ষণে সেই রূপে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য।

অজয়। (ক্ষণেক নিরব)

বীরসেনের প্রবেশ।

বীর। আর এখানে থাকার কি প্রয়োজন আছে, নৃত্য গীত ভেঙ্গে গ্যাচে, আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কেহই নাই; আমরা অনর্থক কেন এখানে আছি।

চন্দ্র। অজয়! চল তবে।

অজয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তবে নিতান্তই কি যেতে হবে, চল। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) বিলাসবতীকে দেখে অবধি আমি যে কি হ'য়েছি, তা আর ব'লে জানাতে পারিনে।

[সকলের প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*০*০*—

বিলাসবতীর উদ্যানের বহির্দিক।

বেগে অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। (স্বগত) বীরসেন ও চন্দ্রশেখরের একান্ত ইচ্ছা যে আমাকে নিয়ে বাটীতে যায়;—আমি কি প্রিয়সিকে পরিত্যাগ ক'রে এখন যেতে পারি? এখন কি আমার আর রাজ্য কি সুহৃদ বন্ধুবান্ধব মনে আছে? আমি যাকে মন সমর্পণ ক'রেছি তাহার লাভের জন্য প্রাণকেও পণ কল্লেম। লোকে কথায় বলে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" (ক্ষণেক পরে) বোধ হয়, এই প্রাচীরটীর অপর পার্শ্বেই আমার প্রিয়সীর প্রমোদ-কানন, প্রমোদ-কাননের অদূরেই তাঁর ভবন হবে। (প্রাচীরদিকে চাহিয়া) এইতো প্রাচীর, ইহার উপর আরোহণ ক'রে ও দিকে যাই।

(প্রাচীর আরোহণ পূর্ব্বক অপর দিকে প্রস্থান।)

চন্দ্রশেখর ও বীরসেনের প্রবেশ ।

বীর। অজয় ! অজয় ! কোথা গেলে হে ?

চন্দ্র। ওহে ! এখানে "অজয় অজয়" ব'লে ডাকা ভাল হ'চ্চে না, এ স্থলে অজয়ের সকলেই শত্রুপক্ষ; দ্বিতীয়তঃ অজয় যে আমাদের পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গিয়েছে, তার নিশ্চয় নাই।

বীর। আমার বেশ্ বোধ হ'চ্চে, অজয় এই দিকে এসেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে বাগানের মধ্যে প্রবেশ ক'রেচে। চন্দ্রশেখর ! তুমি অজয়ের মনের ভাব এপর্য্যন্ত কিছুই বুঝ্তে পারনি, আমি ওর ভাব ভঙ্গি দেখে সকলই জান্তে পেরেছি। হেমলতাকে আর তার মনে নাই; অপর কাহাকে দেখে অবধি তাহাপেক্ষাও উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে।

চন্দ্র। অপর আবার কে ?

বীর। সেও শত্রুপক্ষের কন্যা হবে।

চন্দ্র। আমি মনে ক'রেছিলেম্, এখানে অপর অপর পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে দেখ্লে, অজয় হেমলতাকে ভুলে গিয়ে সুদূরে যাবে, কিন্তু তার বিপরীত হ'লো। এখন কি উপায় করা যায় বল দেখি ? এ শত্রুমণ্ডলীতে তাকে একলা ফেলে যাওয়া কোন ক্রমেই উচিত হয় না।

বীর। আমাদের যা ইচ্ছে, তা তো ঘোট্‌চে না, সে এই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে শত্রুমণ্ডলীতেই পতিত হ'য়েছে।

চন্দ্র। তা যদি হয়, তবে সে অত্যন্ত অন্যায় কাজ ক'রেছে, তার কি মনের মধ্যে একটু ভয় হ'লো না?

বীর। এ কাজে কি প্রাণের ভয় থাকে, লঙ্কেশ্বর রাবণ এক সীতার জন্য সবংশে ধ্বংস হ'লো, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ উষার জন্য নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে বাণরাজার কারাগারে বন্দি ছিল, অন্যের কথা আর কি ব'ল্‌বো।

চন্দ্র। তাইতো অজয়কে এখানে লয়ে আসা অনোচিত হ'য়েছে।

বীর। অনোচিত ব'লে অনোচিত! এ ঝক্‌মারি হ'য়েছে বিপদ ঘটেচে না ঘট্‌তে আছে, তুমি যদি বল, আমি চিচ্‌কার ক'রে ডাকি।

চন্দ্র। তা হ'তে পারেনা, আর সে যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রেচে, তাহাতো আমার মনে নিচ্চেনা, চল অন্যতরে তাহার অন্বেষণ করি।

বীর। এত রাত্রে অন্যতরে অন্বেষণ ক'ল্লে আর বাঁচ্‌তে হবে না? সে আমাদিগকে পরিত্যাগ ক'রে প্রমদার প্রণয়-পথগামী হ'লো, আমরা এ শীতে অনর্থক কষ্ট পাচ্চি, এ অল্প গেরো নয়? এখন চল বাটী যাওয়া যাক্ (কাঁপিতে

কাঁপিতে) বড় শীত হে, আর সহ্য হচ্চে না, ও বাপ্‌রে, গেলুম যে; চন্দ্রশেখর! চল ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাসবতীর উদ্যান ও নিকটে দ্বিতল অট্টালিকা।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। (স্বগত) আহা! আমার প্রিয়সী যেমত মনোহরা, তাঁর উদ্যানটিও তেমনি মনোহর দেখ্‌চি, সুধাংশুর সুন্দর রশ্মীতে প্রমোদ-কাননের তরু, গুল্ম ও লতাদি অদ্ভুত বোধ হচ্চে, বিবিধ বর্ণের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হ'য়ে র'য়েছে, সমীরণ পুষ্পগন্ধ হরণ ক'রে গমন ক'চ্চে, দেখে দেখে আমার মন যে কি আনন্দিত হ'চ্চে, তা আর ব'ল্‌তে

পারিনে, (ক্ষণেক নিরব হইয়া) আমি এই উদ্যানের অসামান্য যে সকল শোভা সন্দর্শন ক'চ্চি, যদি এই সকল শোভা আমার সেই প্রাণসমা বিলাসবতীর সমভিব্যাহারে দর্শন করি, তাহলে নেত্রদ্বয়কে সফল বোধ ক'রবো। আমার কি সে দিন হবে, আমি পুনর্ব্বার কি বিলাসবতীর দর্শন লাভ ক'রতে পারবো।

(উদ্যানস্থ অট্টালিকার বাতায়নে বিলাসবতীর
প্রবেশ ও আসীনা।)

অজয়। (উদ্যান প্রভাবিশিষ্ট দেখিয়া) একি! অকস্মাৎ এত আলো হ'লো কেন? বিরহানল এ দাবানল উপস্থিত ক'ল্লে নাকি? না! এ দাবানল নয়, দাবানল হ'লে দেহ পরিতাপিত হ'তো, ইহা অতিশয় শীতল দেখ্‌চি এবং নেত্রদ্বয়ও প্রীতিলাভ ক'চ্চে, (বাতায়নের দিকে চাহিয়া) কি সৌভাগ্য! প্রাণাধিকা বিলাসবতী যে! তাইতো! এই অদ্ভুত প্রভাকরের প্রদীপ্ত প্রভা প্রভাবে শশাঙ্ক নিষ্প্রভ হ'লেন নাকি?

বিলাস। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হায়! হায়! আমার কি দুরাদৃষ্ট। তাঁর কি আর আমাকে মনে আছে?

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াঠেকা।

মরি গো তাঁর বিরহবাণে।
এত যে কাতরা আমি সেকি তা জানে॥
না জানি কি ছল করি, মন প্রাণ নিল হরি,
কি রূপে জীবন ধরি, লয়ে বল কুলমানে॥
দিবানিশি অনুক্ষণ, তাঁরে ভাবিতেছে মন,
সদা নিয়োগ নয়ন, আছে আশা পথ পানে

অজয়। (স্বগত) আহা! কি মধুরস্বর, এরূপ স্বরতো কখন শোনা যায়নি। হে মনোহারিণি! তুমি কি বিলাসবতী, না—স্বর্গের কোন বিদ্যাধরি এ উদ্যানের প্রাসাদে অবস্থিতি ক'চ্চ? যদ্যপি বিলাসবতী হও, তাহা হ'লে আমার নেত্রপথ আর পরিত্যাগ ক'রয়া, আমি তোমার অদর্শন কোনক্রমেই সহ্য ক'রতে পারি না; যদ্যপি কোন বিদ্যাধরী হও, তাহা হ'লে ঐ মর্ম্মের অপর একটী গীত গেয়ে আমার সন্তোষ সাধন কর। (ক্ষণেক পরে) একি! আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি নাকি? কিছুই তো বুঝতে পাচ্চিনে; না! এ স্বপ্ন নয়, জাগ্রতাবস্থার লক্ষণ সকলই জান্‌তে পাচ্চি।

বিলাস। (মৃদুস্বরে স্বগত) অজয়সিংহ! হে হৃদয়-বল্লভ অজয়! হে বিলাসবতীর দেহের জীবনরূপ অজয়!

কেন আপনি অজয় নাম ধারণ ক'রেছিলেন, এক্ষণে আমার জন্য আপনার ও আপনার পিতার নাম গোপন করুন, যদি ইহাতে অসম্মত হন, তাহ'লে আপনি শপথ করুন "যে আমাকে বই আর কাহাকেও ভাল বাসবেন না" তাহ'লে আমি এই দণ্ডেই চন্দ্রবংশে জলাঞ্জলি দেই।

অজয়। (স্বগত) এখন কি করি? আরত নিরস্ত হ'য়ে থাকা যায়না; না! আর একটু অপেক্ষা করি, দেখি আরো কি বলে। প্রিয়সীর মন দেখ্‌চি বিশেষ উতলা হ'য়েচে, তা নাহ'লে উন্মাদিনির মত বৃথা চিৎকার ক'রবে কেন?

বিলাস। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত অনুচ্চৈস্বরে স্বগত) হা—রাজকুমার! আপনি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, কিন্তু আপনার নামই আমার পরম শত্রু, আপনার আখ্যা পরিত্যাগ করুন। সূর্য্যবংশীয় হ'লেনইবা, তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু আপনার শরীরেতো সূর্য্যবংশীয় ব'লে কোন চিহ্ন নাই। যদি একটী গোলাপফুলকে গোলাপফুলের পরিবর্ত্তে বেলফুল ব'লে তার ঘ্রাণ লওয়া যায়, তা হ'লে গোলাপের সৌরভ কি পরিবর্ত্তিত হয়?

অজয়। (স্বগত) আরত থাকা যায় না, এই বার যা হয় একটা ব'লতে হ'লো। (প্রকাশ্যে) চারুশীলে! যদি

অজয়সিংহ নাম তোমার অভিষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক হয়, তা হ'লে সে নামে আর কি প্রয়োজন আছে?

বিলাস। (সচকিতভাবে স্বগত) কে ও! বোধ করি অন্তরাল থেকে কেউ আমার গুপ্ত কথা শুন্‌চে (প্রকাশ্যে) আপনি কে?

অজয়। আমি যে কে, আমার নাম উল্লেখ ক'রে তোমাকে পরিচয় দিতে পারিনে; আমার নাম আমার নিজেরই ঘৃণিত, কারণ আমার নামটিই তোমার শত্রু।

বিলাস। (স্বগত) এ সুমধুর স্বর নিশ্চয়ই আমার প্রাণেশ্বরের হবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) আপনার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বোধ হচ্চে, যে আপনি আমার হৃদয়েশ্বর সূর্য্যবংশীয় অজয়সিংহই হবেন।

অজয়। না প্রিয়ে! এখন আর আমাকে সূর্য্যবংশীয় অজয়সিংহ ব'লনা। ক্ষণকাল পূর্ব্বে আমার ও নাম আমি পরিত্যাগ ক'রেছি, এক্ষণে আমাকে তোমার অধীন অনুভব কর।

বিলাস। আপনি এ নিশীথ সময়ে এখানে কেমন ক'রে এলেন; কোন চন্দ্রবংশীয় আপনাকে দর্শন ক'ল্লে আপনার সম্পূর্ণ অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

অজয়। প্রণয়রূপ পক্ষ অবলম্বন দ্বারা তোমার দর্শন লাভ ক'রেছি; যদি এখানে শত শত প্রস্তরময় প্রাচীর ব্যবধান থাক্‌তো, তা হ'লেও তোমার দর্শনলাভে বঞ্চিত হ'তেম না।

বিলাস। আপনার দর্শনলাভ আমার পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় নহে, কিন্তু আমার মনোমধ্যে অত্যন্ত আতঙ্ক উদয় হ'চ্চে, যদি কোন চন্দ্রবংশীয় আপনাকে দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণলয়ে একটা বিপদ উপস্থিত হবে।

অজয়। চন্দ্রবংশীয়েরা আমাকে দর্শন ক'ল্লে আমার উপর অস্ত্রাঘাত ক'রবে এইমাত্র বিপদ; কিন্তু আমি তোমার নেত্রশরে জর্জ্জরিত হৃদয় হ'য়ে তাহাপেক্ষা বিপদ বোধ ক'চ্চি। প্রিয়সি! বিপন্নের বিপদে ভয় কি? আমি আর ক্ষণকালের জন্য জীবনের মমতা কচ্চিনে, তোমার দর্শনলাভই জীবনের সার্থক জেনেছি, তাহাতে জীবনান্ত হ'লে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।

বিলাস। প্রাণেশ্বর! আপনি কি মনে করেন যে আপনার কোন অনিষ্ট হ'লে আমি কি আমার এই দেহভার বহন কর্‌ব? কখনই না; তখন এ শূন্যময় পৃথিবীতে থেকে আমার কি লাভ হবে বলুন।

অজয়। প্রিয়ে! তোমার কৃপাদৃষ্টির অভাবই আমার বিপদ, নতুবা শত্রুপক্ষে আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট ক'রতে পার্‌বে না।

বিলাস। আপনি কি একাকি এসেচেন? যদি একাকি এসে থাকেন, তাহ'লে আপনার পথপ্রদর্শক কে?

অজয়। প্রিয়সি! বিশুদ্ধ প্রেমই আমার সমভিব্যাহারী এবং পথপ্রদর্শক। প্রমের অসামান্য শক্তি; যদি তুমি সমুদ্রের পরপারে থাক্‌তে, তাহ'লেও সে তোমার সহিত আমার সম্মিলন ক'রে দিতে পার্‌তো।

বিলাস। হৃদয়নাথ! আমি যেরূপ অধীরা হ'য়ে আপনাকে আত্ম সমর্পণ ক'রেছি, বোধ হয় তাহা আর আপনার অবিদিত নাই; যেহেতু আমি এস্থান অতি নির্জ্জন দেখে, আপনার প্রতিরূপ চিত্তে লয়ে বিস্তর খেদ ক'রেছি, তাহাতে আমার হৃদয়ের অভিপ্রায় সকলই ব্যক্ত হ'য়েছে। যদ্যপি অধীরতা-জন্য কোন বিভাব কি কঠিনতা প্রকাশ হ'য়ে থাকে, তাহা ক্ষমা করবেন। নাথ! আপনি কি আমাকে যথার্থ ভাল বাসেন? যদি তাহা হয়, তবে আমার আর কোন কথা বলিবার নাই। যদ্যপি তাহার অভাব থাকে, তাহাহ'লে বিনয় ক'রে ব'ল্‌চি, আমি যে আপনাকে আত্ম সমর্পণ ক'রেছি, এ বিষয় কোন চপল স্বভাব ব্যক্তির

নিকটে প্রকাশ ক'র্বেন না। চপল স্বভাব ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই লোকের দোষ অন্বেষণ ক'রে থাকে। (ক্ষণেক পরে) এ প্রেমাশ্রিতার প্রতি আপনার প্রেমের অভাব হ'লে, সহজেই এ অধিনী কলঙ্কিতা হবে। নাথ! আমার প্রতি আপনার প্রেমানুরাগ যদি না জন্মে, তাহ'লে লোকে যে বলে "পুরুষের পরুষ হৃদয়" তাহা আমি প্রত্যক্ষ দর্শন ক'র্বো।

অজয়। প্রিয়ে! এখনও কি তুমি আমার অনুরাগের পরিচয় পাওনি? আমি এই দণ্ডে তোমার সাক্ষাতে চন্দ্রকে সাক্ষ্য ক'রে ব'ল্তে পারি—

বিলাস। নাথ! আর না, এতেই আপনার অনুরাগের পরিচয় বিলক্ষণ জানা গ্যাছে; চন্দ্র যেরূপ প্রতি তিথিতে হ্রাস পান, আপনার অনুরাগও বোধ হয় সেইরূপ হবে।

অজয়। তবে কার শপথ ক'র্লে তোমার বিশ্বাস হয়?

বিলাস। আর আপনাকে শপথ ক'র্তে হবে না, আমি আপনার হস্তে আমার প্রাণ সমর্পণ ক'রেছি, এখন আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।

অজয়। আমি আপনার শপথ করে ব'ল্তে পারি,—

বিলাস। নাথ! আর কেন? আমি কি আপনাকে শপথ ক'রতে বল্‌চি?

অজয়। প্রিয়ে! আমি তোমাকে আমার জীবন সমর্পণ ক'রেছি, এক্ষণে যাহাতে আমার জীবন রক্ষা হয় তোমার উপরেই সেই ভারার্পণ ক'ল্লেম।

বিলাস। নাথ! অদ্য সম্মিলনের সুখ অনুভব ক'রতে উৎসাহ হ'চ্চেনা, যেহেতু ক্ষণপ্রভার জ্যোতি যেমত ক্ষণকাল স্থায়ী, যদি আপনার প্রণয় তদ্রূপ হয়, তজ্জন্য বিবেচনা ব্যতীত এ কাজ কোনক্রমেই সঙ্গত হ'চ্চে না। রাত্র অধিক হ'য়েছে, এক্ষণে আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা করি।

অজয়। প্রিয়ে! বোধ করি, আমার ভাগ্যরূপ বৃক্ষ অভিলাষরূপ ফলে ফলবান্ হবেনা, তবে এ জীবন ধারণই বৃথা।

বিলাস। ও কথা মুখে আন্‌বেন না। এ উতলার কার্য্য নয়, আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, সকল বিষয় বিবেচনা ক'রে করাই কর্ত্তব্য।

অজয়। তবে তোমার অনুরাগের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হ'লে চরিতার্থ লাভ করি।

বিলাস। আপনার বাসনা ত পরিপূর্ণ হ'য়েছে, যেহেতু আমার মনের কথা আপনি সকলি শুনেছেন, এখন তাহাপেক্ষা অধিক আর আপনাকে আমার দেবার কি আছে বলুন?

নেপথ্যে। রাজকুমারি! রাজকুমারি!

বিলাস। নাথ! আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমাকে কে ডাক্‌চে শুনে আমি এখনিই আস্‌চি।

(বিলাসবতীর প্রস্থান।)

অজয়। (স্বগত) আজ কি সুখের নিশি, কিন্তু আমার এই ভয় হ'চ্চে পাছে এ সব সপ্নবৎ হয়।

বিলাসবতীর পুনঃ প্রবেশ।

বিলাস। নাথ! আর অধিক কথা কহিবার সময় নাই, যদি আমার পাণিগ্রহণে আপনার অভিপ্রায় থাকে, তা হ'লে বলুন, কল্য কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে আমার সখীকে প্রেরণ ক'ল্লে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হবে।

নেপথ্যে। রাজকুমারি! রাজকুমারি!

বিলাস। সখি! একটু অপেক্ষা কর, আমি যাচ্চি। (অজয়সিংহের প্রতি) এ বিষয়ে যদি আপনার মত না হয় ও আমার কথা রূঢ় বিবেচনা করেন, তাহ'লে ক্ষমা চাই।

নেপথ্যে। সখি! রাত্রি অধিক হ'য়েছে, এত বিলম্ব ক'রচ কেন?

বিলাস। এই যে আমি যাচ্চি (অজয়সিংহের প্রতি) নাথ! কল্য নিশ্চয়ই আপনার নিকট লোক প্রেরণ ক'রব,

অদ্য রাত্রিতে প্রণয়রূপ জলাশয়ের পরপারে চক্রবাকির সম অবস্থিতি করি গিয়ে।

(বিলাসবতীর প্রস্থান।)

অজয়। (স্বগত) আর এ প্রিয়াশূন্য উদ্যানে থেকে কি হবে, এক্ষণে আমিও প্রস্থান করি। (গমনোদ্যোগ)

বিলাসবতীর পুনঃ প্রবেশ।

বিলাস। রাজকুমার! রাজকুমার! যাবেন না, আমার আর একটি কথা শুনুন।

(অজয়সিংহ পুনর্ব্বার ফিরিয়া)

অজয়। (বিলাসবতীকে পুনঃ সন্দর্শন করিয়া স্বগত) আমার মৃত শরীরে যেন পুনর্ব্বার প্রাণের সঞ্চার হ'ল। এই রজনীতে প্রিয়জনার বাক্য কি সুমধুর, শ্রবণ ক'রলে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়।

বিলাস। রাজকুমার!

অজয়। (সস্নেহ স্বরে) প্রণয়িনি! কি ব'ল্‌চ?

বিলাস। কাল আপনার কাছে কখন লোক পাঠাব জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, তার আপনি ত কোন উত্তর দ্যাননি?

অজয়। প্রিয়ে! তোমার যখন ইচ্ছা হবে, আমি সর্ব্বদাই তোমার লোকের আসাপথ চেয়ে থাক্‌বো।

বিলাস। দেখ্‌বেন ভুলবেন্‌ না, আমি নটার সময়ে লোক প্রেরণ ক'রে, চাতকিনী যেরূপ বারির আশায় ঊর্দ্ধমুখে জলধরের দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ ক'রে থাকে আমিও আপনার,——

নেপথ্যে। রাজকুমারি! এসে আবার কোথায় গেলে?

বিলাস। নাথ! সখি আমাকে অতিশয় ব্যস্ত ক'রচে, আজকের মত আমি বিদায় হই।

(বিলাসবতীর প্রস্থান।)

অজয়। (স্বগত) কি ক'রেই যাই, গিয়েই বা কি ক'রে স্থির হ'য়ে থাকি; বিলাসবতীর সন্দর্শনলাভে ও তাহার সুমধুর বাক্যালাপে মন যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হ'য়েছে তা আমিই জানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যাই, আর ভাব্‌লে কি হবে। (যাইতে যাইতে) এ অমূল্য রত্নলাভে যদি বঞ্চিত হই, তাহ'লে নিতান্তই দুরাদেষ্ট ব'ল্‌তে হবে।

[অজয়সিংহের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোমাচার্য্যের আশ্রম।

সোমাচার্য্য হস্তে কমণ্ডলু লইয়া কুটীর হইতে বহির্গমন।

সোম। (স্বগত) গুরুদেব! তোমারই পাদপদ্ম ভরসা। বম্! বম্! বম্! হর! হর! হর! শিবশম্ভোকেদার! সূর্য্যদেব উদয় হবারও বিলম্ব নাই দেখ্‌চি, এখন আপনার আহ্নিকের উদ্যোগ দেখা যাক্। আহা! ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! রাত্রি যাচ্চে দিন আস্‌চে, পুনরায় দিন যাচ্চে রাত্রি আস্‌চে; বার, তিথি, ঋতু, বৎসর নিয়মমতে যাতায়াত ক'রচে কিন্তু জীবের জীবন গেলে আর ফেরেনা; তথাচ মনুষ্যের যে কি এক নীচ আশা আছে, এসব দেখে শুনেও তাহা পরিত্যাগ ক'রতে পারে না। ধনই বল ও পরিজনই বল সকলি স্বপ্নবৎ; আপনি নয়ন মুদ্রিত ক'রলে কিছুরই সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না, তথাচ লোকে আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার পরিজন ব'লে মোহিত হ'য়ে র'য়েচে। সামান্য ধন ও সামান্য ভূমির জন্য লোকে বন্ধুবিচ্ছেদ, অধর্ম্মাচার এবং হত্যাকাণ্ড ক'রতে ত্রুটি ক'রচে না। এই

চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ দুই কুলে যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হ'য়েছে, ইহাতে ক্রমে ক্রমে যে কত প্রাণি নষ্ট হবে তার সংখ্যা নাই। একটা সামান্য রাজ্যের জন্য আপনা আপনি বিবাদ করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। যখন আমি উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষি তখন উভয়পক্ষের মিলন ও মঙ্গল বিশেষরূপে চেষ্টা ক'রব। সর্ব্বসাক্ষ্য ভগবান্ সূর্য্যদেবের সকলই ইচ্ছা; তাঁর কৃপা হ'লে এবিষয় আর কঠিন নহে। বেলা অধিক হ'য়েছে, এক্ষণে পূজা আহ্নিকের উদ্যোগ করা যাক্ গিয়ে। (গমনোদ্যম)

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। ভগবন্! প্রণাম হই।

সোম। (ফিরিয়া) কল্যাণ হোক্। সূর্য্যদেব উদয় না হ'তেই এত প্রত্যুষে এখানে আসবার কারণ কি? কোন অমঙ্গল সমাচার নয় ত?

অজয়। না মহাশয়! কোন অমঙ্গল নহে; আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে সমস্ত মঙ্গল।

সোম। বৎস! তবে তোমাকে এরূপ মলিন ও চিন্তিত দেখ্‌ছি কেন? তোমার দৃশ্যতে বোধ হ'চ্চে, যেন অধিক রাত্রি জাগরণ ক'রেছ।

অজয়। হে সদাচার! আপনার অনুভব অযথার্থ নহে, কল্য সমস্ত রাত্রি জাগরণে গিয়েছে সত্য, কিন্তু তাহাতে পরমসুখ অনুভব ক'রেছি।

সোম। কল্য রাত্রে নিদ্রা যাওনি অথচ সুখ অনুভব ক'রেচ, ইহার অর্থ কি? তবে কি হেমলতার সঙ্গে মিলন সম্পাদিত হ'য়েছে?

অজয়। না মহাশয়! হেমলতাকে আমি জন্মের মত বিস্মৃত হ'য়েছি; আর তার নাম শ্রবণ ক'রতে ইচ্ছা করি না।

সোম। তোমার সম্পূর্ণ যত্নে যে হেমলতা তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, তাহাকে যে তুমি মন থেকে পরিত্যাগ ক'রেছ, ইহা শ্রবণ ক'রে আহ্লাদিত হ'লেম; নতুবা অনর্থক মনোকষ্টের ইয়ত্তা থাক্‌তো না; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যামিনী যাপনের কারণ কি?

অজয়। সেই বিষয়ের সদুপদেশের জন্যই আপনার নিকটে আসা হ'য়েছে। গত রজনীতে চন্দ্রবংশীয় উদয়-চাঁদের বাটীতে মহা সমারোহ হ'য়েছিল; অনুমান করি মহাশয় তাহা অবগত আছেন, তথায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেই সমারোহ স্থলে একটী রূপবতী যুবতীকে দেখে আমার মন তাহার প্রতি বিশেষ আসক্ত হয়, এবং

তাহার মনও আমার প্রতি তদ্রূপ হয়, ইহা আমি তাহার আকার ইঙ্গিতে স্পষ্টই জেনেছিলাম; কিন্তু পরিশেষে পরিচয়ের দ্বারা জান্‌তে পার্‌লেম যে, সে রূপসী আমাদের পরম শত্রু উদয়চাঁদের কন্যা, তাহার নাম বিলাসবতী। যদিচ ঐ রামা আমাদিগের শত্রুপক্ষের কন্যা, তথাচ আমি তাহার লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহ হ'য়েছি, যদ্যপি সেই অমূল্য রত্নকে পরিণয়দ্বারা লাভ ক'রতে না পারি, তাহ'লে এ জীবনকে বৃথা অনুভব ক'র্‌ব, বিফল জীবন থাকাপেক্ষা না থাকাই ভাল। হে অনঘ! আপনি দেশহিতৈষী, আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি, যাহা বিহিত হয় করুন।

সোম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! যুবকদিগের প্রণয় হৃদয়-মধ্যে থাকে না, নয়নদ্বয়ই তাহার আধার। কিছু দিন পূর্ব্বে এই অজয়সিংহ হেমলতার জন্যে উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে কতই রোদন ক'রেছে, এক্ষণে সেই আবার উদয়চাঁদের কন্যা বিলাসবতীকে দেখে, সে সকলই ভুলে গিয়েছে। যাহোক্ এ একটী বেশ সুযোগ হ'য়েচে, এই সুযোগেই ঐ উভয় বংশের মিলনকার্য্য নিশ্চয়ই সমাধা ক'র্‌তে পার্‌ব। (প্রকাশ্যে) অজয়! তুমি ত পূর্ব্বে হেমলতার প্রণয়ভাজন হবার জন্য আমাকে অনেক অনুরোধ ক'রেছিলে; এখন কি তাকে বিস্মৃত হ'য়েছ?—আচ্ছা যাহাতে তোমাদের

এই পরিণয়কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হ'য়ে চেষ্টা ক'র্ব; কিন্তু আমার একটী বক্তব্য আছে, তুমি বিলাসবতীকে দেখে হেমলতার প্রেমানুরাগ যেমত বিস্মৃত হ'য়েছ, যদ্যপি তদ্রূপ অপর কোন কামিনীকে দেখে বিলাসবতীর প্রেমানুরাগ বিস্মৃত হও, তা হ'লে আমার এ যত্ন নিরর্থক হবে ও আমাকে লোকালয়ে হাস্যাস্পদ হ'তে হবে; তুমি এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা ক'রে বল।

অজয়। ভগবন্! আমিই হেমলতাকে প্রাণের সহিত ভাল বেসেছিলাম, কিন্তু তাহার অনুরাগ আমার প্রতি তিলার্দ্ধও ছিলনা। স্মরণ ক'রে দেখুন, তজ্জন্য আপনি আমাকে কতবার ধিক্কার দিয়াছেন। বিলাসবতীর প্রেমানুরাগ আমার প্রতি বিলক্ষণ আছে, ইহা আমি স্পষ্টই জেনেছি, এবং আমিও তাহার রূপে গুণে বিমোহিত হ'য়ে পরম প্রীতলাভ ক'রেছি, অতএব এ বিষয়ে আমাদের পরস্পরের প্রণয়বর্দ্ধনই সম্ভাবনা। হে সদাচার! আমি নিশ্চিত ব'ল্‌তে পারি, যদিচ আমাদিগের প্রণয়ের এই কেবলমাত্র উপক্রম হ'য়েছে, কিন্তু এ সময়ে আমি প্রাণত্যাগ ক'রলে সে বিলাসবতী আর ক্ষণকাল জীবিত থাক্‌বে না; আমাদের এ প্রণয় অযথার্থ নহে।

সোম। (স্বগত) আহা! যথার্থ প্রণয় যে কি তাহা জানা বড় সহজ নহে। (প্রকাশ্যে) তোমাদের পরিণয় সম্পাদনার্থে বিশেষ চেষ্টা ক'রব, প্রজাপতির নিবন্ধন থাক্‌লে অবশ্যই হবে। রাজকুমার! এক্ষণে পূজা আহ্নিকের সময় অতীত হ'য়ে যাচ্চে, আর অপেক্ষা ক'রতে পারিনে।

অজয়। যে আজ্ঞে, তবে আমিও এক্ষণে বিদায় হই। প্রণাম। (প্রণামকরণ)

[উভয়ের দুই দিক্ দিয়া প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

বীরসেন ও চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।

বীর। চন্দ্রশেখর! অজয় অত্যন্ত বদ্ লোক, তার কাল্‌কের রাত্রের ব্যাভারটা দেখলে ত? আমি কোথায়

শীতে মারা যাই, সে কি না আমাদের না ব'লে এক দিকে চম্পট দিলে।

চন্দ্র। আমি মনে ক'রেছিলাম যে একটু রাত্রে আস্‌বে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার দেখা নাই।

বীর। আমার বোধ হচ্চে, অজয় কাল হেমলতার অন্বেষণে গিয়েছে, এর যে কি দশা হবে তা আর ব'ল্‌তে পারিনে, "হেমলতা হেমলতা" ক'রে পাগল হ'লো দেখ্‌চি। আমরা তাকে এত ভাল বাসি, সে একটা সামান্য স্ত্রীলোকের প্রণয় আশে বন্ধুবিচ্ছেদ ক'র্‌লে? চল আমরাও গৃহে গমন করি।

চন্দ্র। বীরসেন! আমরা তার অনুসন্ধান না ক'রে যেতে পাচ্চিনে। কামিনী-কুহক রোগে লোকে পীড়িত হ'লে নেত্রে দোষ জন্মে, এবং কুরূপাকেও স্বরূপা অনুভব করে, ক্রমশঃ উন্মত্ত হয়ে ধনকে ধূলীসম, প্রাণকে সামান্য জ্ঞান, পরিজনকে পর এবং বন্ধুবান্ধবের হিতোপদেশ বাক্যকে বিষবোধ করে। বীরসেন! অজয়ের এক্ষণে সেই দশা উপস্থিত হ'য়েছে; আমরা তাহার পরম বন্ধু, এ সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত হয় না। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওহে! অজয়সিংহ এই দিকেই আস্‌চে দেখচি, আর কোথাও যেতে হ'লনা।

বীর। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আঃ বাঁচ্‌লেম! ঘাম্ দিয়ে জ্বর্ ছাড়্লো। তা না হ'লে আজও এই রৌদ্রে পুড়িয়ে মার্তো।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

বীর। কিহে ভায়া! মুখ্‌খানি যে একেবারে শুকিয়ে গেচে, চক্ষু দুটী ঢুলু ঢুলু ক'চ্চে; হেমলতার বাটীতেই নিশি যাপন হ'য়েছে দেখ্‌চি।

অজয়। কেন তা কি আমার গায়ে লেখা আছে নাকি?

বীর। লেখা নাই, তোমার চেহারা দেখেই জানা গেছে; যাহোক্ হেমলতা যে ফিরে চেয়েচে, সেই ভাল, নতুবা তোমার দুর্দশায় শিয়াল কুকুর কেঁদে ম'রতো।

অজয়। হেমলতা কি রূপবতী? আমার নেত্রে কি দোষ জন্মেছিল তাই দিনকতক তার জন্য কাতর হ'য়েছিলেম।

বীর। এ যে নূতন ভাব্ দেখ্‌চি, রকমখানা কি?

চন্দ্র। অজয়! কাল তুমি তার পর কোথা গেলে ভাই? আমরা তোমার কত অনুসন্ধান কর্‌লেম কিন্তু তোমাকে কোথাও দেখ্‌তে না পেয়ে শেষে আমরা যে কি মনোদুঃখে বাটীতে গিয়েছিলেম তা আর ব'ল্‌তে পারিনে; কাল কাহার কুঞ্জে ছিলে ভাই?

অজয়। তোম্‌রা যে সব মনে ভাব্‌চ তা নয়, আমি কাল রাত্রে কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ বাটী যেতে পারিনি।

বীর। মিছে আর ব'ক্‌চ কেন? যেথা ছিলে, তোমার চেহারা দেখে তা জানা গেছে; এমন কি হঠাৎ তোমাকে দেখ্‌লে চিন্তে পারা যায় না।

চন্দ্র। বীরসেন! একটু স্থির হওত; কার যেন পায়ের শব্দ শুনা যাচ্চে।

রামদয়াল ও কমলার প্রবেশ।

রাম। (প্রণিপাত পূর্ব্বক) মহাশয়! আপনারা কি ব'ল্‌তে পারেন, এখানে সূর্য্যবংশীয় কুমার অজয়সিংহ কোথায় থাকেন?

বীর। (জনান্তিকে অজয়ের প্রতি) এইবার তোমার মনের কথা সব প্রকাশ হবে, আর ঢাক্‌তে পার্‌বে না।

কমলা। (অজয়ের প্রতি) আপনি কি জানেন কুমার অজয়সিংহ কোথায় থাকেন?

বীর। (অজয়সিংহের প্রতি) পরিচয় দাওনা। (কমলার প্রতি) উনিই কুমার অজয়সিংহ; তোমরা কোথা হ'তে এসেছ?

কমলা। (অজয়সিংহের প্রতি) আপনিই কি কুমার

অজয়সিংহ?—তাহ'লে আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।

বীর। কি ব'ল্‌বে বলনা? তোমার যে গোপনীয় কথা আছে তা আমরা তোমাকে দেখেই জান্‌তে পেরেছি। হেমলতা কি ব'লেচে বল।

অজয়। বীরসেন! তোমার সকল বিষয়েই অসভ্যতা প্রকাশ পায়, একটু স্থির হও ভাই।

চন্দ্র। অজয়! এখন আমরা আসি ভাই; কিন্তু আজ যেন দেখা হয়, অনেক কথা আছে।

অজয়। আমি সত্বরেই গিয়ে সাক্ষাৎ ক'রচি।

(চন্দ্রশেখর ও বীরসেনের প্রস্থান)

কমলা। (অজয়ের প্রতি) রাজকুমারি বিলাসবতী আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ ক'রেছেন, আমার নাম কমলা। রাজকুমার! ঐ যে প্রত্যেক কথায় পরিহাস ও অসভ্যতা প্রকাশ ক'চ্ছিলেন উনি কে?

অজয়। ওঁর নাম বীরসেন, আমার এক জন বয়স্য।

কমলা। আমিও তাই মনে ক'রেছিলুম, তজ্জন্য উহার অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ ক'রে কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করি নাই, ব'লতে কি উনি সভ্যতা কিছুমাত্র শিখেন নাই।

অজয়। কমলে! বীরসেনের অসভ্যতার জন্য আমিও বিশেষ দুঃখিত হ'য়েছি।

কমলা। আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনার সন্দর্শন লাভে আমরা অপর্য্যাপ্ত আনন্দ অনুভব ক'রেছি।

রামদয়াল। যুবরাজ যেমন বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রেচেন, চরিত্রও তদ্রূপ দেখ্‌লেম।

অজয়। সখি! তোমাদের আগমনে আমার আনন্দের পরিসীমা নাই সত্য, কিন্তু যাবৎকাল রাজকুমারি কি ব'লে-চেন তাহা না শ্রবণ ক'চ্চি, তাবৎকাল আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল আছে, অধিক আর কি ব'লব, এক্ষণে আমার জীবন তোমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেম, যাহা বিহিত হয় কর।

কমলা। রাজকুমার! রাজনন্দিনী বিলাসবতী আমাকে যে জন্য প্রেরণ ক'রেছেন, তাহা আপনাকে বল্‌বার জন্যই এসেছি, কিন্তু অগ্রে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

অজয়। সখি! কি ব'লবে বল।

কমলা। যুবরাজ! রাজকুমারিকে আমার প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি, যাহাতে কখন তাঁহার কোন মনোকষ্ট না হয় তাহাই আমার উদ্দেশ্য; এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যুবকদিগের চরিত্র আমি বিশেষ অবগত আছি, তাহাদিগের মন সর্ব্বদা পদ্ম পত্রের জলের সম সচঞ্চল, এজন্য গোপনে

গোপনে এ কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কোনক্রমেই উচিত হয় না। বিবেচনা করুন, পশ্চাৎ আপনার এরূপ মন না থাক্‌লে আমাদিগের রাজনন্দিনীকে কলঙ্কিনী হ'তে হবে। দ্বিতীয়তঃ আপনার উপর বিলাসবতীর যেরূপ প্রেমানুরাগ দেখ্‌তে পাচ্চি, তাহার শতাংশের একাংশও আপনার নাই।

অজয়। কমলে! রাজকুমারির প্রতি আমার যেরূপ প্রেমানুরাগ তাহা তিনি বিলক্ষণ রূপ অবগত আছেন। তুমি অনর্থক কেন আর আমাকে মনোকষ্ট প্রদান ক'চ্চ; তোমার প্রাণসখি যা তোমায় ব'লতে আদেশ ক'রেচেন, তাহা অকপট চিত্তে আমাকে বল।

কমলা। রাজকুমার! আপনি লোক পাঠাতে ব'লেছিলেন, তাই তিনি আমায় পাঠিয়েছেন, আপনাকে কোন কথা বল্‌তে তিনি বলেন নাই, এখন আপনার যা অভিপ্রায় থাকে বলুন।

অজয়। সখি! আমার যে অভিপ্রায় তাহা রাজকুমারী জানেন এবং তোমারও অবিদিত নাই, অদ্য যাহাতে তিনি একবার সোমাচার্য্যের কুটীরে গমন ক'রে তাঁর অনিন্দিত করকমলের দ্বারা আমাকে বরমাল্য প্রদান করেন, তদ্বিষয়ে তোমাকে বিশেষ যত্নশীল হ'তে হবে, নতুবা আমার এ জীবনই বৃথা। (গলা হইতে হার খুলিয়া) সখি! তুমি আমার

জন্য যে কষ্ট স্বীকার ক'রে এসেছ, তাহার পুরস্কার অসামান্য, তবে এই সামান্য হারছড়াটি গ্রহণ ক'রলে বাধিত হই।

কমলা। পুরস্কারে আবশ্যক নাই, আপনার দর্শনলাভই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হ'য়েচে।

অজয়। না না সেটা ভাল হয় না, আমার একটা চিহ্নও ত তোমাকে রাখতে হয়?

কমলা। (হার গ্রহণ করিয়া) এ গ্রীবাভূষণকে শিরো-ভূষণ রূপে গ্রহণ ক'রলেম, এক্ষণে রাজকুমারির সমীপে গমন করি, অদ্য অপরাহ্ণে তিনি সোমাচার্য্যের কুটীরে যাবেন, আপনি নিশ্চয় তথায় থাক্‌বেন্।

অজয়। তোমাকেও সেখানে যেতে হবে। কমলে! তোমার সন্দর্শনে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ ক'রেছি। তবে আমি এখন চল্লেম, তোমরাও যাও।

(অজয়সিংহের প্রস্থান)

কমলা। রামদয়াল! যার জন্য আসা হ'য়েছিল তা ত একপ্রকার সিদ্ধ হ'ল, এখন চল্ আমরা প্রস্থান করি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিলাসবতীর উদ্যান।

বিলাসবতী আসীনা।

বিলাস। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! কমলাকে যে নটার সময় রাজকুমারের নিকট পাঠিয়েছি, আদ্ ঘণ্টার মধ্যে আস্‌বে ব'লে গেল, এখন আস্‌চে না কেন? তবে কি যুবরাজের সঙ্গে তার দেখা হয়নি? তাই বা কেমন ক'রে বলি, দেখা না হ'লে এত দেরি হবে কেন, বেলা ত অল্প হয় নি, দুই প্রহর বেজে গ্যাচে। আমার মন যে কি উতলা হ'য়েচে তা ত সে জান্‌তে পার্‌চে না, যদি আমার মতন তার মন হ'ত, তাহ'লে সে কখনই এত বিলম্ব ক'র্‌ত না; তড়িতের ন্যায় দ্রুত গতিতে এসে কোন না কোন সংবাদ দিত। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এই যে আস্‌চে, ইস্ মুখ্‌টা ভার্ ভার্ বোধ হচ্চে, না জানি কি সংবাদই এনেচে।

রামদয়াল ও কমলার প্রবেশ।

কমলা। রামদয়াল! তুমি এখন বাহিরে যাও।

(রামদয়ালের প্রস্থান।)

বিলাস। সখি! এত দেরি যে?—আর তোমাকে এমন বিষণ্ণা দেখ্‌চি কেন? কোন মন্দ সংবাদ নয় তো? যদিও অশুভ সংবাদ হয়, তাও আমার কাছে বল্‌তে কুণ্ঠিত হও না।

কমলা। রাজকুমারি! কুমার অজয়সিংহ অতিশয় ধীর ও অকপট চিত্ত, এরূপ লোকের সহিত প্রণয় স্থাপন হ'লে জীবনকে সার্থক ব'ল্‌তে হয়।

বিলাস। তাঁর চরিত্রের কথাত আমি তোমাকে জান্‌তে পাঠাইনি, আমি তাঁর স্বভাব বেশ্‌ জানি। যে জন্য গিয়েছিলে সে বিষয়ে তিনি কি ব'ল্‌লেন তাহাই আমাকে সত্বরে বল?

কমলা। তিনি সকলই উত্তম ব'লেচেন। যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে' তাহ'লে মনের মতন বর মিলেচে; আহা! তোমার এমন নবযৌবনে অমন সুন্দর পুরুষ না হ'লে কি সাজে? আচ্ছা ভাই তোমাদের গোপনে গোপনে এতদূর প্রণয় কেমন করে হ'লো আমরা ত কিছুই জান্‌তে পারিনি?

বিলাস। সখি! ও সকল কথা এখন রাখ ভাই। এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা ক'রচি, তাহাই আমাকে বল।

কমলা। সখি! তুমি বা কি উতলা হ'য়েছ? তোমাপেক্ষা কুমার অজয়সিংহ শতগুণে ব্যাকুল হ'য়েছেন, বোধ করি, কাল্ সমস্ত রাত্রি তিনি নিদ্রা যান্ নি, চক্ষু দুটী ঢুলু ঢুলু ক'র্‌চে, শরীর যেন এলিয়ে প'ড়েচে, মনে মনে কত ভাবনাই ভাব্‌চেন, দুটী একটী কথা ক'য়ে একটী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌চেন। রাজকুমারি! এ কথা কি ভাল লাগ্‌চে?

বিলাস। সখি! নাথের প্রেমানুরাগ শুন্‌তে কার্ না ভাল লাগে বল দেখি? তার পর বিবাহের কথা কি ব'ল্লেন বল।

কমলা। সে বিষয়ে অমত ক'রলেন, ব'ল্লেন, "বিলাসবতী আমাদের শত্রুবংশীয়ের কন্যা, তাহার সহিত বিবাহ কার্য্য কি রূপে সমাধা হ'তে পারে।"

বিলাস। (রোদন করিতে করিতে) সখি! বল কি? তবে আর আমার প্রাণ ধারণে কি ফল আছে?

কমলা। স্থির হও, আমি কৌতুক ক'রেচি।

বিলাস। না সখি? আমার মনে সর্ব্বদা উহাই উদয় হয়। (স্বগত) নিষ্ঠুর অজয়! তুমি কেমন ক'রে এ কথা ব'ল্লে? আমিত তোমাকে শত্রুপক্ষ ব'লে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ভাবিনে। (রোদন)

কমলা। রাজকুমারি! তোমার সাক্ষাতে ব'ল্‌চি আমি কৌতুক ক'রেছি, আর রোদন ক'রনা।

বিলাস। প্রাণসখি! এ কি কৌতুক কর্‌বার সময়? আমার ভাব ভঙ্গিতে কি অবস্থা জান্‌তে পাচ্চ না? আমার প্রাণনাথ যা যা ব'লেচেন তাহা তুমি সত্য বল।

কমলা। সখি! রাজকুমার আজ্ অপরাহ্লে তোমাকে ভগবান্ সোমাচার্য্যের কুটীরে গমন ক'র্‌তে ব'লেচেন, তাঁর বিশেষ ইচ্ছা অদ্যই সোমাচার্য্য কর্ত্তৃক শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

বিলাস। কমলে! তুমি যে শুভসংবাদ প্রদান ক'র্‌লে, তোমাকে তাহার উচিত পুরস্কার দেওয়া হ'চ্চেনা (গলাহইতে হার খুলিয়া) এই হারছড়াটি গ্রহণ ক'রে মনে কর যে "বিলাসবতীই তোমার" একথাও তোমাকে বলা সঙ্গত হ'লনা, যেহেতু তুমি আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাস।

কমলা। প্রাণসখি! তোমার মনোমত পতিলাভই আমার অমূল্য পুরস্কার স্বরূপ। আজ যে কি শুভ দিন তা আর ব'ল্‌তে পারিনে, প্রজাপতি সদয় হ'ন্, দেবদেবি মুখতুলে চান্। (বিলাসবতীর হস্তহইতে হার লইয়া এবং অজয়-সিংহ প্রদত্ত হার দেখাইয়া) যুবরাজও আমাকে এই পুরস্কার প্রদান ক'রেচেন।

বিলাস। সখি! তিনি যে সময়ে তোমাকে হার প্রদান ক'ল্লেন, সে সময়ে তুমি তোমার হার তাঁকে দিলেনা কেন?

কমলা। প্রাণসখি! সে ভার তোমার উপর আছে।

বিলাস। কমলে! তোমাকে ভাই বিবাহের সময়ে থাক্‌তে হবে।

কমলা। আমি রাজকুমারের দ্বারা অগ্রে আমন্ত্রিত হ'য়েছি, (হাস্য করিতে করিতে) আর ত তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'র্‌তে পারিনে?

বিলাস। যুবরাজ যে তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রেচেন, তাতে আমারও নিমন্ত্রণ হ'য়েছে।

কমলা। আমার নিমন্ত্রণ হ'লে তোমার নিমন্ত্রণ হয়, তোমার নিমন্ত্রণ হ'লে আমার নিমন্ত্রণ হয়, যুবরাজ যখন আমাকে ব'লেচেন, তখন তোমাকেও যেতে হবে।

বিলাস। কমলে! তোমার সঙ্গে কথায় পা'রব না ভাই, যা ভাল হয় কর।

কমলা। এ ভাল কথা, এখন তোমার কেশবিন্যাস ক'রে দেই'গে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সোমাচার্য্যের আশ্রম।

সোমাচার্য্য ও অজয়সিংহ আসীন।

সোম। আমারও বিশেষ ইচ্ছা যাহাতে তোমাদের পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হ'য়ে উভয়বংশীয়ের শত্রুতা দূর হয়; তাহ'লে আমিও যশলাভ ক'র্‌তে পার্‌ব, লোকে ব'ল্‌বে, যে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয়দের চিরকলহ সোমাচার্য্য কর্ত্তৃক তিরোহিত হ'য়েছে। (ক্ষণেক পরে) অজয়! এ বিষয়ে আমি যত্ন ক'র্‌চি সত্য; কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহ হ'চ্চে, তজ্জন্য আমি সেই কথা তোমাকে পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌চি, তুমি হেমলতার সম বিলাসবতীর প্রতি ভাব প্রকাশ ক'র্‌লে, আমাকে যশলাভের পরিবর্ত্তে কলঙ্কলাভ ক'র্‌তে হবে। লোকে ব'ল্‌বে "সোমাচার্য্য ভণ্ডযোগী; ইনি নায়ক নায়িকার নিন্দিত প্রণয়ে অর্থলাভ ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।"

অজয়। তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি আপনার শ্রীচরণ সমক্ষে নিশ্চিত ব'ল্‌চি, আমার দেহে যাবৎ জীবন থাক্‌বে, তাবৎকাল বিলাসবতীকে মন হ'তে

তিরোহিত ক'র্ব না। অধিক কি ব'ল্ব, বিলাসবতীর অভাবে আমি জীবন পরিত্যাগ ক'র্তে প্রস্তুত আছি।

সোম। বাপু! প্রণয়ের সূত্রবর্দ্ধনে যুবকদিগের মন এই রূপই হয়, তাহা আমি জানি, কিন্তু পশ্চাৎ আর সে ভাব্ থাকে না। এক্ষণে তোমাকে যে বিষয় মিষ্ট ব'লে বোধ হ'চ্চে, চঞ্চল মনের গতিকে পশ্চাৎ তাহাই কটু লাগ্বে। সুধাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট দ্রব্য কিছুই নাই, কিন্তু ক্ষুধা শান্তি হ'লে তাহাও বিষবৎ বোধ হয়। দ্বিতী-য়তঃ তুমি যেমত উতলা হ'য়েছ, তাহাতে আমি আরো শঙ্কিত হ'চ্চি। অতএব এ বিষয়ে অধিক উতলা হওয়া অকর্ত্তব্য। (নেপথ্যে বিলাসবতী ও কমলাকে দেখিয়া) এই যে সহচরির সঙ্গে রাজকুমারি আস্‌চেন।

বিলাসবতী ও কমলার প্রবেশ।

বিলাস। (স্বগত) এতটা পথ যে চলে এলেম, কিছু-মাত্র কষ্ট হয় নাই। (উভয়ে সোমাচার্য্যের নিকট গমন করত প্রণাম করিয়া) প্রণাম হই। পূর্ব্ব সুকৃতি ও দেবতা প্রসন্ন ব'লেই আপনার শ্রীচরণ দর্শন হ'ল।

সোম। আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবিনী হও, অভিষ্ট সিদ্ধ হোক্। বৎসে! তুমি রাজনন্দিনী, পর্ণাসনে তোমাকে কি ক'রেই উপবেশন ক'র্তে বলি?

বিলাস। ভগবন্! আশ্রমের পবিত্র ধূলীদ্বারা জীব সদ্গতি লাভ করে, এস্থানে আসনের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা ভূমিতেই উপবেশন ক'র্‌চি। (বিলাসবতী ও কমলার উপবেশন)

অজয়। কমলে! এত কালবিলম্ব হ'ল কেন? আমি অধিকক্ষণ এসে অপেক্ষা ক'রে আছি, বোধ হয়, তোমার প্রিয়সখির আমার প্রতি আর সেরূপ অনুরাগ নাই।

বিলাস। (জনান্তিকে কমলার প্রতি) সখি বলনা, সে দিন কি উনি উদ্যানে আমার প্রেমানুরাগের পরিচয় পান্‌নি?

কমলা। যুবরাজ! আপনি কি উদ্যানে আমার প্রাণসখির প্রণয়ের পরিচয় পান্ নি? দ্বিতীয়তঃ কুলবালা গৃহ পরিত্যাগ ক'রে পদব্রজে আপনার দর্শনলাভের জন্য স্থানান্তরে আগমন ক'রেচেন, তথাচ আপনি কেমন ক'রে বল্‌চেন যে আমার প্রাণসখির সেরূপ প্রেমানুরাগ নাই।

বিলাস। সখি! আর কিছু ব'লনা, বিস্তর বলা হ'য়েচে।

সোম। বাক্য ব্যয়ে আর প্রয়োজন নাই, আমার যে সংশয় ছিল তাহাও তিরোহিত হ'ল, এক্ষণে শুভলগ্ন উদয় হ'য়েছে, তোমরা গান্ধর্ব্য বিধানে হার পরিবর্ত্তন-সূত্রে শুভকার্য্য সম্পাদন কর। তৎপরে আমি সংক্ষেপে বৈদিক আচরণ করি।

(রত্নহার পরিবর্ত্তন)

সোম। (অজয় ও বিলাসবতীর হস্ত বৈদিকমতে নিযুক্ত করিয়া)

" অস্যৈ সবস্ত্রাদৈ সালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ

এতৎ সম্প্রদানীয়ায় বরায়ঃ নমঃ

এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ,"

(কমলার শঙ্খ ও উলুধ্বনি)

সোম। তোমাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হ'ল, আশীর্ব্বাদ করি, দম্পতীর মঙ্গল ও উভয় পরিষারের কলহ ভঞ্জন হোক্। এক্ষণে তোমরা গৃহে গমন কর, এস্থানে আর কালবিলম্ব করা উচিত হয় না। আমিও একবার স্থানান্তরে গমন করি।

অজয়। যে আজ্ঞে, প্রণাম।

বিঃ ও ক। প্রণাম হই। (প্রণাম)

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশোদস্থ সাধারণ উদ্যান।

বীরসেন ও চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।

বীর। চন্দ্রশেখর! আর ভাই বিদেশে থাকা যায় না। ঘর বাড়ি ছেড়ে এদেশে আর কতকাল থাকতে হবে বল? অজয়সিংহ আপনার কাজেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, স্বদেশে যাবার নামও করেনা, আর আমরা যে কি ক'চ্চি, কি না ক'চ্চি তাও সে একবার জিজ্ঞাসা করে না। আমাদের এখানে থাকায় এক কষ্ট ভিন্ন অন্য ফল নাই?

চন্দ্র। মনে ক'রেছিলেম যে অজয়কে সমভিব্যাহারে লয়ে স্বদেশে গমন ক'র্‌ব, কিন্তু সেটা আর ঘ'টে উট্‌চে না; এখন এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচা যায়, এ শত্রুমণ্ডলীতে থেকে শেষে কি আমরা প্রাণটা হারাব? সেদিন যে বিভ্রাট উপস্থিত হ'য়েছিল, তাতে প্রতাপচাঁদের

হস্তে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় ছিল না, কেবল আমাদের পিতৃপুরুষের পুণ্যবলেই প্রাণ রক্ষা হ'য়েচে।

বীর। প্রতাপচাঁদের বিক্রম প্রকাশ ক'র্‌তে তোমার কি একটু লজ্জা বোধ হ'চ্চে না? তুমি সূর্য্যবংশীয় হ'য়ে কেমন ক'রে শত্রুর প্রশংসা ক'র্‌চ? আমি যদি মনে ক'ত্তেম, তাহ'লে সেদিন সেই দণ্ডেই তাকে সমুচিত প্রতিফল দিতে পার্‌তেম; তারই পিতৃপুরুষের পুণ্যবল যে সেদিন সে আমার হস্তে রক্ষা পেয়েছে।

চন্দ্র। বীরসেন! মিছে আস্ফালন ক'র্‌চ কেন ভাই, তোমার বল বিক্রম আমি সকলই জানি, তুমি যে সকল কথা ব'ল্‌চ, যদি শত্রুপক্ষের কেহ শুন্‌তে পায়, তাহ'লে এই দণ্ডেই একটা মহাবিপদ উপস্থিত হবে।

বীর। দেখ চন্দ্রশেখর! তোমার মতন ভীরু আর পৃথিবীতে নাই, "শত্রুপক্ষ শুন্‌বে" তা শুন্‌লেই বা? তাদের আবার ভয় কি? আমি যখন তোমার সঙ্গে র'য়েছি, তখন কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপচাঁদের প্রবেশ।

প্রতাপ। এই যে তোদেরই আমি অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্চি, তোরা না পাপাত্মা অজয়সিংহের বন্ধু? দাঁড়া সমুচিত ফল প্রদান করি।

বীর। ওরে! আমিও ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ ক'রেছি, যদিচ তোদের অধিকারের ভিতরে এসেছি, তথাচ তোকে ভয় ক'চ্চিনে, মনুষ্যদেহ ধারণ ক'ল্লেই মৃত্যু একদিন উপস্থিত হয়, অদ্য সেদিন তোরই উদয় হ'য়েছে কি আমারই হ'য়েছে তা নিশ্চিত্ নাই। কিন্তু অনুভব করি, যে তোকেই শমনসদনে গমন ক'র্‌তে হবে।

প্রতাপ। বলিস্‌ কিরে, প্রদীপ্ত অনলের উপর তুই পতঙ্গের সম উড়ে বেড়াচ্চিস্‌ কেন বল্ দেখি? আর যে ক্ষণকাল পরে তোর চিহ্ন থাক্‌বে না। আমার অসি তোর শোণিতে স্নাত হবার জন্য ইচ্ছুক হ'য়েছে।

বীর। তুই মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণে এ সব প্রলাপ দেখ্‌চিস্, তোর পত্নীর বৈধব্যদশা উপস্থিত হ'য়েছে, পৃথিবী তোকে পরিত্যাগ ক'রবার উপক্রম ক'রেচেন, নিয়ৎ তোর নিকট হ'য়েছে, এখন ঈশ্বরের নামোচ্চারণ ক'রে পরকালের পথ্‌টা পরিস্কার্‌ কর্।

চন্দ্র। (স্বগত) আর রক্ষা নাই, অদ্য জীবনান্ত হ'ল দেখ্‌চি। বীরসেনের বল বিক্রম আমি সকলই জানি, অজয় উপস্থিত থাক্‌লেও কতক ভরসা হ'ত।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

চন্দ্র। অজয়! এলে ভাই, এই ত মহাবিপদ উপস্থিত হ'য়েছে, প্রাণ্‌টা কি থাক্‌বে?

অজয়। স্থির হও ভয় কি ?

বীর। (প্রতাপচাঁদের প্রতি) এবার দেখ্‌চিস্‌ কে এসেচে, উনি তোর সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ কুমার অজয়সিংহ; এই দণ্ডেই তোর জীবনান্ত ক'র্‌বেন।

প্রতাপ। ও ত একজন সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণী, ওকে কি আমি ভয় করি? ক্রোধাসক্ত মৃগেন্দ্রের সমীপে অজ্ঞানত মৃগশিশু যেমত সমাগত হয়, অজয় তদ্রূপে এস্থানে উপস্থিত হ'য়েছে।

বীর। ওরে! তুই নিতান্ত পামর, মৃত্যু তোর নিকট হ'য়েছে ব'লে, তাই তুই কুমার অজয়সিংহকে সামান্য জ্ঞান ক'চ্চিশ্‌।

প্রতাপ। ওরে! ওকে আমি কি মান্য ক'রব বল দেখি? আমি যাবদীয় সূর্য্যবংশীয়দের সামান্য কীটসম ঘৃণা ক'রে থাকি।

অজয়। যাবদীয় সূর্য্যবংশীয় আপনার ঘৃণার পাত্র হ'তে পারে সত্য, কিন্তু আমি কোন ঘৃণার কাজ করি নাই। বিশেষতঃ আপনার সঙ্গে এখন আমার যে সম্বন্ধ হ'য়েছে তাহা আপনি জানেন না; আমি সূর্য্যবংশীয়দের যেরূপ দেখি, এক্ষণে চন্দ্রবংশীয়দেরও সেইরূপ দেখে থাকি, শত্রু ব'লে আর মনোমধ্যে অনুভব করিনা। আপনি অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে কলহ নিবারণ করুন।

প্রতাপ। ওরে! তোর জীবনের উপর যে এত মমতা তা আমি জান্‌তেম্ না, ক্ষত্রিয় হ'য়ে কাপুরুষের ন্যায় মৃত্যু-ভয় ক'চ্চিশ্? তোকে ধিক্; যদ্যপি বংশের গৌরব ও আপনার বিক্রম জানাতে বাসনা থাকে, তাহ'লে সত্বরেই কোষ হ'তে অসি নিষ্কাশিত ক'রে সমরে অগ্রসর হও।

বীর। অজয়সিংহ! তোমার শরীরে কি ক্ষত্রিয়ের তেজ নাই? তোমার ভুজবল কি কাণোদভূমি হরণ ক'ল্লে? তোমার ক্রোধানল কি এককালে নির্ব্বাণ লাভ ক'রেছে? তোমাকে ধিক্, তুমি প্রতাপচাঁদের নিকট বিনয়পরায়ণ হ'য়ে সমুজ্জ্বল সূর্য্যবংশে কলঙ্কারোপ ক'র্‌লে। (প্রতাপচাঁদের প্রতি) ওহে প্রতাপচাঁদ! আমি জীবিত থাক্‌তে সূর্য্য-বংশের অসম্মান হবেনা, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এস উভয়পক্ষের অস্ত্র সন্দর্শন হোক্; তোমার সঞ্চিত বীরত্ব ও সাধ আহ্লাদ অচিরাৎ ক্ষিতিসাৎ করি।

প্রতাপ। বীরসেন! আর তুই বাক্‌যুদ্ধ ক'রচিশ্ কেন? এ ক্ষত্রিয়ের নিয়ম নহে, যখন অজয় সম্মুখ যুদ্ধে সমাগত হ'য়েছে, অগ্রে উহাকে সংহার করি, তৎপরে তোর জীবনান্ত ক'র্‌ব।

বীর। অজয়সিংহ যে তোর জীবনান্ত ক'র্‌তে ইচ্ছা

ক'র্‌চে না; তিনি তোকে সমযোদ্ধা ভাবেন নাই; আমি তোকে শমন-সদনে প্রেরণ ক'র্‌ব।

প্রতাপ। দুর্ব্বৃত্ত! আয় অগ্রেই তোর মস্তক ছেদন করি।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

অজয়। চন্দ্রশেখর দেখ্‌চ কি? ওদের থামিয়ে দাও। আর এ উভয় বংশের কলহ বিবাদ করা উচিত হয় না।

(চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক সমরভঞ্জন ও প্রতাপচাঁদের প্রস্থান)

বীর। আমি অত্যন্ত আহত হ'য়েছি, আর দাঁড়াতে পাচ্চিনে, সমস্ত শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌চে। আমাকে সত্বরেই স্থানান্তর কর। বোধ করি এ যাত্রা বাঁচ্‌বো না।

অজয়। চন্দ্রশেখর! তুমি বীরসেনকে সত্বরে বাটীতে লয়ে যাও, এবং উত্তম চিকিৎসা করাও, কোনমতে কাল-বিলম্ব ক'র না।

বীর। উঃ—আ—র বাঁ—চিনে, অ—জয় এই বুঝি শেষ দে—খা; এ যা—ত্রা র—ক্ষা পাই এ—মন—আর —বোধ হ—চ্চে না—

অজয়। ভয় কি? আরোগ্য হবে, বাটীতে যাও।

(চন্দ্রশেখরের স্কন্ধে ভর দিয়া বীরসেনের প্রস্থান।)

অজয়। (স্বগত) বীরসেন বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পেলে না, আমার জন্যই তাহার জীবন ত্যাগ হ'ল দেখ্‌ছি, আমি বিলাসবতীর জন্য লুকায়িত হ'য়ে বাটীতে গমন না করায় সে আমার অন্বেষণার্থে এসেই বিপক্ষের হস্তে পতিত হ'ল। আমি কি ঘৃণিত ব্যক্তি, আমি কি পামর, আমি কি পাপাত্মা, আমি বিলাসবতীর প্রেমাসক্ত হ'য়ে প্রতাপচাঁদকে সুহৃদ ভেবে সমরে প্রবৃত্ত হই নাই। আহা! আমি যদি উদয়-চাঁদের কন্যার প্রণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হ'তেম, তাহ'লে এ তুমুল সমরটী আমারই সহিত হ'ত, এ বন্ধুবিয়োগ শোক আর সহ্য ক'র্‌তে হ'ত না, আর প্রতাপচাঁদও সহজে আমাকে পরাস্ত ক'র্‌তে পার্‌ত না।

ত্রস্তভাবে চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।

চন্দ্র। ভাই অজয়! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বীরসেন আমা-দিগকে জন্মের জন্য পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে, হায় হায়! অসহ্য বন্ধুবিয়োগ আর সহ্য হ'চ্চে না।

অজয়। বল কিহে! চিকিৎসায় কি কোন ফল দর্শিল না? হায়! হায়! কি হলো! চন্দ্রশেখর! প্রাণ যে ফেটে যাচ্চে ভাই? বীরসেন! তুমি আমাদিগকে কেমন ক'রে পরিত্যাগ ক'রে গেলে, আমরা যে তোমার মমতা ভুল্‌তে

পাচ্চিনে। চন্দ্র শেখর! তার পর কি উপসর্গ হ'য়েছিল?

চন্দ্র। এখান থেকে বাটীতে লয়ে গেলুম, পৌছিবা-মাত্রেই ক্ষতস্থল থেকে বেগে রক্তস্রাব হ'তে লাগ্‌লো, রক্ত-স্রাব হ'তেই মুর্চ্ছা গেল, সেই মূর্চ্ছাতেই তাহার মৃত্যু হ'য়েছে।

অজয়। চন্দ্রশেখর! প্রতাপচাঁদকে কি আহত হ'তে দেখেচ?

চন্দ্র। তাহা নিশ্চিত ব'ল্‌তে পাচ্চিনে।

অজয়। যাই হোক্ আজ্ প্রতাপচাঁদকে শমনসদনে প্রেরণ না ক'রে ক্ষান্ত হ'চ্চিনে। যদি আজ্ তার মুণ্ড ছেদন ক'রতে না পারি তাহ'লে (অসি খুলিয়া) এই অসি আর পুনঃ গ্রহণ ক'রব না।

চন্দ্র। (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ যে দুরাত্মা প্রতাপচাঁদ পুনর্ব্বার এই দিকেই আস্‌চে।

অজয়। ভালই হ'য়েচে, আর তার রক্ষা নাই, তাকে সত্বরেই বীরসেনের পথের পথিক ক'রচি।

প্রতাপচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

অজয়। (প্রতাপচাঁদের প্রতি) রে দুরাত্মন্! তুই যেমত বন্ধুবিয়োগরূপ শেল আমাদিগের মর্ম্মস্থানে আঘাত ক'রে-ছিস্, তার প্রতিফল তোকে অগৌণেই প্রদান ক'রচি।

প্রতাপ। আয় রে নরাধম, আমি তোকে তোর বন্ধুর নিকট প্রেরণ ক'রব বলেই পুনরাগমন ক'রেছি।

অজয়। ওরে! এস্থলে তোর মৃত্যু লেখা আছে ব'লে নিয়ত তোর কেশাকর্ষণ ক'রে এনেছে। তোর জীবনান্ত ক'রতে আমাকে কষ্ট পেতে হবে না, আমি তোকে এক দিবসের জন্যও বীরপুরুষ ব'লে অনুভব করি নাই।

প্রতাপ। আয়, আর তোকে জীবিত রাখা নয়।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ ও প্রতাপচাঁদের মৃত্যু)

চন্দ্র। অজয়! আর এখানে থাকা নয়, এই হত্যাকাণ্ড সূত্রে এখনি শান্তিরক্ষক এসে আমাদিগকে বন্ধন ক'রবে, রাজদরবারেও দণ্ডিত হ'তে হবে, কোনক্রমেই আর কাল-বিলম্ব করা নয়।

(অজয়সিংহের প্রস্থান)

দুই জন নগরপালের প্রবেশ।

প্র-ন। ওরে আয় আয়, দৌড়ে আয়, এক বেটা এখন পলাতে পারেনি, ধর্ ধর্, ঐ পালাচ্ছে।

দ্বি-ন। (চন্দ্রশেখরকে ধৃত করিয়া বন্ধন করতঃ) ব্যাটা বদ্‌মায়েস! খুন ক'রে পালাবে? একি অরাজক পুরী পেয়েছ?

চন্দ্র। ওরে! আমাকে বাঁধলী কেন? আমি কি খুন ক'রেছি

প্র-ন। যে খুন করুক, এখন তুইতো চল।

[নগরপালদ্বয় এবং চন্দ্রশেখরের প্রস্থান]

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়চাঁদের রাজ-সভা।

উদয়চাঁদ, মন্ত্রী ও প্রহরী।

উদয়। (প্রহরীর প্রতি) প্রহরী! কিসের কোলাহল উঠেছে হ্যা?

প্রহরী। মহারাজ! বার্ত্তাবহ এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ আনে নি; (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) নগরপালদ্বয় এক জন লোককে বন্ধন ক'রে আন্‌চে দেখ্‌চি।

(নগরপালদ্বয় বন্দীকে লইয়া প্রবেশ এবং প্রণিপাত)

উদয়। সংবাদ কি?

প্র-ন। মহারাজ! অত্যন্ত অমঙ্গলের সংবাদ, ব'ল্‌তে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে। হায়! হায়! (রোদন)

উদয়। কি সংবাদ অগ্রে বল; কেবল রোদন ক'ল্লে কি হবে?

দ্বি-ন। মহারাজ! কাণোদস্থ সাধারণ উদ্যানে কোলাহল শ্রবণ ক'রে, গিয়ে দেখি, আমাদিগের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপচাঁদ মৃতদেহে ধরণীতে পতিত হ'য়ে র'য়েচেন। হত্যাকারী হত্যাকাণ্ড ক'রেই পলায়ন ক'রেছে, বিস্তর চেষ্টা ক'রেও তাহাকে ধৃত ক'র্‌তে পারি নাই। (চন্দ্রশেখরকে দেখাইয়া) এ ব্যক্তি সেই হত্যাকাণ্ডে সহকারী ছিল, ইহাঁকে ধৃত ক'রে এনেছি; এ সূর্য্যবংশীয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা বিচারে হয় করুন।

উদয়। (ক্ষণেক নিরব হইয়া স্বগত) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হ'ল, প্রতাপচাঁদের জননী এ সংবাদ শুন্‌লে আর জীবিতা থাক্‌বে না? অল্পবয়স্কা বধূমাতাটীর সুখসৌভাগ্য জন্মের মত তিরোহিত হ'ল। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রতাপ রে! হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে।

প্র-ন। মহারাজ! জাহ্লাদকে কি এ দুরাচারের মস্তক ছেদন ক'রতে ব'ল্‌ব?

উদয়। না—এক্ষণে ইহার মস্তক ছেদন করা হবে না, এ বিচারটী সম্রাট্ নরেন্দ্রসিংহের নিকটে হওয়াই উচিত, যেহেতু এক্ষণে আমি অত্যন্ত শোকাতুর আছি, দ্বিতীয়তঃ ইহারা আমাদের বিপক্ষদল, আমি যথার্থ বিচার ক'র্‌লেও লোকে পক্ষপাত বিবেচনা ক'রবে, তজ্জন্য তোমরা কল্য বন্দীকে সম্রাটের বিচারালয়ে উপস্থিত ক'রবে, আমি অরজিৎসিংহকে সংবাদ লিখি, আমরা উভয়পক্ষেই তথা উপস্থিত থাক্‌ব, অদ্য বন্দীকে কারাবদ্ধ ক'রে রাখ।

নগ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(নগরপালদ্বয়ের বন্দীকে লইয়া প্রস্থান)

উদয়। (রোদন করিতে করিতে) মন্ত্রী! কি সর্ব্বনাশ হ'ল বল দেখি? অল্পবয়সে প্রতাপচাঁদ পিতৃহীন হ'তে, সেই শোক এ পর্য্যন্ত আমার অন্তর হ'তে সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয় নি, প্রতাপের মৃত সংবাদ শ্রবণ ক'রে আর আমার ক্ষণকাল জীবিত থাক্‌তে বাসনা নাই। আমি কেবল এক প্রতাপেরই মুখ চেয়ে ছিলাম; যদিচ আমার পুত্র সন্তান নাই, কিন্তু এক দিবসের জন্য আমার মনোমধ্যে সে আক্ষেপ উদয় হয় নাই, যেহেতু পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃগণের পক্ষে উভয়ই সমতুল্য, এক্ষণে আমার অবর্ত্তমানে পূর্ব্বপুরুষগণের আর জলপিণ্ডের প্রত্যাশা থাক্‌বে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ শোকটী অসামান্য, ঈশ্বরাধীন কার্য্য ব'লেই ইহার প্রতিকারের উপায় নাই, সহজেই সহ্য ক'র্‌তে হবে। আপনি অপত্যহীন্‌ নন্‌, আপনার কন্যা আছে, পিতৃপুরুষেরা কন্যার এবং কন্যার গর্ভজাত সন্তানের জলপিণ্ডদ্বারা সন্তোষলাভ ক'রে থাকেন; এক্ষণে আপনি পরিবারগণের মঙ্গলার্থে এবং প্রতাপচাঁদের ধর্ম্মার্থে সদ্গতির অনুমতি করুন।

উদয়। মন্ত্রী! আমি অত্যন্ত কাতর হ'য়েছি, এ শোক কোনক্রমেই সহ্য হ'চ্চে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! জ্ঞানবান্‌ লোকে কোনক্রমেই শোকের অধীন হন না। অজ্ঞান লোকেরাই শোকান্বিত হ'য়ে আত্মনাশ ক'রতে উদ্যত হয়, এ সময়ে আপনি অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান ক'রে শোক হ'তে রক্ষা করুন। আমি প্রতাপচাঁদের সদ্গতির বিষয়ে সত্বর হই

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০⁂⁂০—

উদয়চাঁদের অন্তঃপুর।

প্রতাপচাঁদের গৃহ।

বিমলা ও সরলা আসীনা।

বিমলা। সরলে! তুমি কেন আর ভাই গোপন ক'রূচ, আমার যে একটা অমঙ্গল হ'য়েছে, তা আমি জান্‌তে পেরেছি। আর্য্যারা আর্ত্তনাদ ক'চ্চেন, মহারাজ নিরব হ'য়ে থেকে থেকে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌চেন্, নগরটী হাহাকার ও কোলাহল রবে পরিপূর্ণ হ'য়েছে। আমার প্রাণনাথ যে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়াছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ্ নাই। সরলে! এই আমার এক মনোমধ্যে বিশেষ দুঃখ রইলো, যে নাথের প্রাণবিয়োগের সময় আমি একবার তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম না। নাথ! তোমার মনোহর কলেবর কাণোদ ভূমিতে পতিত হ'য়ে রইলো তাহা শ্রবণ ক'রেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'লনা? বিধাতা কি পাষাণের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। হৃদয়বল্লভ! আমার জীবন তোমার অধীন, তুমি অল্পকালমধ্যে তোমার প্রেমানুরাগ পরিত্যাগ ক'রে জলপ্রবাহ যেরূপ সেতুবন্দ

ভঙ্গ পূর্ব্বক কমলিনীকে পরিত্যাগ ক'রে যায়, তুমি তদ্রূপে তোমার প্রেমাধিনীকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গমন ক'ল্লে? প্রাণেশ্বর! তুমি আমার কোন অপ্রিয় কর্ম্ম কর নাই, আমিও কখন তোমার কোন বিপ্রিয় কার্য্য করি নাই, তবে তুমি তোমার প্রেমাশ্রিতাকে কেন পরিত্যাগ ক'র্‌লে?

গীত।

রাগিণী পাহাড়ী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

হায়! নাথ কি হইল বিফল জানি জীবন।
জীবনে কি ফল আছে তব বিহনে এখন॥
রমণীর পতি মন, পতি প্রাণ পতি ধন,
পতি দেহের ভূষণ, পতি পরমার্থ ধন।
ক্ষণ তব অদর্শনে, কি কব যে দুঃখ মনে,
অধিনীরে লহ সনে, বারেক দিয়ে দর্শন॥

সরলা। প্রাণসখি! স্থির হও রোদন ক'র্‌লে আর কি হবে বল? অদৃষ্টের লিপি কেহই খণ্ডন ক'র্‌তে পারে না।

বিমলা। সরলে! বিধাতাকে কি আমার অদৃষ্টে এমত লিপিও লিখ্‌তে হয়? তাঁহার মনোমধ্যে কি বিন্দুমাত্রও মমতা নাই? তিনি অবলা সরলার অদেষ্টে কেমন ক'রেই এ লিপি লিখ্‌লেন। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) রে জীবন!

তুমি সত্বরেই নির্গত হও, আমি এ কষ্ট আর ক্ষণকাল সহ্য ক'র্‌তে পাচ্চিনে।

সরলা। (বিমলার হস্ত ধরিয়া) প্রাণসখি! স্থির হও।

বিমলা। সরলে! আমি তোমাকে আমার প্রাণের সম ভাল বাসি, তুমিও আমাকে তোমার প্রাণের সম ভাল বাস, এক্ষণে যাহাতে আমি প্রাণে কষ্ট না পাই, তাহাই তোমার করা কর্ত্তব্য।

সর। কি ক'র্‌ব বল।

বিমলা। সখি! স্ত্রীলোকের পতিই ভূষণ, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতির অভাবে জীবন ধারণ করায় কোন ফল নাই। আমার প্রাণনাথ যখন আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছেন, তখন আমিও তাঁর পরপথগামিনী সত্বরেই হব; প্রাণসখি! যাহাতে প্রাণনাথের সহ আমি সহমৃতা হ'তে পারি, তুমি তাহাতে একটু আনুকুল্য কর।

সরলা। তুমি যাহার প্রাণাপেক্ষা অধিক, তার নিকটে এরূপ কথা বলা কি সঙ্গত হ'চ্চে?

বিমলা। সখি! আমার পক্ষে সঙ্গত হ'চ্চে, যেহেতু পতিবিয়োগ শোক আমি আর ক্ষণকাল সহ্য ক'র্‌তে পাচ্চিনে। একটী বৃক্ষকে যদি একটী লতা আশ্রয় করে, বৃক্ষের পতনে লতাও তৎপথগামিনী হয়। তুমি নিশ্চিত যেন সহমৃতা

হওয়াই স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মহারাজ পাণ্ডু যখন প্রাণ পরিত্যাগ করেন, পতিব্রতা মদ্ররাজ-দুহিতা মাদ্রী তৎসহ সহমৃতা হ'য়েছিলেন। সরলে! আর তুমি কাল-বিলম্ব ক'রনা, যাহাতে আমি পতির অনুগামিনী হ'তে পারি, তাহাতে সত্বর হও।

সরলা। প্রাণসখি! হর-কোপানলে যখন মদন ভস্ম হয়, তখন রতি ত সহমৃতা হন নি?

বিমলা। সরলে! রতি ক্ষণকালও জীবিতা থাকৃতেন না, পুনঃ পতিপ্রাপ্ত হবেন, এমত দৈববাণী হ'তে, তাই সম্বরের গৃহে বাস ক'রেছিলেন।

সরলা। সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর মৃত্যুতে বিরাট-নন্দিনী উত্তরা ত জীবিতা ছিলেন?

বিমলা। অভিমন্যুকে যে সময় সপ্তরথীতে অন্যায় যুদ্ধে বধ করে, তৎকালে উত্তরার গর্ভে মহাত্মা পরীক্ষিতের জন্ম হ'য়েছিল, তজ্জন্য তিনি জীবিতা ছিলেন। সরলে! আমার কোন ভরসা নাই, যাবৎকাল জীবিতা থাকৃবো, তাবৎকাল কেবল যন্ত্রণা ভোগ ক'রৃতে হবে। আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে প্রাণনাথের পথাবলম্বন ক'রবো।

সরলা। সখি! মহারাজ রাজরাণী এবং আর্য্যাঙ্গা

তোমাকে প্রাণের সম ভাল বাসেন, তোমার প্রাণনাথের এ অশুভ সংবাদে তাঁদের মনোকষ্টের পরিসীমা নাই, এ সময় তুমি পুনঃ শোক প্রদান ক'র্‌লে তাঁদের নিশ্চয়ই জীবনান্ত হবে। প্রাণসখি! এ ঈশ্বরাধীন কার্য্য, ধৈর্য্য ধর।

বিমলা। সখি! এ নারীজন্মটা বিফল হ'লো দেখ্‌ছি, যাবৎকাল বেঁচে থাক্‌তে হবে, তাবৎকালই মনোকষ্টের পরিসীমা থাক্‌বে না। জন্মান্তরে কত পাপ ক'রেছিলেম এ জন্মে তাহার ফল লাভ হ'ল।

সরলা। সখি! এক্ষণে চল আমরা রাজরাণীর সমীপে গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ক্রট

সম্রাটের বিচারালয়।

নরেন্দ্রসিংহ, মন্ত্রী ও পারিষদ্বর্গের আসীন।

নরেন্দ্র। মন্ত্রী! অরজিৎসিংহ ও উদয়চাঁদের বিবাদ কোনক্রমেই নিষ্পত্তি হ'ল না, আর যে নিষ্পত্তি হবে এমতও

অনুভব হয় না। আমি ঐ উভয় পরিবারে মিলন ক'রে দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা ক'রেছিলেম, কিন্তু তাহাতে কৃত-কার্য্য হ'তে পারিনে, বরং দিন দিন বিবাদ আরো বৃদ্ধি হ'য়ে উঠ্‌চে।

মন্ত্রী। ও উভয় বংশীয়েরাই বিক্রমশালী এবং ক্রোধা-ধীন; উভয় পক্ষকেই দোষী বলা যায়।

নরেন্দ্র। তা আর একবার ব'ল্‌চ; উহাদের অত্যাচারে কাণোদ ও জয়সলমির সমূলে নির্ম্মূল হবে দেখ্‌চি। প্রতি দিনই হত্যাকাণ্ড শুনা যাচ্চে।

অরজিৎসিংহ, উদয়চাঁদ ও নগরপালদ্বয় কর্ত্তৃক চন্দ্রশেখরকে ধৃত করিয়া প্রবেশ।

নগর। জয় মহারাজ নরেন্দ্রসিংহের জয়।

মন্ত্রী। (অরজিৎসিংহ ও উদয়চাঁদের প্রতি সমাদরে) আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

(উভয়ের উপবেশন।)

নরেন্দ্র। (অরজিৎসিংহ ও উদয়চাঁদের প্রতি) রাজ্যের কুশল ত?

অরজিৎ। কুশল আর কেমন ক'রে বলি, বিপদে পড়েই আসা হ'য়েছে।

উদয়। মহারাজ! এ উভয় বংশীয়ের আর মঙ্গল নাই।

নরেন্দ্র। তা আমি জেনেছি, তোমরা আপন আপন দোষেই উভয় বংশকে উচ্ছেদ ক'র্‌তে ব'সেছ, হিতোপদেশকে তোমরা অপ্রিয় বোধ ক'রেই অমঙ্গল ক'র্‌চ, এক্ষণে উপস্থিত বিপদ কি বল দেখি?

অরজিৎ। মহারাজ! উপস্থিত বিপদ্‌ এই বন্দীর বিচার দ্বারা সমস্ত বিদিত হ'তে পার্‌বেন।

নরেন্দ্র। আপনারা এ বিষয়ের কিছু কি জানেন?

উদয়। মহারাজ! যাহা শ্রবণ ক'রেছি তাহাই ব'ল্‌তে পারি।

নরেন্দ্র। কি বলুন।

উদয়। কাণোদস্থ সাধারণ উদ্যানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপচাঁদকে এক ব্যক্তি হত্যা ক'রে পলায়ন ক'রেছে, তাহার উদ্দেশ হয় নাই, উপস্থিত বন্দী সেই হত্যাকারীর সহকারী ছিল, ইহাই আমি বিদিত হ'য়েছি, অপর অপর বিষয় নগরপালদ্বয়ের ও বন্দীর নিকট হইতে শ্রবণ ক'রে সুবিচার করুন।

নরেন্দ্র। (নগরপালদ্বয়ের প্রতি) নগরপালদ্বয়! হত্যাকারী কে, এবং সে কি নিমিত্তে কি প্রকারে প্রতাপচাঁদকে হত্যা ক'রেছে তাহা তোমরা বিশেষ ক'রে বল।

প্র-ন। মহারাজ! জিজ্ঞাস্যের বিষয় আমরা কিছুই

ব'ল্‌তে পারব না, যেহেতু তৎকালে আমরা উপস্থিত ছিলেম না, কেবল প্রতাপচাঁদের মৃত্যুদেহে অস্ত্রাঘাত দর্শন ক'রেছি, ও এ বন্দী যে হত্যাকারীর সহকারী ছিল তাহাও নিশ্চিত জেনেছি; উপস্থিত বিষয়ে বন্দী সত্য কথা ব'ল্লে, আপনি সকলই বিদিত হ'তে পারবেন।

নরেন্দ্র। (বন্দীর প্রতি) বন্দী! তোমার নাম কি, নিবাস কোথা, এবং কি জাতি সমুদায় বল।

চন্দ্র। মহারাজ! আমার নাম চন্দ্রশেখর, আমি এক জন সূর্য্যবংশীয়, আমার নিবাস জয়সলমির।

নরেন্দ্র। তুমি কি হত্যাকারীর সহকারী ছিলে?

চন্দ্র। ধর্ম্মাবতার! আমি হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করি নাই, হত্যাকারীর সমভিব্যাহারে ছিলাম বটে।

নরেন্দ্র। দেখ, সত্য কথা বলিলে মনুষ্য চরমে পরম গতি লাভ করে, এবং সেই সত্যবাদীর সত্য বাক্যের দ্বারা পিতৃলোকেরা সন্তোষের সহিত নৃত্য করিতে থাকেন, এবং তাহার প্রতি দেবাদিরও শুভ দৃষ্টি হয়। মিথ্যা কহিলে জীবের যমযন্ত্রণার সীমা থাকে না, পিতৃলোক অসুখী এবং দেবাদিও বিমুখ হ'য়ে থাকেন; মিথ্যাবাক্য-জন্য মনুষ্যকে নরলোকে ঘৃণাস্পদ হ'তে হয়। এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হ'চ্চে, এই হত্যাকাণ্ডের তুমি যাহা সত্য জান, তাহা

অবিকল রূপে বর্ণন কর। বন্দী! এই হত্যাকাণ্ডের বিচারে যদি তোমার মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ হয়, তা হলে তোমাকেও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এক ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি-পাত ক'রে যাহা জান তাহা বল। সত্য কহিলে তুমি অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ ক'রতে পারবে।

চন্দ্র। মহারাজ! প্রতাপচাঁদের আপন দোষেই মৃত্যু হ'য়েছে, তিনি অগ্রে বীরসেনকে বধ করেন।

নরেন্দ্র। বীরসেন কে?

চন্দ্র। তিনি আমারই এক জন বন্ধু।

নরেন্দ্র। তবে তুমি অবশ্যই প্রতাপচাঁদের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলে। সে যাহাহউক বীরসেনের মৃত্যু কি প্রকারে হ'ল তাহা অগ্রে বল।

চন্দ্র। মহারাজ! আমি, বীরসেন এবং অজয়সিংহ আমরা একদা কাণোদে এসেছিলেম।

নরেন্দ্র। অজয়সিংহ কে?

চন্দ্র। মহারাজ অরজিৎসিংহের পুত্র। তিনি আমার এক জন বন্ধু।

অরজিৎ। অজয় আমারই পুত্র।

নরেন্দ্র। বুঝ্‌লেম, (চন্দ্রশেখরের প্রতি) তার পর।

চন্দ্র। অজয় আমাদিগের অজ্ঞাতসারে অনুদ্দেশ হয়,

আমরা উভয়ে কএক দিবস তাহার অন্বেষণ ক'রে বেড়াই; একদা আমরা কাণোদস্থ সাধারণ উদ্যানে অজয়সিংহের অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি, সেই সময়ে প্রতাপচাঁদ খড়্গহস্ত হ'য়ে এসে বিস্তর ভৎ'সনা ক'রে আমাদিগকে বধ ক'ত্তে উদ্যত হয়। আমি একটী কথাও বলি নাই। রক্ত মাংসের শরীরে বীরসেন অসহ্য বোধ ক'রে তিনিও প্রতাপচাঁদকে ভৎ'সনা ক'ত্তে লাগ্‌লেন। সেই সময় অজয়সিংহ এসে উপস্থিত হন। অজয়সিংহ প্রতাপচাঁদকে বিস্তর বিনয় ক'রে ব'ল্‌লেন যে আমাদের উভয় বংশীয়ের আর বিবাদ করা উচিত হয় না।

মন্ত্রী। অজয় এ ভাল কথাই ব'লেছিল।

নরেন্দ্র। তার পর।

চন্দ্র। প্রতাপচাঁদের তাহা প্রিয় বোধ হয় নাই, তিনি অজয়কে তিরস্কার ও সূর্য্যবংশীয়দের বিস্তর কটু ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, তাহাতেও অজয় নিরব হ'য়ে রইলো। বীরসেন সহ্য ক'ত্তে না পেরে দু এক কথা বলে; প্রতাপচাঁদ সেই সময়ে সমরে প্রবৃত্ত হ'য়ে বীরসেনকে এমত অস্ত্রাঘাত করে, যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

উদয়। বন্দী সূর্য্যবংশীয় ব'লে, মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা কেবল প্রতাপচাঁদের দোষ দর্শাচ্চে। ধর্ম্মাবতার সুবিচার করুন।

নরেন্দ্র। যে বিচারক ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ন্যায়পরতার সহ বিচার করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখভাগী হন। যে বিচারক পক্ষপাত করেন, তাঁহাকে ইহলোকে অপযশ ও পরলোকে দুর্দশা লাভ ক'র্‌তে হয়। রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধারণের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখা।

চন্দ্র। ধর্ম্মাবতার! জীবন ক্ষণভঙ্গু, জীবনকে জলবিম্বের সম অনুভব ক'ত্তে হয়, আমি কি সামান্য জীবনের জন্য আপনাকে নারকী ও পিতৃলোককে অসন্তুষ্ট ক'র্‌বো? হে রাজন্! আমি ধর্ম্মকে উল্লেখ ক'রে ব'ল্‌চি, আমি একটী কথা মিথ্যা বলি নাই, আর যাহা ব'ল্‌তে হবে, তাহাও মিথ্যা ব'ল্‌ব না।

নরেন্দ্র। বন্দী! এক্ষণে তুমি প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর বিষয় বল।

চন্দ্র। মহারাজ! বীরসেনের প্রাণত্যাগ হ'তে, আমি কাণোদস্থ সাধারণ উদ্যানে এসে অজয়কে সেই সংবাদ দিতে, অজয় বন্ধুবিয়োগ শোকে অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়্‌লো, এবং সেই শোকের সহিত প্রতাপচাঁদের উপর তাঁহার কোপেরও সঞ্চার হ'য়েছিল, প্রতাপচাঁদ সেই সময়ে পুনঃ খড়্গহস্ত হ'য়ে এসে অজয়কে তিরস্কার ক'ত্তে লাগ্‌লেন, অজ-

রও তাহাকে কটুবাক্য ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, তাহাতেই উভয়ের সমর উপস্থিত হ'তে অজয়কর্ত্তৃক প্রতাপচাঁদের প্রাণ নষ্ট হয়। অজয় প্রতাপচাঁদকে বধ ক'রেই পলায়ন ক'রেছে।

নরেন্দ্র। বন্দী! তুমি সত্য বল, প্রতাপচাঁদের মৃত্যুতে তুমি কিছু সাহায্য ক'রেছিলে কি না?

চন্দ্র। মহারাজ! আমি সত্যই ব'ল্‌চি, দর্শন ভিন্ন কিছুমাত্র সাহায্য করি নাই। যাহা জানি সত্য ব'ল্লেম, সুবিচার করুন।

নরেন্দ্র। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রী! বীরসেনের ও প্রতাপ-চাঁদের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে এক চন্দ্রশেখর ভিন্ন অপর সাক্ষ্য নাই। চন্দ্রশেখর যে সকল কথা ব'ল্লে, তাহাও অযথার্থ অনুভব হ'চ্চে না।

অরজিৎ। সম্রাট্! এই সময়ে আমি একটী কথা ব'ল্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌চি।

নরেন্দ্র। কি বলুন।

অরজিৎ। অজয়সিংহ বন্ধুবিয়োগ শোকে অভিভূত হ'য়ে, প্রতিহিংসার্থে প্রতাপচাঁদের প্রাণ দণ্ড ক'রেছে।

নরেন্দ্র। ইহা চন্দ্রশেখরের সাক্ষ্যেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মন্ত্রী। সম্রাট! বীরসেনের হত্যার বিষয়ে প্রতাপচাঁদ

অপরাধী, কিন্তু প্রতাপচাঁদ যখন অজয়সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হ'য়েছে তখন তাহার সেই অপরাধ তাহার মৃত্যুর সহিত তিরোহিত হ'য়েছে। চন্দ্রশেখর প্রতাপচাঁদের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছে কি না এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু চন্দ্রশেখরকে যখন শপথ করাইয়া রাজসাক্ষ্যে নিযুক্ত করা হ'য়েছে, তাহাতে চন্দ্রশেখর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকিলেও তাহার সে অপরাধ ক্ষমা হইতে পারে; আর চন্দ্রশেখর যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে তাহাও অনুভব হয় না। চন্দ্রশেখরের সাক্ষ্য দ্বারা অজয়সিংহকে প্রতাপচাঁদের হত্যাপরাধের অপরাধী বলা যায়। যে সময় প্রতাপচাঁদ বীরসেনকে বিনাশ করে, তৎকালে প্রতাপচাঁদের জীবিতাবস্থায় বীরসেনের উত্তরাধিকারীর প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত ছিল। অজয়সিংহ আপন ইচ্ছানুসারে প্রতাপচাঁদকে হত্যা ক'রে পলায়ন ক'রেছে; এমত অপরাধ যে ব্যক্তি করে, রাজধর্ম্মানুসারে তাহার প্রাণদণ্ড অথবা নির্ব্বাসনের অনুমতি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

নরেন্দ্র। আমারও এই অভিপ্রায়, অজয়সিংহকে ধৃত করবার জন্য স্থানে স্থানে লিখিত পত্রদ্বারা সংবাদ ও রাজধানীতে বাদ্যদ্বারা ঘোষণা দাও। অজয়সিংহের নির্ব্বাসনের

অনুমতিই ব্যবস্থা হইল, যেহেতু এক চন্দ্রশেখর ভিন্ন অপর সাক্ষী নাই।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

নরেন্দ্র। এক্ষণে রাজা অরজিৎসিংহ ও উদয়চাঁদের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে, তোমাদিগের দুই পরিবারের বিবাদে প্রায়ই হত্যাকাণ্ড হয়, তাহা নিবারণের জন্য আমি কএকবার অনুরোধ করি, কিন্তু তোমরা আমার সে বাক্য রক্ষা কর নাই। পুনর্ব্বার বলিতেছি, তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইলে উভয়কে অপরাধী বিবেচনা ক'রে দণ্ড প্রদান ক'রব। দ্বিতীয়তঃ তোমরা ন্যায়পরতার সহ রাজ্যপালন ক'র্‌বে, লোকরঞ্জনই রাজার পরমধর্ম্ম।

[সভা ভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

ঢক্কা-বাহক, যবন-কৃষক ও হিন্দু-কৃষকের প্রবেশ।

(ঢক্কা-বাহক ক্ষণেক ঢক্কার বাদ্য করিয়া)

কর হে শ্রবণ, ওহে প্রজাগণ,
হইয়াছে ধুমধাম।

আমার নিকট, দেখ চিত্রপট,
অজয় ইহার নাম ॥
সূর্য্যবংশজাত্ অরজিত তাত,
জয়সলমির-পতি।
নরহত্যা-দোষে, সম্রাটের রোষে,
পড়িয়াছে এ দুর্মতি ॥
ইহাকে ধরিয়া, যে দিবে আনিয়া,
পাবে যোগ্য পুরস্কার।
না হইবে অন্য, উদ্দেশের জন্য
হও সবে আগুসার ॥

হিন্দু-কৃ। ও ঢাকিদাদা! কি ব'ল্‌লে কিছুই বুঝ্‌লেম না।

ঢক্কা-বা। ওরে! অজয়সিংহের নির্ব্বাসনের অনুমতি হ'য়েছে।

হিন্দু-কৃ। ভাঁল ক'রে বুঝিয়ে দে ভাই।

ঢক্কা-বা। ওরে! আজ্ কি মাথাচুল্‌কবার সাবকাশ আছে, যে, এক কথা তোকে একশোবার ব'ল্‌ব? এখন অনেক পাড়াতে ট্যাঁড়া দিতে আছে। আর আর যারা শুনেচে তাদের জিজ্ঞাসা কর্।

(ঢক্কা-বাহকের প্রস্থান।)

যবন-কৃ। আরে ওটা কি বেজিয়ে গেল, আর কি ব'ল্লে তা মুই যে কিছুই বুজ্‌তে পেল্লেম্ না; তুমি মোকে ওই বাৎটা সম্‌জে দিতি পার?

হিন্দু-কৃ। আরে ওটা ট্যাঁড়া দিয়ে গেল। আমার এখন দাঁড়াবার সময় নাই যে তোকে বুঝাই।

যবন-কৃ। তোমার পায়ে গড়্ করি! মোকে তেনার বাৎটা সমৃজে দিয়ে যাও।

হিন্দু-কৃ। আরে ব'ল্লে কি যে, অজয়ের বে হবে, তাই প্রেজারা যেন সকলে যায়, তাহ'লে বক্‌সিস্ দেবে আর পেট পুরে খেতে পাবে, এই কথা ব'লে গেল।

যবন-কৃ। আরে না না তা নয়, তেনার বাত বেল্‌কুল্ তুমি সমৃজাতি পারনি, কইলে নিব্বিস না নিব্বীসূন! তাতে কি সাদি মালুম হতি পারে?

হিন্দু-কৃ। তবে যা আমি আর তোর্ সঙ্গে ব'ক্তে পারিনি। তুই ব্যাটা নেড়ে চাষা তা বুজ্‌বি কি?

যবন-কৃ। আরে মুই চাষা এজ্ হ'য়েছি, মুই আলি আবদর মহাম্মদ হোসেনের লেড়কা, আলি জয়দার মহাম্মদ হোসেনের পোতা, তেনাদের দাপটে মেটী কেঁপে উঠ্‌তো।

হিন্দু-কৃ। তারা কি সইসগিরী কর্ম্ম ক'র্‌তো,—না নৌকার মাজী ছিল।

যবন-কৃ। আরে আমার কমবক্ত ব'লে তুই এত্‌না বাত্ ব'ল্‌চিশ, তা না হ'লে মেটী তোর খুন লিত।

হিন্দু-কৃ। কি নবাবজাদার ছেলে গা।

যবন-কৃ। আরে তেনাদের ত নবাবি ছিল। তেনারা কত হিঁদুর ঘ্যাড় কেম্‌ড়ে মুখে থুথু দিয়ে জেত মেরে দিয়েছে।

এক হস্তে যষ্টি ও অপর হস্তে ছাতি ও কোমরে কাপড়ের বুচ্‌কি বাঁধা এক জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। হে ভগবান্! পরকাল ভাল কর, বধির হ'য়েছি, জীবদ্দশায় যেন চক্ষু দুটী না যায়।

হিন্দু-কৃ। (ব্রাহ্মণের নিকট অগ্রসর হইয়া) ঠাকুরমশায়! আপনি ব'ল্‌তে পারেন, ওটা কি বাজিয়ে গেল আর কি বল্লে?

ব্রাহ্মণ। আমি রাজবাড়ি যাচ্চি, সেখানে গেলে মহা-রাজ আমাকে বার্ষিক দিয়ে বিদায় ক'র্‌বেন।

হিন্দু-কৃ। আমার গুষ্ঠির পিণ্ডি ক'র্‌বেন, আমি কি বল্‌লেম আপনি কি উত্তর ক'র্‌লেন।

ব্রাহ্মণ। ওঃ তোমার বাপের সপিণ্ডকরণ; তা কবে হবে?

হিন্দু-কৃ। (স্বগত) এ তো ভাল বামন্‌কে পেয়েচি। বোধ করি উনি কাণে খাট হবে।

যবন-কৃ। ও বামুনঠেগুর, ওডা বেজিয়ে কি কইলে তা কইতে পারেন।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা এবার তোদের দিয়েই চাষ করাব।

হিন্দু-কৃ। (উচ্চৈস্বরে) আমি তা জিজ্ঞাসা ক'চ্চিনে, ও লোক্‌টা কি ব'লে গেল ব'ল্‌তে পারেন্।

ব্রাহ্মণ। খাট্‌বে, নগদ পয়সা পাবে, আগামি টাকা দিতে পারবো না; আমি চ'ল্লেম এখন।

(ব্রাহ্মণের প্রস্থান।)

এক জন বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। ওহে বাপু, তোমরা এখানে কিসের গোল ক'চ্চ?

হিন্দু-কৃ। মশায়! ওটা কিসের ঢেড়া দিয়ে গেল আপনি ব'ল্‌তে পারেন?

বৈষ্ণব। ওঃ এটা বুজ্‌তে পারনি? জয়সলমিরের যুবরাজ অজয়সিংহ, কাণোদাধিপতি উদয়চাঁদের ভাইপোকে খুন ক'রে পলাতক হ'য়েছে; মহারাজ নরেন্দ্রসিংহ তাকে দ্বীপান্তরের অনুমতি ক'রেচেন্। যে সেই হত্যাকারীকে ধরে দিতে পার্‌বে, রাজা তাকে পুরস্কার দিবেন।

যবন-কৃ। 'এই বাতের বুনিয়াদ, তামাম সম্‌ঝে ল্লিয়েচি। আদিম্‌সিং খুন ক'রে পেলিয়ে গ্যাচে, যে তেনাকে পেক্‌ড়ে দেবে, তেনার বক্‌সিস্ মিল্‌বে। তস্‌বিরখানা মুই ভাল ক'রে দেখে লিয়েছি, একবার দেখ্‌তে পেলে পেক্‌ড়ে ফেলবই ফেল্‌ব।

হিন্দু-কৃ। ওরে প্রতাপচাঁদকে যে খুন ক'রেছে, তাকে পেকড়ুতে গেলে যে তোকেও প্রতাপচাঁদের কাছে যেতে হবে।

যবন-কৃ। আরে, মুই তেনার মত দশ আদ্‌মিকে পেকড়ে দিতে পারি। একি বাঙ্গালী পেয়েছিস্।

হিন্দু-কৃ। ওরে তোর আর কে আছে।

যবন-কৃ। আমার চাচা আছে, চাচি আছে, ফুফু আছে নানা আছে।

হিন্দু-কৃ। আমি তবে তাদের তোর গোরের উজ্জুগ ক'রতে বলিগে।

বৈষ্ণব। হরিবোল, হরিবোল, রাধাশ্যাম, রাধাশ্যাম, গৌর বল মন। (কৃষকদিগের প্রতি) ওরে আর বিবাদে প্রয়োজন নাই, এখন যে যার গৃহে চল।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিলাসবতীর গৃহ।

বিলাসবতী ও কমলা আসীনা।

বিলাস। রে রূপবান্ দুরাত্মা! রে অমররূপী দৈত্য! রে দ্রোণকাক সম কপোত! রে বৃকরূপধারি মৃদু মেষ! রে কুসুমসম কমলদেহ সর্পের ন্যায় ক্রুরহৃদয় অজয়! আমি কি ভ্রাতৃশোক লাভ কর্‌বার জন্য তোমাকে প্রাণ মন সমর্পণ ক'রেছিলেম? তুমি কেমন ক'রে আমার ভ্রাতাকে বধ ক'র্‌লে, তাহাকে বধ কর্‌বার সময় আমাকে কি তোমার স্মরণ হয় নাই? (ক্ষণেক নিরব হইয়া) হা ভ্রাত প্রতাপচাঁদ! তুমি অসামান্য প্রতাপশালী, তুমি যে সমরক্ষেত্রে শয়ন ক'র্‌বে, এ আমাদের একদিনের জন্য মনোমধ্যে উদয় হয় নাই। ভ্রাত! তুমি কেমন ক'রে আমাদের মমতাপাশ ছিন্ন ক'রে অদর্শন হ'লে? তোমার কমনীয় কলেবর রাজসম সুখভোগে

বর্দ্ধিত ও বিবিধ ভূষণে ভূষিত ছিল; আহা! তাহা যে ধরণীতে পতিত হ'ল ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? তোমার বিয়োগ আমাদের কি অসামান্য শোক? হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশও কি লোকের হয়? (ক্ষণেক নিরব হইয়া অজয়সিংহের উদ্দেশে) প্রাণনাথ! কেন তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল? কেন তুমি আমার ভ্রাতাকে বধ ক'র্‌লে? তোমার নির্ব্বাসন হ'লে আমি কি——(মূর্চ্ছা)

কমলা। (স্বগত) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হ'ল। "ভ্রাতৃবিয়োগ" ও "নব প্রেমে নায়কের নির্ব্বাসন" এও কি নবীনায় সহ্য ক'র্ত্তে পারে? আমি মনে ক'রেছিলেম এ সংবাদ রাজকুমারীকে এখন শোনাব না, তা এ তো ঢাকা থাক্‌বার নয়? এখন যে রকম হ'য়ে প'ড়েচেন প্রাণরক্ষা হওয়া ভার হ'ল দেখ্‌চি? (বিলাসবতীর হস্ত-পদে ও মুখে জলসেচন) রাজনন্দিনী! রাজনন্দিনী! একবার চেয়ে দেখুন।

বিলাস। (চক্ষু উন্মীলন করতঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

কমলা। প্রিয়সখি! যা হ'য়েছে তার চেয়ে আর দুঃখ নাই সত্য; কিন্তু শোক ও বিপদের সময় এমত অধৈর্য্য হওয়াও উচিত হয় না, শোকের সময় ধৈর্য্যাবলম্বন এবং বিপদের সময় উপায় অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য।

বিলাস। (মৃদুস্বরে) সখি! দাদা আমাকে যে ভাল বাস্‌তেন, তা তুমি সকলই জান, (রোদন করিয়া) আমি এ জন্মের মত আমার সে দাদাকে আর দেখ্‌তে পাব না।

কমলা। সখি! ধৈর্য্য ধর, সকলই ঈশ্বরাধীন কার্য্য।

বিলাস। তুমি আমাকে আর কেন মিছে ধৈর্য্য ধ'রতে ব'ল্‌চ, আমি যাবজ্জীবনের জন্য যে অজয়কে প্রাণ সমর্পণ ক'রেছি, যখন সে অজয়ের যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসনের অনুমতি হ'য়েছে, তখন আমার এ জীবনে আর কি ফল আছে। পতিই স্ত্রীলোকের ধর্ম্মস্বরূপ, পতিই স্ত্রীলোকের ব্রত স্বরূপ, পতি-সেবাই স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই; এ অভাগিনীর ভাগ্যে সে সুখভোগ কিছুই হ'লনা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও ক্ষণেক নিরব হইয়া কমলার হস্ত ধরিয়া) সখি! তুমি আমাকে বিষ এনে দাও, আমি প্রাণেশ্বরের নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে তাহা পান ক'রে প্রাণ পরিত্যাগ করি।

কমলা। সখি! ও কু-মন ক'র না, আত্মহত্যার অপেক্ষা আর পাপ নাই। এক্ষণে রাজকুমার দ্বীপান্তরিত হন নাই, কেন তুমি অমঙ্গল ভাবচো? লোকের বিপদ উপস্থিত হ'লেও ব্যাকুল হয় না, তখন সেই বিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভের জন্য উপায় অন্বেষণ করে।

বিলাস। সখি! বিপদ উপস্থিত হবার আর অপেক্ষা কি আছে? রাজপুরুষ কি অর্থলোভী ব্যক্তিরা অজয়কে দেখিবামাত্র ধৃত ক'রে রাজসমীপে লয়ে যাবে, সম্রাট তদ্দণ্ডেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের অনুমতি ক'রবেন। (ক্ষণেক নিরব হইয়া) প্রাণসখি! আমি এইমাত্র ব'সে ভাব্‌ছিলেম, যে "কতক্ষণে দিবসান্ত হবে, কতক্ষণে যামিনী তিমিররূপ বসনে আবৃতা হ'য়ে আগমন ক'র্‌বেন, আমি সেই সময়ে আমার প্রাণনাথের নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রানন অবলোকন ক'রব"। হায়! হায়! কেবল দিবসে তাঁর দর্শনলাভ ক'রতে পারিনে ব'লে, আমার দুঃখের সীমা থাকে না। এ কি হ'ল সখি? আমার হৃদয় যে ফেটে যাচ্চে, আমি আর কোনক্রমেই সহ্য ক'রতে পাচ্চিনে। তিনি সুহৃদ বন্ধু বান্ধব বর্জ্জিত ভয়ানক বিদেশে সর্ব্বপ্রকার মনোকষ্টে কালাতিপাত কর্‌বেন; আমি তাঁর অভাবে কিরূপে সর্ব্বতমতে সুখ ভোগ ক'রব বল? প্রাণসখি! আমি আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প দেখ্‌চি।

কমলা। (স্বগত) ভ্রাতৃশোক অপেক্ষা অজয়ের জন্যই অধিক ব্যাকুলা হ'য়েছেন, ইহাপেক্ষা ভ্রাতৃশোক প্রবল হ'লেই ভাল ছিল। (প্রকাশ্যে) রাজনন্দিনী! তোমার পিতা, মাতা এবং পুরজনেরা শোকে অভিভূত হ'য়ে র'য়েছেন, চলুন, আমরাও সেখানে যাই।

বিলাস। সেখানে গিয়ে আর কি ক'র্ব? আত্মজনকে দেখ্‌লে শোক আরো দ্বিগুণ উথ্‌লে ওঠে। সখি! তাঁরা কেবল এক দাদারই শোক পেয়েছেন, আমার যে কি সর্ব্বনাশ হল, তা আর—(মূর্চ্ছা)

কমলা। (স্বগত) কি ক'রব গা! এযে মহা বিপন্ন হ'ল দেখচি, এ বিষয় অন্যকে বলবারও যো নাই, আমি একলা স্ত্রীলোক হ'য়ে কি ক'ত্তে পারি। (হস্ত-পদে ও মুখে জল সেচন করিয়া) রাজনন্দিনী! প্রিয়সখি! একবার চেয়ে দেখ।

বিলাস। সখি! তুমি পুনঃ পুনঃ চেতন ক'রে কেন আমাকে কষ্ট প্রদান ক'র্চ; এক্ষণে আমার অচেতনাবস্থাই ভাল, চেতনাবস্থায় কেবল যন্ত্রণা ভোগ ক'র্তে হয়, মূর্চ্ছা হ'য়ে আমার যদি জীবন পরিত্যাগ হয়, তাহ'লে আমি মঙ্গল বিবেচনা করি, নতুবা আমাকে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা দ্বারা জীবন পরিত্যাগ ক'র্তে হবে।

কমলা। সখি! তোমার এ চিরপ্রণয়িনী কমলার প্রতি কি বিন্দুমাত্র মমতা নাই? তোমার এ অবস্থা দেখে আমার যে হৃদয় কি ক'র্চে তা আর ব'লে জানাতে পারিনে, তুমি পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ইচ্ছা ক'র্চ, একি তোমার প্রিয়সখির সহ্য হয়?

বিলাস। সখি! তুমি আমার প্রাণসখি;- আমার জীবনে তোমার জীবন, তোমার জীবনে আমার জীবন, ইহা আমি জানি; কিন্তু আমি আমার প্রাণনাথের দর্শন ভিন্ন কোনক্রমেই জীবন ধারণ ক'র্‌তে পারব না। আমি মনে মনে নিশ্চয় জেনেছি, আত্মহত্যা দ্বারা আমার প্রাণ বিয়োগ হবে, আমার শোকে তুমিও প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বে, ও আমার প্রাণনাথও জীবিত থাক্‌বেন না।

কমলা। রাজনন্দিনী! আমি যদি এ সময়ে তোমার প্রাণনাথের সহিত মিলন ক'রে দিতে পারি?

বিলাস। সখি! তা আর তুমি পার্‌বে না। এখন তিনি কোথায় আছেন, তার ত উদ্দেশ নাই।

কমলা। আমি নিশ্চিত ব'ল্‌তে পারি, তিনি ভগবান্ সোমাচার্য্যের আশ্রমে গোপন ভাবে আছেন। তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রলে আমি সত্বরেই তাহার নিকট গমন ক'ত্তে পারি।

বিলাস। আমি তোমার আসাপথ চেয়ে ধৈর্য্য ধ'রে রইলেম, তুমি সত্বরে গমন কর।

কমলা। আমি এ সময়ে তোমাকে একাকিনী রেখে, কোনক্রমেই গমন ক'ত্তে পারিনে, মনের গতিক যে কখন কি রকম হয়, তাহা কেহই ব'ল্‌তে পারে না। আমি

তোমাকে রাজ্ঞির নিকটে রেখে, রাজকুমারের সমীপে গমন করি।

বিলাস। এ ভাল কথা সখি, কিন্তু তোমাকে বিনয় ক'রে ব'ল্‌চি সত্বরেই ফিরে আসবে?

কমলা। তোমার যে অবস্থা দেখে যাচ্চি তাতে কি আমি কালবিলম্ব ক'রতে পারব? তুমি ভাব আমি যেন তোমার নিকটেই আছি। আর একটা কথা তোমাকে বলি, তোমার জননীর নিকট এক ভ্রাতৃশোক ভিন্ন যেন অপর কোন ভাব প্রকাশ না পায়।

বিলাস। তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাক্‌বো, তবে চল সখি। (গমন করিতে করিতে) হে ভগবান্! প্রাণনাথের নির্ব্বাসন রহিত করুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোমাচার্য্যের আশ্রম।

সোমাচার্য্য এবং অজয়সিংহ আসীন।

সোম। দেখ অজয়! মহারাজ যে তোমার প্রাণদণ্ড না ক'রে নির্ব্বাসনের অনুমতি ক'রেছেন, ইহাতে তাঁর বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

অজয়। ভগবন্! সম্রাট আমার নির্ব্বাসন অপেক্ষা প্রাণদণ্ডের অনুমতি ক'রলে মঙ্গল বিবেচনা ক'র্‌তেম। নির্ব্বাসন অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়; মনে ক'রে দেখুন দেখি, যে বিলাসবতীর অদর্শন আমি ক্ষণকাল সহ্য ক'রতে পারিনে, যে বিলাসবতী আমার দেহের জীবন, যে বিলাসবতী আমার সন্তোষের আধার, যে বিলাসবতীর সন্দর্শন আমি জীবনের সার্থক অনুভব করি, সেই বিলাসবতীর অদর্শনে আমার এ জীবনে আর কি ফল আছে। যে বিলাসবতীর বদনকমলে ভ্রমর সকল কমলভ্রমে সর্ব্বদাই গুন্ গুন্ ক'রে বেড়ায়, সেই বিলাসবতীর অধরসুধা পূয়াদিপায়ী মক্ষিকা সহজেই পান ক'রবে, ইহা কি আমার অল্প আক্ষেপের বিষয়। আমি

নিশ্চিত ব'ল্‌তে পারি, আমার অভাবে বিলাসবতীর সর্ব্বদাই অচেতনাবস্থা উপস্থিত হবে।

সোম। আমার বিবেচনায় বোধ হয় মৃত্যু দণ্ড অপেক্ষা নির্ব্বাসন ভাল হ'য়েচে; যেহেতু স্থানান্তরিত হ'লেও তুমি জীবিত থাক্‌বে, এবং ভবিষ্যতেও বিলাসবতী লাভের বিশেষ প্রত্যাশা রইলো।

অজয়। যখন এ সময়ে বিলাসবতীর দর্শনলাভে বঞ্চিত হচ্চি, তখন নির্ব্বাসনাপেক্ষা আমার মৃত্যুই উত্তম। মহাশয় আপনি ত্বরায় কুঠারাঘাতে আমার মস্তক ছেদন করুন। রে জীবন! তুমি সত্বরেই আমার দেহ পরিত্যাগ কর। (বক্ষে করাঘাত)

সোম। অজয়! আর ব্যাকুল হ'লে কি হবে, এক্ষণে নির্ব্বাসন হ'লে যাহাতে সন্তোষের সহিত কালাতিপাত ক'রতে পারবে, আমার নিকট তদ্বিষয়ের উপদেশ শ্রবণ কর।

অজয়। ভগবন্! নির্ব্বাসন হ'লে, বিলাসবতীর দর্শনাভাব হবে, তাহ'লে আমার আর অন্য সন্তোষে কি প্রয়োজন আছে? আমি মনে মনে জানি, বিলাসবতীর সন্দর্শনই আমার স্বর্গ; বিলাসবতীর অদর্শন স্থানকে আমি নরক অপেক্ষা ক্লেশকর অনুভব করি। আমার নির্ব্বাসন হ'লে আমি যাতে বিলাসবতীর দর্শনলাভ ক'রতে পারি, আপনি

এমত উপদেশ প্রদান ক'রলে আমার জীবন রক্ষা হ'তে পারে, নতুবা এ জীবনে আর কি ফল আছে?

সোম। অজয়, তুমি এককালে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছ, তজ্জন্যই পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ইচ্ছা ক'রচ, নায়ক-নায়িকার প্রণয় কালে অদর্শনে এইরূপই হ'য়ে থাকে তা আমি জানি; কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রতে হয়; গুপ্তপ্রেমে পদেপদেই বিপদ উপস্থিত হ'য়ে থাকে, বিশুদ্ধ প্রেম হ'লে অনায়াসেই সে বিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভ হয়। তোমাদিগের এ বিশুদ্ধ প্রেম; ইহাতে অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ ক'রতে পার্‌বে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

অজয়। আর আমি আপনার জ্ঞানোপদেশ শুন্‌তে ইচ্ছা ক'চ্চিনে। আপনি যদি এমন কোন প্রকার উপায় ব'লে দিতে পারেন, যাহাতে রাজদণ্ড হ'তে পরিমুক্ত হই, এবং কাণোদরাজ্যে অবস্থিতি ক'রে, হৃদয়কমল প্রফুল্লকর বিলাসবতীর সহাস্য বদন সর্ব্বদা দর্শন করি, তাহাই বলুন; নতুবা বজ্রতুল্য অস্থিভেদক আপনার নিরস উপদেশকে সলিল-মধ্যে নিক্ষেপ করুন।

সোম। দেখ অজয়সিংহ, তুমি আজ যেরূপ উন্মত্ত হ'য়েচ, তাতে তোমার সহিত আমাকে কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্ক

ক’রতে হ’ল ; পাগলের যেরূপ বুদ্ধি শক্তি থাকেনা তোমারও সেই রূপ হ’য়েচে।

অজয়। হায়! হায়! আমার সময় ও অদৃষ্টক্রমে জ্ঞানীলোকও জ্ঞানান্ধ হ’লেন। ভগবন্! আপনি যদি আমার ন্যায় যুবা পুরুষ হ’তেন, আর এইরূপ কোন রমণীর প্রেমাশক্ত হ’য়ে, কাহাকে হত্যা ক’রতেন; এবং যেমন আমার অল্পকাল পরিণয় কার্য্য সমাধা হ’য়েচে, যদি আপনারও এই রূপ হ’ত ; আর আপনার উপর যদি সম্রাট আমার মত নির্ব্বাসনের অনুমতি ক’রতেন, তা হ’লে আপনি এখনি আপনার লম্বা কেশ গুচ্ছ দুই হস্ত দিয়া ছিন্ন ক’রতেন, ও আমার ন্যায় ভূতলে প’ড়ে রোদন ক’রতে ক’রতে অবশেষে এই কুটির মধ্যে মানব-লীলা সম্বরণ ক’রতেন।

সোম। অজয়! অনর্থক প্রলাপীর ন্যায় বাক্যব্যয় ক’রচ কেন? ধৈর্য্য ধর।

অজয়। আমি ধৈর্য্য আর কোনক্রমেই ধ’রতে পাচ্চিনে, এক্ষণে আমার জীবনান্ত হ’লেই মঙ্গল বিবেচনা করি। হা! বিলাসবতি! তুমি এ সময়ে ক্ষণকালের জন্য একবার আমার সম্মুখে এস, আমি তোমাকে দর্শন ক’রতে ক’রতে জীবন পরিত্যাগ করি।

নেপথ্যে। (দ্বারে করাঘাত করিয়া) ওগো একবার দর-জাটা খুলে দিন্।

সোম। (সচকিত হইয়া অজয়ের প্রতি) অজয় অনুভব করি, তোমারই অন্বেষণের জন্য কেহ এসে থাক্‌বে, সত্বরেই তুমি অন্যগৃহে লুকায়িত হও।

অজয়। মহাশয়! আমার উঠবার শক্তি নাই, দৃষ্টি-শক্তিও রহিত হ'য়ে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্‌চি। রে মৃত্যু! তুমি এসে সত্বরেই আমাকে গ্রহণ কর।

নেপথ্যে। (পুনর্ব্বার দ্বারে করাঘাত করিয়া) ওগো এক-বার দ্বারটা খুলে দিন গো? আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।

সোম। অজয়! তুমি কি আমার বাক্য রক্ষা না ক'রে বিপদের উপর একটা বিপদ উপস্থিত ক'র্‌বে? বিপদ সময়ে লোকে উপদেশ গ্রহণ করে, তুমি তার বিপরীত ক'রচ কেন?

নেপথ্যে। (পুনর্ব্বার) ওগো! দ্বারটা একবার খুলুন গো?

সোম। চল ত বাবু আমি তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে অন্য ঘরে রেখে আসি। (অজয়ের হস্ত ধরিয়া দৃষ্টির অভ্যন্তরে রাখিয়া নেপথ্যাভিমুখে) কে তুমি? এরূপ ব্যগ্রতার কারণ কি? (দ্বার উদ্‌ঘাটন)

কমলার প্রবেশ।

সোম। কমলে! এসেছ, বড় ভালই হ'য়েচে।

কমলা। মহাশয়কে আমি অগ্রে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; কুমার অজয়সিংহ কি এখানে আছেন?

সোম। এখানে এসেছেন, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে উন্মত্তের ন্যায় হ'য়ে রোদন ক'রে, জীবন ত্যাগ ক'রতে উদ্যত হ'চ্চেন।

কমলা। আহা! আমার সখিরও এদশা হ'য়েছে, দিবা নিশি কেঁদে কেঁদে মুখ চোক্ সব ফুলে উঠেছে।

সোম। কমলে! একি অল্প দুঃখের বিষয়, উভয়ের বিশুদ্ধ প্রেমেও কি এমত বিপদ উপস্থিত হয়? সকলই নারায়ণের হাত। নারায়ণ! নারায়ণ!

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। কমলে! আমি তোমার সখির চিত্তে ভ্রাতৃ-শোক প্রদান ক'রে অত্যন্ত দুষ্কর্ম্ম ক'রেছি, তোমার সখি আমাকে এক জন হতভাগ্য নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী ব'লে জেনেছেন? আহা! অসহ্য ভ্রাতৃশোক বিলাসবতী কেমন ক'রেই সহ্য ক'রে আছেন। সখি! বোধ করি তোমার সখি আমাকে ঘৃণা ক'রে তাঁহার চিত্ত হ'তে পরিত্যাগ ক'রেছেন।

কমলা। তিনি ভ্রাতৃ-শোকে কাতরা হ'য়েছেন সত্য, কিন্তু আপনার জন্যও তাঁর পরিতাপের পরিসীমা নাই। তিনি কখন "হা প্রিয় ভ্রাত! তুমি কোথায় গেলে" ব'লে রোদন ক'রে উঠ্‌ছেন, কখন "হা প্রাণনাথ অজয়সিংহ তোমার অদর্শন আমি কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌বো" ব'লে মূর্চ্ছা যাচ্চেন। এক্ষণে আপনার দর্শন ভিন্ন রাজকুমারীর জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই।

অজয়। হা! প্রিয়ে বিলাসবতি! আমিই তোমার দুঃখের মূল কারণ, আমি প্রতাপচাঁদকে হত্যা ক'রে তোমায় এই অপরিসীম যন্ত্রণা প্রদান ক'রেছি। হায়! হায়! আমার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত হ'য়েছিল? (সোমাচার্য্যের প্রতি) মহাশয়! আমার দেহের মধ্যে জীবন কোথায় অবস্থিতি ক'রচে বলুন, (কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া) আমি এই অসিদ্বারা সেই স্থল বিদীর্ণ ক'রে ফেলি; আমার আর ক্ষণকাল জীবন ধারণ ক'রতে ইচ্ছা নাই।

সোম। (অজয়ের হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া) তুমি যে এক-কালে উন্মত্ত হ'য়ে উঠে হিতাহিত বিবেচনায় শূন্য হ'লে? প্রথমতঃ প্রতাপচাঁদকে বিনষ্ট করাই তোমার অনুচিত হ'য়েছে, তৎপর কমলার মুখে শ্রবণ ক'রলে যে "তোমার দর্শন ভিন্ন বিলাসবতীর জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই" তুমি

তোমার জীবন নষ্ট ক'রলে বিলাসবতীও প্রাণ পরিত্যাগ ক'রবে। এক্ষণে যাহাতে বিলাসবতীর জীবন রক্ষা হয় এবং তুমি বিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হও। ব্যাকুল হ'লে কি ফললাভ হবে বল। দেখ বৎস! সম্রাট যে তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছেন, তাহা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করা উচিত, তৎপর যে বিলাসবতী তোমাকে প্রাণ মন সমর্পণ ক'রে স্বামীত্বে বরণ ক'রেছে, তাহার চিত্তে তুমি অপরিসীম ভ্রাতৃশোক প্রদান করাতেও সে তোমার জন্য কাতরা আছে, ইহা কি তোমার সুখের বিষয় নহে? নৈরাশ পরম অনিষ্টের কারণ, আশাকে বিসর্জ্জন দিয়ে; নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই বিপদ দর্শন করে। রাজকুমার! তুমি অদ্য যামিনীতেই বিলাসবতীর সমীপে গমন কর, এবং তাহার নিকট হ'তে বিদায় লয়ে, বরমসর নগরে গিয়ে পলাতক হ'য়ে রহ। কিয়দ্দিবসান্তে সুযোগ ক্রমে আমি তোমাদের বিবাহের বিষয় প্রচার ক'রে দিয়ে, দুই পরিবারে মিলন ক'রে দিব; তাহা হ'লে দুই বংশে এবং নগরস্থ প্রজাগণে এক ঐক্য হ'য়ে সম্রাটের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রবে। সম্রাট প্রজা-প্রিয়, যাবদীয় প্রজার রঞ্জনার্থে অবশ্যই কৃপা দৃষ্টিপাত ক'রবেন। বৎস! এক্ষণে তুমি যে প্রকার শোকের সহিত পলাতক

হ'চ্চ, সেই সময়ে ইহাপেক্ষা শতগুণ আনন্দের সহিত এই কানোদে প্রত্যাগমন ক'র্‌তে পার্‌বে। (কমলার প্রতি) কমলে! তুমি তোমার সখিকে গিয়ে ব'ল, অদ্য যামিনীতে রাজকুমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন।

কমলা। যে আজ্ঞে (অজয় সিংহের প্রতি) যুবরাজ! রাজকুমারীর নিকট গমন ক'রতে আপনি সঙ্কিত কি কুণ্ঠিত হবেন না। চাতকিনী মেঘগর্জ্জন এবং অশনিপাত হ'লেও সেই নবঘনের দিকে ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে থাকে।

অজয়। সখি! নির্ব্বোধ লোকেই আত্মঘাতী হয়, এবং দয়াশীলারা ক্ষমাদি বিভূষণের দ্বারা বিভূষিতা হ'য়ে থাকেন।

কমলা। আপনি অধিক কালবিলম্ব করবেন না, কাল এক্ষণে গ্রহগণকে সঙ্গে লয়ে কুটিল রূপে ভ্রমণ ক'চ্চেন, সত্বর এবং সতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

অজয়। সখি! তোমার প্রতি আমারও এই কথা।

(কমলার প্রস্থান)

সোম। রাজকুমার! সন্ধ্যা সমাগত হ'য়েছে, আর ক্ষণেককাল পরেই গাঢাকা হ'য়ে আস্‌বে। তুমি বিলাসবতীর সদনে গমন ক'রে আমি যেমত ব'লেছি তদনুসারে বিনয় সহকারে বিদায় প্রার্থনা ক'রবে; এবং যে সময়ে মুনি ঋষিরা প্রাতঃ-ঈশ্বরারাধনা জন্য সত্বর হন, যে সময়

স্বাস্থ্য হিতেচ্ছুক ব্যক্তিগণ প্রভাত সমীর সেবন জন্য বাটী হ'তে বহির্গত হন, যে সময়ে পরপুরুষাসক্তা ভ্রষ্টা রমণীরা গৃহাভিমুখে গমন করে, যে সময়ে পক্ষীগণ কলরব ক'রতে থাকে, কিন্তু নীড় পরিত্যাগ ক'রতে পারে না, যে সময়ে আলোকের শীখার হ্রাস ও তাহার স্বভাব স্ফীত হ'য়ে এসে, তুমি সেই সময়ে নিশ্চয়ই রাজকুমারীর সদন পরিত্যাগ ক'রে নিরূপিত স্থানে যাত্রা ক'র্‌বে; কদাচ ইহার পূর্ব্বক্ষণে কি পরক্ষণে বহির্গত হ'বে না। পূর্ব্বক্ষণে বহির্গত হ'লে শান্তি-রক্ষকেরা তোমাকে দুষ্ট লোক বিবেচনা ক'রে ধৃত ক'র্‌বে, পরক্ষণে বহির্গত হ'লে অনেকেই তোমাকে নির্ব্বাসনের ব্যক্তি জানিয়া রাজ-সদনে লয়ে যাবে। অজয়! আমার একথা যেন স্মরণ থাকে। আর আমি আমার শিষ্যের দ্বারা সদাসর্ব্বদাই এস্থানের শুভাশুভ সংবাদ প্রেরণ ক'রব, ও তাহার নিকট হ'তে তোমারও কুশলবার্ত্তা শ্রবণ ক'রে প্রীতি লাভ ক'রব।

অজয়। মহাশয়! আপনার উপদেশরূপ বাক্যকে শিরোধার্য্য ক'রলেম; আপনি আমার যেমত হিতেচ্ছুক, যদ্যপি কখন বিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রতে পারি, তাহ'লে আপনার শ্রীচরণের ক্রীত দাস হ'য়ে থাক্‌বো, এক্ষণে এ পদাশ্রিত ব্যক্তিকে যেন স্মরণ থাকে।

সোম। (চারিদিক চাহিয়া) রাজকুমার! আর বিলম্বে প্রয়োজন করে না, এক্ষণে প্রস্থান কর। আমিও সায়াহ্নিক সন্ধ্যাবন্দনাদিতে সত্বর হই; অদ্য তোমার জন্য আমার সে সময় বহির্ভূত হ'য়েছে।

অজয়। যে আজ্ঞে। (প্রণাম)

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

—o※o—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

মহেশ্বরী আসীনা।

মহে। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ কি ক'রেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন, কি ক'রেই আহার বিহার ক'র্‌চেন, কি ক'রেই তাঁর নিদ্রা হ'চ্চে, বিলাসবতীর বিবাহের সময় উপস্থিত হ'য়েছে, একদিনের জন্য সে ভাবনা ভাবেন না। রাজা ব'লে মুখের উপর কেও কিছু বলে না, আড়ালে

লোকে কত কথাই ব'ল্‌চে। অরক্ষণী মেয়ে দেখ্‌লে কে চুপ ক'রে থাকে? আমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা হয় না, ভেবে ভেবে যেন কাট হ'য়ে যাচ্চি।

উদয়চাঁদের প্রবেশ।

উদয়। মহিষী! আজ তোমাকে অত্যন্ত বিরস ভাবাপন্না দেখ্‌চি, ভেবে আর কি হবে, প্রতাপচাঁদের পরমায়ু শেষ হ'য়েছিল, তাই তার মৃত্যু হ'য়েছে। সকলই বিধাতার নির্ব্বন্ধন।

মহে। মহারাজ! সে যা হবার তা ত হ'য়েছে, সে অসহ্য শোক আমি সহ্য ক'রেছি। (ক্ষণেক পরে) আপনি কি বিলাসবতীর দিকে চেয়ে দেখেন না নাকি? ছি! ছি! আপনাকে কি আর ব'ল্‌ব? আপনি কেমন ক'রে অরক্ষণী মেয়েকে ঘরে রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন? একটা কলঙ্ক উপস্থিত হ'লে বুঝি কুলের গৌরব হবে?

উদয়। প্রিয়ে! তোমার এ অনর্থক তিরস্কার করা হ'চ্চে, বিলাসবতীর বিবাহের জন্য আমি কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি? আমার একমাত্র কন্যা, সৎপাত্র না পেলে কোনক্রমেই সম্প্রদান ক'রতে পার্‌ব না।

মহে। সৎপাত্র কি পৃথিবীতে নাই?

উদয়। আমার সমযোগ্য ঘরে সৎপাত্র অতি বিরল।

মহে। তাহ'লে আর ত বিবাহ হ'তে পারে না, আপনি বিলাসবতীকে চিরকাল আইবুড় ক'রে রাখুন। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) মনের মধ্যে কি একটু লোকলজ্জা হয় না।

উদয়। প্রিয়ে! একটী পাত্র স্থির ক'রে রেখেছি, তাতে তোমার মত হয় কি না ব'ল্‌তে পারিনে।

মহে। কে বলুন দেখি?

উদয়। কোটাধিপতি রাজকুমার গোলাপসিংহ একটী উত্তম পাত্র, ধীরস্বভাব অথচ বিক্রমশালী, আমার সমযোগ্য ঘরও বটে। আর আমি তাহার নিকট অঙ্গীকার ক'রেছি, যে বিলাসবতীকে তাহাকেই সম্প্রদান ক'র্‌ব। গোলাপ-সিংহ এক্ষণে কাণোদেই আছে।

মহে। চক্ষের উপর এমত সুপাত্র থাকৃতেও আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন? সে যাহাই হোক্, এক্ষণে সত্বরেই শুভকর্ম্ম শেষ করুন।

বর্ত্তাবহের প্রবেশ।

বার্ত্তাবহ। মহারাজ! রাজকুমার গোলাপসিংহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চেন।

উদয়। (বার্ত্তাবহের প্রতি) বার্ত্তাবহ! গোলাপসিংহকে অন্তঃপুরে লয়ে এস।

বার্ত্তাবহ। যে আজ্ঞা।

(বার্ত্তাবহের প্রস্থান।)

মহে। আমার আর এখানে থাকা উচিত হ'চ্চে না, অন্য স্থান হ'তে দেখি গিয়ে।

(মহেশ্বরীর প্রস্থান।)

উদয়। (স্বগত) গোলাপসিংহ রাত্রিকালে কেন এল? কোন অসুখ ত হয় নাই?

গোলাপসিংহকে লইয়া বার্ত্তাবহের পুনঃ প্রবেশ।

গোলাপ। (প্রনিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

উদয়। শারীরিক কুশল ত?

গোলাপ। শারীরিক সমস্ত কুশল। বহুদিবসাবধি বিদেশে থাকায় মন কিছু ব্যাকুল হ'য়েছে, অনুমতি হ'লে একবার স্বদেশে গমন করি, প্রয়োজন মতে পুনর্ব্বার এসে শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌ব।

উদয়। এক্ষণে আর বাটী যাওয়া হ'তে পারে না, আগত বৃহস্পতিবারে বিলাসবতীকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করবার দিন স্থির ক'রেছি।

গোলাপ। যে আজ্ঞে, রাত্রি অধিক হ'য়েছে, এক্ষণে বিদায় হই।

উদয়। এস বাপু।

(গোলাপসিংহ ও বার্ত্তাবহের প্রস্থান।)

অপর দিক্ দিয়া মহেশ্বরীর প্রবেশ।

মহে। মহারাজ! গোলাপসিংহ আমার বিলাসবতীর যোগ্য পাত্র বটে, রূপও যেমন কথা বার্ত্তাও তেমনি; আর কালবিলম্ব ক'রবেন না। বৃহস্পতিবার কি সত্যই দিনস্থির হ'য়েছে?

উদয়। সোমাচার্য্যের দ্বারা বৃহস্পতিবারই দিনস্থির করা হ'য়েছে।

মহে। আপনি এ সকল বুঝি পেটে পুরে রেখেছিলেন, আমি যে এর বাষ্পও জানি না।

উদয়। কোন একটা শুভ কার্য্য স্থির না হ'লে প্রকাশ করা বিধেয় নহে। রাত্রি অধিক হ'য়েছে, এক্ষণে শয়ন গৃহে গমন করা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিলাসবতীর শয়নাগার।

পর্য্যঙ্কোপরি বিলাসবতী ও অজয়সিংহ আসীন।

বিলাস। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সুখের নিশি সত্বরেই প্রভাত হয়, দিনকর আজ সাক্ষাৎ কৃতান্তের রূপ ধারণ ক'রে আমাদের প্রতি উদয় হ'চ্চেন। প্রাণনাথ! যাবজ্জীবন কি ক'রেই আপনার অদর্শন সহ্য ক'রে থাক্‌ব। আপনার নির্ব্বাসনের সংবাদ শুনে এখনও আমি জীবিতা আছি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমার কি কঠিন প্রাণ।

অজয়। প্রিয়ে! সুখের পর দুঃখ, এবং দুঃখের পর সুখ; এ নিয়ম কেহই লঙ্ঘন ক'রতে পারে না, আমাদের সুখের দিন তিরোহিত হ'য়ে, এক্ষণে দুঃখের দিন উদয় হ'য়েছে। সম্রাট যখন জীবন রক্ষা ক'রেছেন, তখন পুনর্ব্বার সুখের দিন উদয় হওয়ার সম্ভব আছে। আর সোমাচার্য্য যে কৌশল ক'রেছেন, তাহা সকলই তোমাকে ব'লেছি, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে আমরা অনায়াসে বিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রতে পার্‌ব। এক্ষণে এক ধৈর্য্য ভিন্ন আমাদিগের সহায় আর কেহই নাই।

বিলাস। প্রাণনাথ! অধৈর্য্য প্রবল হ'য়ে ধৈর্য্যকে যে নিকটে আস্তে দিচ্চে না। উঃ প্রাণ যে বাঁচে না। হৃদয়-নাথ! আমার দেহে জীবন থাক্‌তে আমি কোনক্রমেই আপনাকে বিদায় দিতে পার্‌ব না।

অজয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রিয়ে! সম্পূর্ণ বিপদের সময় উদয় হ'য়েচে, এসময়ে এত অধৈর্য্য হ'লে, আমাদিগকে যাবজ্জীবনের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে। রাত্রি শেষ হ'য়ে এসেছে, আর কোন ক্রমেই আমার এ স্থানে থাকা উচিত হ'চ্চে না। যদ্যপি তুমি এখন বিদায় দাও, তাহ'লে ভবিষ্যতে মিলনের আশা থাকে। (ক্ষণেক নীরব হইয়া) প্রিয়ে! আমি বিদায় প্রার্থনাদ্বারা তোমাকে যে কঠিন বাক্য ব'লেচি, আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর।

বিলাস। নাথ! যামিনী কি তাঁর আশ্রিতা এ কামিনী-কে পরিত্যাগ ক'রে যাবেন? আমি আজ যে তাঁকে বিস্তর বিনয় ক'রে ব'লেচি, বোধ করি তিনি তাঁর শরণাপন্নাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না।

অজয়। প্রিয়ে! অসময়ে অনুরোধ রক্ষা করে, এমত লোক অতি অল্পই আছে। কালের বিচিত্র গতি দেখ, আমি যে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, সেই দিনকর কিরণ, রূপ অনল প্রজ্বলিত ক'রে আমাকে দগ্ধ ক'র্‌বার জন্য

সমাগত হ'চ্চেন, দিগঙ্গনাও আমাদের দুঃখে মৃদুহাস্য ক'চ্চেন, মধুমঙ্গলাদিপক্ষীগণও আমাদের অমঙ্গল সূচক গীত গাচ্চে। এসময়ে এস্থান পরিত্যাগ না ক'র্লে অমঙ্গলের পরিসীমা থাকবে না।

বিলাস। প্রাণনাথ! তবে আর অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। আপনি আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা ক'রে যে কঠিন বাক্য ব'লেচেন, আমিও আপনাকে তাহাপেক্ষা বজ্রসম কঠীন বাক্য ব'ল্লেম, এ অপরাধ ক্ষমা ক'র্বেন। হৃদয়নাথ! যা হবার তা হ'ল, এক্ষণে যাবৎকাল জীবিতা থাকৃব অধীনিকে যেন স্মরণ থাকে, যাহাতে আপনার সংবাদ পাই, মধ্যে মধ্যে এমত অনুগ্রহ প্রকাশ ক'র্বেন।

অজয়। প্রিয়ে! আমি তোমাকে আমার চিত্তে এমত ভাবে স্থান প্রদান ক'রেচি, যাবৎকাল আমার দেহে জীবন থাক্বে, তুমি ক্ষণকালের জন্য আমার চিত্ত পরিত্যাগ ক'রতে পারবে না। আমি সর্ব্বদাই আমার সংবাদ প্রেরণ ক'রব, তুমিও তদ্বিষয়ে আমার জীবন রক্ষা ক'রবে; এখন বিদায় হই।

বিলাস। ভগবান্ আপনকার সর্ব্বোতমত্তে মঙ্গল করুন।

(অজয়সিংহের প্রস্থান)

গীত।

রাগিণী ললিত—তাল যৎ।

নিদারুণ বিধি তব এত ছিল মনে।
জীবনে বিদায় দিয়ে জীবনে বাঁচি কেমনে॥
বিনা মম প্রাণ ধন, বৃথা জানি এ জীবন ;
শূন্য হ'ল ত্রিভুবন, বন ভাবি এ ভবনে।
জীবনের সুখ হরি, নাথ গেল পরিহরি,
কি রূপে জীবন ধরি, জীব জীবন বিহনে॥
রবি গেলে অস্তাচলে, দিবাও তৎসহ চলে ;
কমলিনী ম্লানা জলে, নাথ জীবন জীবনে॥

বিলাস। (ভূমিতে পতিত হইয়া) জীবন! আর তোকে আমার প্রয়োজন নাই, যখন যুবরাজ অজয়সিংহ আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেলেন, তখন তোর থাকায় আর কি ফল আছে? মন! তুই কি যুবরাজ অপেক্ষা কুল-গৌরবকে শ্রেষ্ঠ অনুভব ক'ল্লি? অজয়! তুমি তোমার প্রেমাশ্রিতাকে কেমন ক'রে পরিত্যাগ ক'রে গেলে, বৃক্ষচ্যুতা লতা কি জীবিতা থাকে? বিধাতঃ! তুমি কমনীয় কমল হ'তে উদ্ভব হ'য়ে কঠিন হৃদয় হ'লে কেন, অবলার অদৃষ্টে এমত অসহ্য যন্ত্রণা লেখবার সময়ে তোমার মনোমধ্যে কি একটু মমতা উদয় হয় নাই? যদি আমার দুরাদৃষ্ট বশতঃ এমত লিপিই লিখেছিলে, তবে আমার প্রাণকে এত কঠিন ক'রলে

কেন? প্রাণনাথের অদর্শনে আমার যদি জীবনান্ত হ'ত, তাহ'লে আমাকে আর এত কষ্ট ভোগ ক'ত্তে হ'ত না। (ক্ষণেক নিরব হইয়া) বোধ করি, স্ত্রীবধের পাপভয়ে তুমি আমার প্রাণকে কঠিনরূপে নির্ম্মাণ ক'রেছ। কিন্তু আমি নিশ্চয় ব'ল্‌চি, আমার জীবনান্তদ্বারা তোমাকে নিশ্চয়ই স্ত্রীহত্যার পাপাধিকারী ক'রব। বিধাতঃ! কায়ার ধ্বংস হ'লে তাহার ছায়া কি আর থাকে? সেতুভঙ্গ হ'লে সলিলেরও বিলয় হয়।

কমলার প্রবেশ।

কমলা। প্রাণসখি! এমন ক'রে প'ড়ে থাক্‌লে আর কি হবে, উঠ, যুবরাজ যাতে বিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'র্‌তে পারেন, এখন ঈশ্বরের নিকটে তাহাই প্রার্থনা কর।

বিলাস। সখি! রাজনন্দনের অদর্শন আমি কোনক্রমেই সহ্য ক'রে থাক্‌তে পারব না, এক্ষণে আমার জীবনান্তের কোন উপায় থাকে ত বল?

কমলা। সখি! নাথের অদর্শন হ'লেই যে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রতে হয় এমত নহে, যখন দুর্ব্বৃত্ত দশানন জনকদুহিতা জানকীকে হরণ ক'রে লয়ে অশোকবনে রেখেছিল, সীতা সে সময়ে রামচন্দ্রের অভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নি, নিষধাধিপতি নলরাজ যে সময়ে এক বস্ত্র ছিন্ন ক'রে

দময়ন্তীকে পরিত্যাগ ক'রে যান, সে সময়ে বিদর্ভরাজ-দুহিতাও প্রাণ ধারণ ক'রেছিলেন, সত্যবানের মৃত্যু উপস্থিত হ'তে সাবিত্রীও জীবিতা ছিলেন, যে সময় বৃত্রাসুরকে বধ ক'রে বাসব বিসতন্তু মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন, সে সময়ে ইন্দ্রাণীও প্রাণত্যাগ করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের মণিচোরাপবাদ হ'তে যে সময়ে অনুদ্দেশ হ'য়েছিলেন তাতেও কৃষ্ণাঙ্গনারা জীবিতা ছিলেন, পার্থ দ্বাদশবর্ষ বন-গমন ক'রতে সুভদ্রাও প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। সখি! ধৈর্য্য ধর, অদৃষ্টে যদি পুনঃ পতিলাভ থাকে, তাহ'লে বিধাতা অবশ্যই তোমাদের মিলন ক'রে দিবেন।

বিলাস। ধৈর্য্য আমি আর কোন ক্রমেই ধ'রতে পাচ্চিনে।

কমলা। সময়ের গতিকে সকলই সহ্য ক'রতে হয়। এক্ষণে একটু স্থির হও, রাজমহিষী এখানে আস্‌চেন।

মহেশ্বরীর প্রবেশ।

মহে। কিগো কমলে! ভাল আছিস্‌ ত?

কমলা। ভাল আর কি মা? (রোদন করিতে করিতে) দাদাবাবু আমাদের জন্মের জন্য অসুখী ক'রে গেছেন।

মহে। বাছা! সেকি অল্প দুঃখ, ঈশ্বরাধীন কার্য্য ব'লেই সহ্য হয়। দুঃখ ক'রে আর কি ক'রব, সংসারে থাক্‌লে সকলই সহ্য ক'রতে হয়। (বিলাসবতীর প্রতি) বিলাসবতী! আর ভাবিস্ কেন বাছা ? ভাব্‌লে কি রোদন ক'র্‌লে প্রতাপ কিছু ফিরে আস্‌বে না ? এখন প্রতাপকে ভুলে যাও, মনে মনে ভাব, সে আমাদের এক জন শত্রু ছিল, তাই এমত অসহ্য শোক প্রদান ক'রলে। (কমলার প্রতি) কমলে! বিলাসবতীর দিকে যে আর চাইতে পারিনে, সে বর্ণ নাই, আর ভেবে ভেবে শরীর যেন আদখানি হ'য়ে গ্যাচে। বৃহস্পতিবারে বিলাসবতীর বিয়ে হবে, এ সময়ে কি শরীরই হ'য়ে গেল।

কমলা। কার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছে গা ?

মহে। খুব ভাল ঘরেই হ'য়েছে, কোটার রাজকুমার গোলাপসিংহের সঙ্গে। যেমন রূপবান্ তেমনি বিদ্বান্, সর্ব্বাংশে উত্তম; ব'ল্‌তে কি, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যদি থাকে তাহ'লে মনের মতন জামাই হবে।

কমলা। ঘর, বর, দুই বেশ হ'য়েছে। যাই আমি আপনার কাজ করি গিয়ে।

(কমলার প্রস্থান।)

বিলাস। মা! আপনারা শোকের সময় এ উদ্যোগ

ক'রলেন কেন? আমার মন এখন বিশেষ কাতর আছে, আমি সর্ব্বদাই রোদন ক'রচি, ক্ষণকালের জন্য স্থির হ'তে পাচ্চিনে, আমার এ জীবন বৃথা বোধ হ'চ্চে, যাবৎ এ শোক না দূর হবে, তাবৎকাল আমার বিবাহে মত নাই।

মহে। বাছা! যে অজয়সিংহ প্রতাপকে হত্যা ক'রে পলায়ন ক'রেছে, মহারাজ তাকে আর এদেশে থা'কতে দেবেন না, তাকে ধ'রে এনে জন্মের জন্য এমন দেশে পাঠাবেন, যে সে সেখানে নিশ্চয়ই ম'রবে? তা হ'লেই অনেক শোকের লাঘব হবে।

বিলাস। মা! লোকে যে লোককে হত্যা করে, সে কেবল সূত্রমাত্র, নতুবা নিয়তেই লোকের মৃত্যু হয়। আর অজয়ের মৃত্যুতে আমাদের কি শোকের লাঘব হ'বে? তাতে দাদা কিছু ফিরে আসবেন না? (স্বগত) হে ভগবান্! অজয়কে সর্ব্বতমতে মঙ্গলে রাখুন, অজয়ের যেন কোন বিপদ না হয়।

মহে। বাছা! সে যা হবার তাই হবে, সে কথায় কিছু প্রয়োজন নাই, এক্ষণে মহারাজ তোমার বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ ক'রেছেন, এ বিষয়ে আর অমত ক'র না। তুমি অরক্ষণী হ'য়েছ, এতে লোকালয়ে আমাদের নিন্দে আছে।

দ্বিতীয়তঃ তোমার বিবাহ হ'লে জামতাকে দেখ্‌লে আমাদের প্রতাপের শোক অনেক নিবারিত হবে।

বিলাস। মা! আমি যে পুনঃ পুনঃ আপনার বাক্য লঙ্ঘন ক'রচি, আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন। বিনয় ক'রে ব'লচি, এক্ষণে কোনমতে আমার বিবাহের উদ্যোগ ক'র্‌বেন না।

উদয়চাঁদের প্রবেশ।

উদয়। মহিষী! তুমি যেজন্য আগমন ক'রেছ, তার সংবাদ কি?

মহে। মহারাজ! বিলাসবতীর এক্ষণে বিবাহে মত নাই, বিস্তর বুঝালেম কিছুতেই ফল দর্শিল না।

উদয়। মহিষী! আমি এমত সৎপাত্র স্থির ক'র্‌লেম, তাহাতে বিলাসবতীর মত হ'লনা? দ্বিতীয়তঃ আমাদের বাক্য লঙ্ঘন ক'রলে, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? ও অরক্ষণী হ'য়েছে ব'লেই এখন আমাকে ওর বিবাহের জন্য চেষ্টা পেতে হ'চ্চে, নতুবা আমিও কিছুকালের জন্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওর মুখ দর্শন ক'ত্তেম না।

বিলাস। পিতঃ! আমাকে অত্যন্ত দুর্ভাগিণী ব'লতে হবে, যেহেতু আপনি সর্ব্বমত উৎকৃষ্ট পাত্র স্থির ক'র্‌তে, আমার মনের গতিকেই হউক, কিম্বা শোকের

জন্যই হউক, সে পাত্রকে ঘৃণাবোধ হ'চ্চে। চিরকাল যার আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে কালাতিপাত ক'রতে হবে, যার প্রতি তাচ্ছল্যতা ক'রলে পাপের পরিসীমা থাক্‌বে না, যার সুখে সুখ, যাহার দুঃখে দুঃখ, এমত পতি যদি মনোমত না হয় সে পতিলাভে কি ফল আছে বলুন? প্রার্থনা করি, আমার এ অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন।

উদয়। দুর্ভাগিনী! আমি আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাইনে, তোর অদৃষ্টে বিধাতা নিতান্তই দুঃখের লিপি লিখেছেন, নতুবা এমত দুর্বুদ্ধি হবে কেন? তোর জন্য আমাকে সত্য ভ্রষ্ট হ'তে হ'ল, লোকালয়ে নিন্দা কিন্‌তে হ'লো। তোকে গোলাপ সিংহকে সম্প্রদান ক'রব ব'লে অঙ্গিকার ক'রেছি, আগত বৃহস্পতিবারে তোর যে বিবাহ হবে সকলেই জেনেছে, বিবাহের উদ্যোগও কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই, তুই এমন সময়ে আমার বাক্য লঙ্ঘন ক'রে কি ভাল কাজ ক'চ্চিস্? এখন তোকে ব'ল্‌ছি, যদি তোর আপন হিত ইচ্ছা করিস্, তাহা হ'লে আমার বাক্য লঙ্ঘন করিস্‌নে।

বিলাস। পিত! আমার নিরব হ'য়ে থাকাই উচিত, তাতে পাছে আপনি সম্মত বিবেচনা করেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করি, এক্ষণে আপনি আমার বিবাহে কোন ক্রমেই উদ্যোগি

হবেন না। আপনি যে অধিক কোপ পরবশ হ'য়েছেন, তা আমি জেনেছি, কিন্তু তাহাতে আর তিরস্কার না ক'রে আমার মস্তক ছেদন করুন।

উদয়। (সক্রোধে) হতভাগিনী! তুই পুনঃ পুনঃ আমার বাক্য লঙ্ঘন ক'চ্চিস্।

মহে। মহারাজ! স্থির হোন্ আপনি যে রূপ কোপ পরবশ হ'য়েছেন, ইহাতে একটা বিপদ উপস্থিত হ'তে পারে।

উদয়। (মহিষীর প্রতি) এক্ষণে আমি অপর কোন কথা ব'ল্‌তে কি শুন্‌তে আর ইচ্ছা করিনে, আগত বৃহস্পতিবার রাজকুমার গোলাপসিংহের সহ বিলাসবতীর বিবাহ কার্য্য নিশ্চয়ই সমাধা ক'রবো। তাতে ও অসম্মতা হ'লেও আমার বাক্য লঙ্ঘন হবেনা, আর আমার এস্থানে থাকার আবশ্যক নাই।

(উদয়চাঁদের প্রস্থান।)

মহে। (বিলাসবতীর প্রতি) বাছা! কেন তোর এমন কুমন হ'ল, তুই সবে আমার একমাত্র কন্যা, চিরকাল মনে ক'রে আছি, তোর বিবাহে সাধ অহ্লাদ ক'রব, তাতে এ শুভ কার্য্যে বিষাদ ক'চ্চিস কেন? আমার কাছে যা ব'লেছিলি তাতে দোষ ছিল না, মহারাজের কথার উপর

জবাব ক'রতে, তোর কি একটু লজ্জা কি ভয় হ'ল না? ছি! ছি! ছি! আপনার সুখ সৌভাগ্যের মাথা আপনি খেলি।

বিলাস। মা! আপনি যতই তিরস্কার করুন, গোলাপ সিংহের গলদেশে আমি কোন ক্রমেই বরমাল্য প্রদান ক'রব না।

মহে। তোমার কথায় ত কথা নয়, আগত বৃহস্পতি-বারে তিনি নিশ্চয়ই তোমার বিবাহ দিবেন। আমি চল্লেম এখন।

(মহেশ্বরীর প্রস্থান।)

কমলার প্রবেশ।

কমলা। রাজকুমারী! বিষম বিপদ উপস্থিত হ'ল দেখ্‌চি, মহারাজের বাক্য লঙ্ঘন করা ভাল হয় নাই।

বিলাস। সখি! আমি পবিত্র স্থানে ধর্ম্মানুসারে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদিকে সাক্ষি রেখে যে কর দ্বারা আমার দেহের জীবন অজয় সিংহের গলদেশে বরমাল্য প্রদান ক'রেছি, সেই কর-দ্বয় দ্বারা বিরুদ্ধাচারে পুনর্ব্বার গোলাপসিংহের গলে কিরূপে বরমাল্য প্রদান কর'তে পারি? পতিব্রতারা জীবদ্দ-শায় কোন ক্রমেই এ অধর্ম্মাচরণ ক'রতে পারে না। এক

অজয় ভিন্ন আমি যাবদীয় পুরুষ গণকে আমার গর্ভজাত পুত্রের সম অনুভব করি।

কমলা। সখি! ও কথা এক্ষণে মুখে এন না, অজয়ের যে বিপদ উপস্থিত হ'য়েছে, তার আসাপথ চেয়ে থাকা বৃথা। আর অজয়ের সঙ্গে তোমার যে পরিণয় সম্পাদিত হ'য়েছে, তাহা সোমাচার্য্য ও আমি ভিন্ন কেহই জানে না। সোমাচার্য্য তেমন লোক নন, আর আমি তোমার প্রিয়সখি, আমাকে কেহ হত্যা ক'রলেও সে কথা প্রকাশ পাবে না। সখি! অজয়ের প্রতি যে প্রেমানুরাগ তাহা পরিত্যাগ ক'রে গোলাপ সিংহের গলে বরমাল্য প্রদান কর, তাহ'লে তোমার সর্ব্বতভাবেই মঙ্গল হবে; "অজয় অজয়" ক'রে দিবানিশি রোদন ক'রতে হবেনা, মহারাজ ও রাজমহিষী যথোচিত ভাল বাস্‌বেন, সুখ সৌভাগ্যের সীমা থাক্‌বে না।

বিলাস। সখি! এই কি তোমার প্রিয়সখির মতন কথা হ'ল? তোমার দোষ নাই, এ সকলই সময়ের গতিকে হয়। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) রে পাপ প্রাণ! তুমি এখনি বাহির হও, আমি আর ক্ষণকাল বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করিনে।

কমলা। (বিলাসবতীর হস্ত ধরিয়া) কি কর সখি স্থিরহও। নাবুঝে একটা কথা ব'লে অপরাধ ক'রেছি, তাহা ক্ষমা কর। আমি চিরকাল তোমার মঙ্গল চিন্তা করি, এক দিনের জন্য

যাতে তোমার মনোকষ্ট হবে এমন কথা বলি নাই। আমায় ক্ষমা কর।

বিলাস। সখি! এখন কি করি বল, গোলাপসিংহকে আমি কোন ক্রমেই বিবাহ ক'রব না। চল আমরা সোমাচার্য্যের নিকট গমন করি, তিনি অবশ্যই সদুপদেশ প্রদান ক'রবেন।

কমলা। এ ভাল কথা, তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

—o—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সোমাচার্য্যের আশ্রম।

সোমাচার্য্য ও গোলাপসিংহ আসীন।

সোম। তোমার বিবাহের যে সকল কথা ব'ল্লে, এ সকলই আমি শুনেছি; এ বিষয়ে বিলাসবতীর কি মত, তা কিছু কি জান্‌তে পেরেছ?

গোলাপ। বিলাসবতীর যে কি মত, তা বিশেষ জান্‌তে পারি নাই। লোকে বলাবলি ক'রচে, যে প্রতাপচাঁদের শোকে বিলাসবতী অত্যন্ত কাতরা আছে, এক্ষণে বিবাহে তাহার মত নাই। মহারাজ উদয়চাঁদের সম্পূর্ণ মত আছে, তিনি আগত বৃহস্পতিবারে এ শুভ কর্ম্ম নিশ্চয়ই সমাধা ক'রবেন।

সোম। প্রজাপতির লিখিত থাক্‌লে অবশ্যই হবে। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! (বিলাসবতীকে দূর হইতে দেখিয়া) গোলাপসিংহ! বিলাসবতী এই

আশ্রমে আস্‌চেন দেখ্‌চি, আমি অন্য কুটীরে গিয়া বসি, প্রত্যক্ষেই উভয়ের অভিপ্রায় বিদিত হ'তে পারব।

(সোমাচার্য্যের প্রস্থান।)

বিলাসবতীর প্রবেশ।

গোলাপ। প্রাণেশ্বরি! আজ আমার পরম সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে, যে তোমার দর্শন লাভ ক'রলেম।

বিলাস। আপনি এমত অনুচিত কথা ব'ল্‌চেন কেন? আমিত আপনার প্রাণেশ্বরী নই?

গোলাপ। আজ না হয়, আগত বৃহস্পতিবারে তুমি স্থলপদ্মরূপে আমার হৃদয়-কন্দরে বিরাজ ক'র্‌বে।

বিলাস। সে অনেক পরের কথা, এক লহমার মধ্যে যুগপ্রলয় হয়; সামান্য দেহের উপর কি বিশ্বাস আছে বলুন?

গোলাপ। আমাকে তোমার নিতান্ত অনুগত বিবেচনা ক'রে ভ্রাতৃশোককে পরিত্যাগ কর।

বিলাস। (মৌনাবলম্বন)

গোলাপ। নিরব হ'য়ে রইলে কেন?

বিলাস। আমি এ সময়ে অধিক কথা কইতে ইচ্ছা ক'চ্চিনে, যদ্যপি আপনার বিশেষ কোন কথা থাকে, তাহাই বলুন।

গোলাপ। আগত বৃহস্পতিবার তোমার সহিত যে আমার বিবাহ হবে, তাতে তোমার মত কি?

বিলাস। সে বিষয়ে মত নাই।

গোলাপ। আমার প্রতি তোমার এককালে মন নাই, না—এক্ষণে ভ্রাতৃশোকের জন্য অসম্মতা হ'চ্চ?

বিলাস। এ অধিক কথা বলা হ'চ্চে, দ্বিতীয়তঃ ইহা এক্ষণে আবশ্যকীয় নহে, ইহার উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়েছি।

গোলাপ। তুমি যে দিবানিশি রোদন ক'রে ক'রে, মলিনা ও কৃষা হ'য়েছ, তথাচ তোমার যে সৌন্দর্য্যের কি শোভা দেখ্‌চি তাহা ব'লে জানাতে পারিনে; তুমি যদিচ আমার প্রতি অপ্রিয় কথা ব'লচ, কিন্তু তোমার স্বাভাবিক মধুময় রব শ্রবণে আমার শ্রবণদ্বয় সফল হ'চ্চে।

বিলাস। এত অপ্রিয় কথাও আমাকে শুনতে হ'ল। (রোদন করিয়া) রে পাপ প্রাণ! সত্বরেই বাহির হও।

গোলাপ। সর্ব্বদা রোদন ক'রে, কেন আপনার শরীরকে কষ্ট দিচ্চ, তোমার কষ্ট দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হ'চ্চে তা আর ব'লে জানাতে পারিনে।

বিলাস। (রোদন করিতে করিতে) আপনি কেন আর আমাকে পুনঃ পুনঃ কষ্ট দিচ্চেন, কিঞ্চিৎ সুস্থ হবার জন্য এ পবিত্রাশ্রমে এসেছি, আপনি ক্ষণেককাল নিরব হ'য়ে ক্ষমা করুন।

সোমাচার্য্যের প্রবেশ।

সোম। কিগো রাজকুমারী? আগমনের কারণ কি?

বিলাস। (অঞ্চলের দ্বারা চক্ষুরজল মুছিতে মুছিতে) ভগবন্! আপনাকে কোন গোপনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রব ব'লেই এসেছিলাম, এক্ষণে বলা হ'ল না, অন্য সময়ে এসে শ্রীচরণ দর্শন করব।

গোলাপ। ভগবন্! অনুমতি করুন বিদায় হই, এক্ষণে রাজকুমারী কি বলেন তাহা শ্রবণ করুন; আমি অন্য সময়ে এসে পাদবন্দন ক'রব।

(গোলাপসিংহের প্রস্থান।)

সোম। বৎসে! তোমার বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র প্রতিকার ক'রতে পারি নাই।

বিলাস। মহাশয়! আপনি কৃপাদৃষ্টিপাত না ক'রলে আমার আর কি উপায় আছে বলুন? যে হস্ত একবার আপনার পবিত্র করদ্বারা রাজকুমার অজয়সিংহের হস্তে সম্মিলিত হ'য়েচে পুনর্ব্বার সেই হস্ত গোলাপসিংহের করে আপনি কি প্রকারে সংযুক্ত ক'রবেন? আর আমি যে হস্তদ্বারা একবার এক ব্যক্তিকে বরমাল্য প্রদান ক'রেছি, পুনর্ব্বার সেই হস্তদ্বারা অন্য ব্যক্তিকে কি প্রকারে বরমাল্য প্রদান ক'রব? এ বিষয় যে কেবল আমারই পক্ষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ এমত নহে, ইহাতে

আপনাকেও ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে। হে কুলাচার্য্য! যদি আপনা হ'তে এ বিষয়ের কোন প্রতিকার না হয়, তাহ'লে, আত্মনাশ ভিন্ন এ অধীনির আর অন্য উপায় নাই। পিতা আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার ক'চ্চেন, তাহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শতগুণে শ্রেয়। (ক্রন্দন)

সোম। বৎসে! স্থির হও, তোমার পাতিব্রত্য রক্ষার একটী উপায় আছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক; তুমি বালিকা হ'য়ে যে সে কষ্ট সহ্য ক'রতে পারবে, এ আমার বোধ হয় না; কিন্তু তাহা সহ্য ক'রতে পারলে তোমাকে আর আত্মহত্যা হ'তে হবে না, ও গোলাপসিংহের সহিত বিবাহ নিশ্চয়ই রহিত হবে।

বিলাস। গোলাপসিংহের সহিত বিবাহ রহিত ও আমার সতীত্ব যদি রক্ষা হয়, তাহ'লে আপনি যে অনুমতি ক'রবেন, তাহাতে 'আমার অমত নাই। কি কালসর্পের মুখে হস্ত প্রদান, কি অনলে প্রবেশ, কি অগাধ সমুদ্রে পতন, কি পর্ব্বত হ'তে লম্ফ, কি নিবীড়ারণ্যে হিংস্রক জন্তুদিগের নিকট যাওয়া, অধিক আর কি ব'লব জনশূন্য শ্মশান ভূমিতেও গিয়ে যাবজ্জীবন অবস্থান ক'রে থাকৃতে পারি।

সোম। তবে এক কর্ম্ম কর, বাটীতে গিয়া নির্দ্দিষ্ট

দিবসে গোলাপসিংহকে স্বামিত্বে বরণ ক'র্‌তে সম্মতা হও। আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রদান ক'রচি, বিবাহের পূর্ব্ব-রাত্রে ইহা পান ক'রলে তুমি চতুর্দ্দশ প্রহরকাল অবধি নিশ্চয়ই এমত অচেতনা হ'য়ে থাক্‌বে, যে উত্তম চিকিৎসক আসিয়াও তোমার মৃত্যু অনুভব ক'রবেন, সুতরাং তোমার দেহ শ্মশান ভূমিতে নীত হবে; তৎকালে যাহাতে তোমার দেহ নষ্ট না হয়, আমি তাহার উপায় অন্বেষণ ক'রব। যদ্যপি ভয় পরিত্যাগ ক'রে এই ভয়ানক বিষয়ে সত্বর হও, তাহ'লে চতুর্দ্দশ প্রহরের পর, তুমি অনায়াসেই চেতনলাভ ক'র্‌তে পার্‌বে; নেত্র উন্মিলন ক'রে পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, ও বান্ধব প্রভৃতি কাহাকেও নিকটে দেখ্‌তে পাবে না, আপনি নগর প্রান্তে শ্মশানভূমিতে যে পতিত হ'য়ে আছ, ইহাই জান্‌তে পারবে। তোমার চৈতন্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি অজয়-সিংহকে এই সংবাদ প্রেরণ ক'রব, তিনি সেই রজনীতে ঐ শ্মশানভূমিতে আগমন ক'রে তোমাকে বরমসরে লয়ে যাবেন; তাহলে তোমার সকল বিষয়েই মঙ্গল হবে। এবিষয়ে তোমার মত কি?

বিলাস। ইহা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য নহে।

সোম। তবে এই ঔষধ গ্রহণ কর। (ঔষধ প্রদান) বিলাসবতী! তুমি কি একাকিনী এসেছ?

বিলাস। কমলা আমার সঙ্গে এসেছে, সে আশ্রমের অদূরে আমার জন্য অবস্থিতি ক'রচে এক্ষণে আমি আসি তবে। প্রণাম হই।

(প্রণাম করিয়া বিলাসবতীর প্রস্থান।)

সোম। আমিও এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনাদি করি গিয়ে।

[সোমাচার্য্যের প্রস্থান।]

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহেশ্বরীর গৃহ।

মহেশ্বরী ও উদয়চাঁদ।

মহে। মহারাজ! আমাদের সবে এই একটী কন্যা, মনে ক'রেছিলেম, বিলাসবতীর বিবাহে খুব সমারোহ ক'রব, মেয়ের মনের গতিকে শুভকার্য্যে নিরানন্দের পরিসীমা রইল না।

উদয়। মহিষী! তোমার গর্ভকে ধিক্, তুমি এমন পিশাচিনীকেও গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে? ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হ'চ্চে, কি করি, মনের রাগ মনেমনেই নিবারণ ক'রে আছি।

কমলার প্রবেশ।

(কমলাকে দেখিয়া) কমলে! বিলাসবতী নাকি সোমাচার্য্যের আশ্রমে গিয়েছিল?

কমলা। আজ্ঞে হাঁ।

উদয়। এ অল্প স্পর্দ্ধা নয়? আপনার মনে যা হ'চ্চে তাই যে ক'রচে? সেখানে যাবার কারণ কিছু কি জান?

কমলা। (বিলাসবতীকে দেখিয়া) এই যে রাজকুমারী আপনার নিকটেই আস্‌চেন।

বিলাসবতীর প্রবেশ।

উদয়। (বিলাসবতীর প্রতি) হতভাগিনী! তোর মনে মনে কি আছে বল্ দেখি? আমার মান সম্ভ্রম সকলই জলাঞ্জলি দিতে ব'সেছিস? কাল তোর বিয়ে হবে, তুই কেমন ক'রে সোমাচার্য্যের আশ্রমে গেলি বল্ দেখি?

বিলাস। পিতঃ! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে যে মহাপাতকিনী হ'য়েছি, সে পাপ মোচনের জন্য সোমাচার্য্যের আশ্রমে গিয়েছিলেম; তিনি উপদেশ দিলেন, যে "জনক জননীর পদানত হ'য়ে তাঁদের আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রলে এ মহাপাপ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রতে পারবে।" (উদয়চাঁদের চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে) পিতঃ! আমাকে পাপ হ'তে পরিত্রাণ করুন। (রাজ্ঞীর চরণ স্পর্শ করিয়া) মা! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

মহে। (বিলাসবতীর চিবুক ধরিয়া চুম্বন) বাছা! তোর চেয়ে আমার আর পৃথিবীতে মমতার কে আছে বল দেখি? তুই যখন আধ আধ কথা কইতিস্, তাহা শুনে আমি যেমন

আনন্দলাভ ক'ত্তেম, আজ আমাদের হরিষে বিষাদের উপর তোর কথাতে তাহাপেক্ষা শত গুণে আনন্দ লাভ ক'রেছি। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আর আপনার ভাবনা কি? আপনি আনন্দচিত্তে এ শুভকার্য্য সমাধা ক'রুন।

উদয়। (প্রফুল্লিত চিত্তে) তবে এ শুভ সংবাদটী অগ্রে গোলাপসিংহকে পাঠাই। (নেপথ্যাভিমুখে) প্রহরি! একজন দূতকে এদিকে অস্‌তে বল।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। (প্রণতি করিয়া) মহারাজ! কি আজ্ঞা করুন।

উদয়। দেখ, আমি একখানী চিটী লিখে দি, তুমি সত্বরেই তাহা রাজকুমার গোলাপসিংহকে দিয়ে এস।

দূত। যে আজ্ঞে।

উদয়। (লিপী লিখিয়া দূতের হস্তে প্রদান।)

মহে। মহারাজ! কি লিখলেন আমাকে একবার শুনালেন না?

উদয়। (দূতের হস্ত হইতে লিপী লইয়া পাঠ)

"রাজকুমার গোলাপসিংহ!

রোকায় আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে, তোমার বিবাহে বিলাসবতীর অসম্মত জন্য আমি যে অত্যন্ত মনোদুঃখে ছিলাম, তাহা তুমি সকলই জান; অদ্য বিলাসবতীর বিবাহে মত হইয়াছে, কল্য

গোধূলী লগ্নে বিশেষ আনন্দ সহকারেই শুভকার্য্য সমাধা হইবে। ইতি।” (লিপি মুড়িয়া দূতের হস্তে প্রদান করতঃ) সত্বরে যাও।

দূত। যেআজ্ঞে।

(দূতের প্রস্থান।)

উদয়। (বিলাসবতীর প্রতি) বৎসে! তুমি যে আমার বাক্য রক্ষা ক'রেচ, তাতে যে কতদূর সন্তুষ্ট হ'য়েচি তা ব'ল্‌তে পারিনি; আর সোমাচার্য্য মহাশয়ের এ ঋণ আমি জন্মেও পরিশোধ ক'রতে পারব না; এই সকল দেশহিতৈষি লোকের পুণ্যবলেই সৃষ্টি রক্ষা হয়।

বিলাস। পিতঃ! এক্ষণে অনুমতি করেন ত গৃহে যাই।

উদয়। এসমা? আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। (মহেশ্বরীর প্রতি) মহিষী! রাত্রি অধিক হ'য়েছে, চল আমরাও আহারাদি করি গিয়ে।

[একদিক্ দিয়া কমলাও বিলাসবতী, অপর দিক দিয়া উদয়চাঁদ ও মহেশ্বরীর প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাসবতীর গৃহ।

বিলাসবতী ও কমলা।

কমলা। সখি! এস আজ একবার তোমাকে কন্যে সাজিয়ে দেখি।

বিলাস। রাত্রি অধিক হ'য়েছে, আজ আর ও সকলে প্রয়োজন নাই, কাল আর মনের সাধ রাখ্‌তে বাকি রেখো না। যত পার (স্বগত) কেঁদো। (প্রকাশ্যে) যাও শোওগে, আমিও ঘুমুইগে।

(কমলার প্রস্থান।)

বিলাস। হয় ত জন্মের মত আজ আমাকে ঘুমুতে হবে—পিতঃ! মাতঃ! সখি কমলে! আজ হতে জন্মের মত তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'ল্লেম। (ক্ষণেক পরে) আর কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার এই চক্ষুঃদ্বয় পৃথিবীর অদ্ভুত শোভা আর কিছুই দেখ্‌তে পাবে না। (ক্ষণেক নিরব হইয়া) হঠাৎ আমার মনোমধ্যে ভয়ের আবির্ভাব হল কেন? (চিন্তা) ভাবলে আর কি হবে, "গোলাপসিংহের সহিত বিবাহ" এযে ভয়, মৃত্যুভয় তাহাপেক্ষা অধিক নহে, এক্ষণে

সেই ভয়কেই দূরীভূত করা কর্ত্তব্য হ'য়েছে। (ঔষধের পাত্র হস্তে লইয়া শয্যাতে শয়ন করতঃ) সোমাচার্য্য অজয়ের সঙ্গে গোপনে আমার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন ক'রেছেন, এক্ষণে আপনার সেই দোষ গোপন করবার জন্য আমার প্রাণ বিনাশ ক'ত্তে কালকূট বিষ তো প্রদান করেন নি? (ক্ষণেক পরে) না! তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক; তাঁর এরূপ মানস কোনক্রমেই হ'তে পারে না। (ক্ষণেক পরে) অজয়ের আগমনের পূর্ব্বে প্রেতভূমিতে যখন প'ড়ে থাক্‌ব, যেখানে প্রতাপচাঁদের অপঘাত ঘটিত মৃতদেহ শোণিতাক্ত চিতা-বসনে আবৃত হ'য়ে নীত হয়েছিল, তাহা মনে হ'লে মনোমধ্যে কি ভয়ানক আতঙ্ক উদয় হয়। আর ছেলে-বেলাও লোকমুখে শুনেছি, যে প্রেতভূমিতে ভূত, প্রেত, দানা, দক্ষ ও পিশাচাদি কতই থাকে, তাহারা যদিচ অপ্রত্যক্ষ তথাচ বিকটাকার আকৃতি ও ভয়ানক কলরব ক'রতে থাকে, কেহ মার মার করে, কেহ এক পদে চলে, কাহার গাত্রে মাংস নাই, কেহ মস্তক হীন, কাহার কটী ভঙ্গ, সেই সব কিম্ভূত কিমাকার আকৃতিতে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। ডাকিনী যোগীনীরা নৃত্য ক'ত্তে ক'ত্তে মৃত ব্যক্তির দেহ দংশন করে, কেহ চক্ষু খুলিয়া খায়, এরূপ ভয়ানক রাত্রি চেতনপ্রাপ্তে একাকিনী কিপ্রকারেই অব-

স্থিতি ক'র্‌ব? (ক্ষণেক পরে) আমি এ কি চিন্তা ক'চ্চি? পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে এমত মৃত্যুভয় উপস্থিত হ'চ্চে কেন? এক্ষণে জীবিতা থাক্‌লে রাজকুমার অজয়সিংহকে পরিত্যাগ ক'রে গোলাপসিংহকে যে বিবাহ ক'ত্তে হবে, এ আমি জেনেও কেন কালবিলম্ব ক'চ্চি? আর আমি মৃত্যুভয় করিনে, আর আমি ক্ষণকাল চিন্তাও ক'রব না, (ঔষধের প্রতি) ঔষধ! তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ; তোমাকে ভগবান সোমাচার্য্য তাঁর পবিত্র করদ্বারা আমাকে প্রদান ক'রেছেন, তুমি আমার উদরস্থ হ'য়ে আপন গুণদ্বারা সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তির মান রক্ষা কর। (গাত্রোত্থান করিয়া ঔষধ পান করতঃ পুনঃ শয়ন) যদ্যপি রাজকুমার অজয়সিংহের সহ আমার পুনঃ মিলন না হয়, ও গোলাপসিংহকে বিবাহ ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে এই শয়নেই আমার যেন চিরশয়ন হয়। ঔষধ সেবন ক'ল্লেম, কই তার কিছুইত ফল দেখ্‌তে পাচ্চিনে। (ক্ষণেক পরে) এই যে গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্চে, দৃষ্টির ব্যতিক্রমও হ'য়ে আস্‌চে, (হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া) শরীরও অত্যন্ত উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে, ক্ষণেক পরেই শীতল হবে, দেহের ভিতর মৃত্যু যন্ত্রণাও উপস্থিত হ'য়েছে। ভগবান সোমাচার্য্য নিশ্চয়ই কালকুট বিষ প্রদান ক'রে থাক্‌বেন, আমাকে পুনর্ব্বার আর বাঁচ্‌তে হবে না। যাহোক, তাহ'লেও আমার পক্ষে মঙ্গল

বিবেচনা ক'ত্তে হবে। আ! কি যন্ত্রণা হ'চ্চে, মাগো! তুমি কোথায় রইলে। পিতঃ! আপনার হতভাগিনী কন্যা জন্মের জন্য বিদায় হ'ল; আপনার বাক্য লঙ্ঘন ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে যে অপরাধিনী হ'য়েছি তাহা ক্ষমা ক'র্‌বেন। মা! তুমি দশ মাস দশ দিন এ অধিনীকে গর্ব্ভে স্থান দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছ; আমি এমত হতভাগিনী তোমাকে কতই মনোকষ্ট প্রদান ক'রেছি, অবশেষে এই ভয়াবহ শোকও প্রদান ক'ল্লেম। আমি নানামতেই অপ-রাধিনী হ'য়েছি, আপনার এক কৃপা ভিন্ন এ পাপ হ'তে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। (ক্ষণেক পরে) হা রাজকুমার অজয়সিংহ! তোমার নিকট এ জন্মের জন্য বিদায় হ'চ্চি, তুমি এ সময়ে একবার আমার নিকটে এস, আমি তোমার দর্শন লাভ ক'রে জীবন ত্যাগ করি। আ—মা—র মনে ম—নে যে ক—ত সাধ ছি——(অচেতন)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদয়চাঁদের গৃহের দরদালান।

মহেশ্বরী ও কমলা।

কমলা। দেবী! বরণডালা ও আর আর সকলই প্রস্তুত হ'য়েছে, মিশ্রী-ঠাকৃরুণকে পীঁড়ে আল্পনা দিতে ও শ্রী গ'ড়্‌তে যে দেওয়া গ্যাছে, তাহাই কেবল এখন আসেনি।

মহে। আমি গুরুদয়ালকে সেখানে পাঠিয়েছি, আর মিশ্রী-ঠাকৃরুণকেও আস্‌তে ব'লেচি।

(মিশ্রী-ঠাকুরাণীর হস্তে শ্রী এবং গুরুদয়ালের দুই হস্তে দুই খানা আল্পনা দেওয়া পীড়া লইয়া প্রবেশ।)

এইযে নাম ক'ত্তে ক'ত্তেই আস্‌চেন; এস মা এস, শুভ কার্য্যে আপনাদের পায়ের ধূলো আগে চাই।

মিশ্রী। ওগো! এ বিষয়ে আপনার চেয়েও আমাদের আহ্লাদ জেয়াদা হ'য়েছে। আশীর্ব্বাদ করি, বিলাসবতীর ব্যাটা হোক্, তাতেও এসে কত আমোদ আহ্লাদ ক'রব।

(স্বগত) ঠাকুর ভাল করুন, শ্রীটী গোড়তেই গরুটো হেঁচে ফেল্‌লে ; তার পর যখন পীঁড়েতে আল্পনা দিতে বসি, তখন ঈশানকোনে টিক্টিকি প'ড়্‌ল, সেই অবধি আমার মনটা কেমন বিমর্ষ হ'য়েছে।

গুরু। মাতারী! মিশির-ঠাকুরুণ যো কাম্ কিয়া এ বহুত আচ্ছি হুয়া, এস্‌মে ওন্‌কো বহুত মেহনত হুয়া। ব্রাহ্মণ মায়িকো হাত বহুত সাফাই হ্যায়।

কমলা। মা! মালিনীকে সকাল সকাল ত ফুলমালা আন্‌তে ব'লেছেন ?

মহে। গোধূলী লগ্নে বিবাহ তা সে জানে, তথাচ গুরুদয়ালকে পাঠাচ্চি। (গুরুদয়ালের প্রতি) গুরুদয়াল! মালিনীক ব'লে এস, বৈকাল বেলা যেন ফুলমালা আনে।

কমলা। গুরুদয়াল! মালা যেন বেশ ভাল ক'রে গেঁথে আনে।

গুরু। বহুত আচ্ছা।

(গুরুদয়ালের প্রস্থান।)

মহে। কমলে! আজ আমার মাথার ঠিক্ নাই, যা ক'ত্তে কর্ম্মাতে হবে, মিশ্রী-ঠাক্‌রুণকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে সব দেখে শুনে কর।

উদয়চাঁদের প্রবেশ।

উদ। (মিশ্রী-ঠাকুরাণীকে দেখিয়া) এই যে মিশ্রী-ঠাকুরাণী এসেছেন, প্রণাম হই। (প্রণাম)

মিশ্রী। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'কৃ।

উদয়। (মহেশ্বরীর প্রতি) মহিষী! তোমাদের স্ত্রী-আচারের যে সকল রীতি নীতি আছে, তাহা সমুদয় প্রস্তুত ক'রে রাখগে, কন্যাদান ক'ত্তে ব'সে তাহার জন্য যেন বিলম্ব না হয়।

মহে। যখন মিশ্রী-ঠাকৃরুণ এসেছেন, তখন আপনাকে আর কোন বিষয় ব'লে জানাতে হ'বে না, উনি সকলই ভাল রূপ জানেন।

মিশ্রী। হ্যাঁগা বিলাসবতী কোথায়।

মহে। আপনার ঘরে আছে।

কমলা। আমি যখন আপনার নিকটে এসেছি, তখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গেনি।

মহে। কেন! কাল কি জেয়াদা রাত্রে শুয়েছে নাকি?

কমলা। না—কাল আরো সকাল সকাল শুয়েচেন।

মহে। কমলে! তুমি বিলাসবতীকে তোলগে মা। (মিশ্রী-ঠাকুরাণীর প্রতি) মিশ্রী-ঠাকৃরুণ! আপনি ভাঁড়ারটা এক বার দেখুন গে।

(মিশ্রী-ঠাকুরাণী ও কমলার প্রস্থান।)

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! রাজকুমার গোলাপসিংহ রাজশ্রীর শ্রীচরণে প্রণাম জানায়ে ব'ল্‌লেন " যে রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'ল্লেম, গোধূলী লগ্নের পূর্ব্বেই তিনি রাজ-সদনে বরবেশে সমাগত হবেন।

উদয়। প্রহরী! এক্ষণে তুমি মন্ত্রীর নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাক্‌বে, আমাকে যে কোন বিষয়ের জন্য প্রয়োজন হবে, সত্বরেই এসে সংবাদ দিবে।

প্রহরী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'ল্লেম।

(প্রহরীর প্রস্থান।)

উদয়। মহিষী! কি কি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে, আমাকে একবার দেখাবে চল দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিলাসবতীর গৃহ।

বিলাসবতী পর্য্যঙ্কোপরি অচেতনাবস্থায় শয়ন।

কমলার প্রবেশ।

কমলা। প্রাণসখি! কাল্ সকাল সকাল ঘুমুলে, আজ এখন উঠ্‌ছনা কেন? রাজকুমার গোলাপসিংহকে এনে ঘুম্‌ভাঙ্গাতে হবে নাকি? (ক্ষণেক পরে) উঠনা সখি? আজ যে তোমার বিয়ে। (ক্ষণেক পরে) ইস্! ভারি ঘুম্ যে? জেগে ঘুমুচ্চ নাকি? একবার পাশ ফিরে শোও। উঠনা? আজ তামাসার দিন নয়, আমাদের যে কত কাজকর্ম্ম আছে, তা আমরাই জানি। (ক্ষণেক পরে) সাড়া শব্দ নাই যে! রকম খানা কি! (গাত্র স্পর্শ করিয়া) একি! সহজ মানুষের ত এমত শরীর হয় না? সকলই মৃত্যু লক্ষণ দেখচি যে? (রোদন করিতে করিতে) প্রাণসখি! তোমার মনেমনেও কি এত ছিল।

মহেশ্বরীর প্রবেশ।

মহে। কমলে! রোদন ক'চ্চ কেন, কি হ'য়েচে?

কমলা। মাগো! তোমার বিলাসবতী কি হ'য়ে প'ড়ে

র'য়েছেন, দেখুন। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল গা। আমি গিয়ে মহারাজকে সংবাদ দি।

মহে। বিলাসবতী! তোর মনে মনে এই ছিল। (মূর্চ্ছা)

কমলা। সখি! একবার উঠে তোমার মাকে ডাক। (মহেশ্বরীর প্রতি) দেবী! দেবী! উঠুন, এসময়ে এমত হওয়া উচিত হ'চ্চে না, রাজনন্দিনীর কি হ'য়েছে একবার দেখে তার প্রতিকার করুন।

মহে। (মূর্চ্ছান্তে) বিলাসবতী! কি ক'ল্লি মা? তুই যে আমার সবে এক মাত্র কন্যা; তোর মুখচেয়েই আমরা জীবন ধারণ ক'রে আছি।

উদয়চাঁদের প্রবেশ।

মহারাজ! আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'য়েচে দেখুন, আর আমার জীবন ধারণে কিছুমাত্র ফল নাই, আমিও বিলাসবতীর শোকে প্রাণত্যাগ ক'রব। বিলাসবতী! তোমা বিনে আমাকে যে মা বলে, আমার এমন আর নাই; তুমি কেমন ক'রে আমাদের পরিত্যাগ ক'রে গেলে মা; তোমার শরীরে কি মায়া দয়া কিছুমাত্র নাই, জননী ব'লে কি একটু মমতা হ'ল না?

উদয়। প্রিয়ে! স্থির হও, কি হ'য়েছে আমি একবার দেখি। (বিলাসবতীর গাত্রে হস্ত দিয়া ও নেত্রপত্র উম্মিলন করিয়া)

হা বিধাতঃ! তোমার মনেও কি এত ছিল, রে কাল! আমাদের একমাত্র আশালতাকে তুমি কেমন ক'রে উচ্ছেদ ক'ল্লে; বিলাসবতী! আমাদের অন্তঃকরণে অসহ্য শোক প্রদান কর্‌বার জন্য কি তুমি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলে? তোমার শোক যে আমাদের কোনক্রমেই সহ্য হ'চ্চে না; এক তোমার অভাবে আমরা এ পৃথিবীকে শূন্য বোধ ক'চ্চি, বিশ্বসংসার আমাদিগের অন্ধকার বোধ হ'চ্চে। (ক্ষণেক পরে) আহা! বিলাসবতীকে লাভ কর্‌বার জন্য গোলাপসিংহ সমারোহ ক'রে আসবে, সে এ সর্ব্বনাশের বিষয় কিছুই জানে না।

সোমাচার্য্য ও গোলাপসিংহের প্রবেশ।

সোম। হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশও কি লোকের হয়, মহারাজ কোথা কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান ক'র্‌বেন, একি না অকালে কাল এসে সেই কন্যাকে গ্রাস ক'ল্লে? এ সন্তাপ কি রাখ্‌বার আর স্থান আছে? (গোলাপ সিংহের প্রতি) গোলাপসিংহ! তোমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য দেখ্‌ছি, তোমার অমূল্য-রত্ন লাভে ভগবান বিমুখ হ'লেন।

উদয়। রাজকুমার! তোমাকে যে আমার অসামান্যা লাবণ্যময়ী কন্যাকে সম্প্রদান ক'রব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে-ছিলাম, সর্ব্বাপহারী কাল গত রাত্রে আমার সেই পরম

স্নেহাস্পদা বিলাসবতীকে হরণ ক'রেছে; ঐ দেখ পর্য্যঙ্কো-পরি তার দেহ যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে র'য়েচে, আহা! যদিচ সে বর্ণ নাই, তথাচ মৃত্যুশয্যাকে যেন আলো ক'রে আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) রে কাল! তুমি আমাকেও গ্রহণ কর।

গোলাপ। আমার আর ক্ষণকাল জীবিত থাক্‌তে বাসনা নাই, আমার এই দণ্ডেই প্রাণ বিয়োগ হ'ক্, আমি বিলাসবতীকে লাভ ক'রব ব'লে স্বদেশ ও আত্মপরিজনগণকে পরিত্যাগ ক'রে কানোদে এসে আছি, তাতেও কি এমন সর্ব্বনাশ হ'তে হয়। রে নিষ্ঠুর কাল! তুমি তস্কর রূপে আমার অমূল্য-রত্নকে কেন হরণ ক'র্‌লে, আমার চিরকালের আশাকে কি এমনি ক'রেই বিনাশ ক'র্‌তে হয়? আহা! সম্প্রদান সূত্রে বিলাসবতীর করস্পর্শ সুখও অনুভব ক'র্‌তে পাল্লেম না।

মহে। দীননাথ! তুমি কি আমাদিগকে চিরসন্তাপ প্রদান কর্‌বার জন্যই আজ্ উদয় হ'য়েছিলে? কাল তোমার কি এই উচিত হ'ল? আমাকেও তুমি তোমার করাল কবলে কবলিত কর। আমার আর জীবন ধারণ ক'র্‌তে ইচ্ছা নাই; বিলাসবতীর চিতাশয্যার পূর্ব্বে আমিও প্রাণত্যাগ করি।

কমলা। হায়! হায়! আর বেঁচে সুখ কি, সখি আমার যে পথে গেলেন, এক্ষণে আমারও সেই পথে যাওয়া উচিত হ'য়েচে। বিধাতঃ! তোমাকে মিনতি করি, আমাকেও সেই পথে ল'য়ে যাও,—হা নিষ্ঠুর প্রাতঃস্মরণীয় দিবাকর! তোমাকে ধিক্! (ক্ষণেক পরে) সখি! প্রাণসখি! কোথায় গেলে, আমাকে তোমার কাছে ল'য়ে যাও, আমি আর এখন কার কাছে থাক্‌ব।

উদয়। বিলাসবতী! তোমাকে তিরস্কার ক'রেছিলুম ব'লে কি অভিমান ক'রে আমাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'রে গেলে? না—আর আমি তোমাকে কিছু ব'লব না, তুমি একবার এসে পিতা ব'লে ডেকে আমার হৃদয়কে শীতল কর।

সোম। মহারাজ! ধৈর্য্য ধরুন।

উদয়। ভগবন্! আমার আর ক্ষণকাল জীবিত থাক্‌তে ইচ্ছা নাই। আমি এই দণ্ডেই প্রাণ পরিত্যাগ ক'রব। আহা! বিলাসবতীর বিবাহের আয়োজন কি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য হ'য়েছিল? আনন্দজনক উৎসব শোকাবহ ব্যাপারে বিনিযুক্ত হ'ল? কোথা আমোদ প্রমোদের সঙ্গীত হবে, তা না হ'য়ে বিষাদের গীত চতুর্দ্দিক হ'তে শ্রুতিগোচর হ'চ্চে, মন্ত্রপাঠনার্থ পুরোহিত আগমন

ক'রবেন, এ কিনা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ঋত্বিক্ আস্তে হ'ল। হায়! হায়! আমার আর ক্ষণকাল প্রাণধারণ ক'ত্তে ইচ্ছা নাই (বক্ষে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া) রে প্রাণ! তুমি এখনি নির্গত হও।

সোম। মহারাজ! আপনি জ্ঞানী এবং বিবেচক হ'য়ে আপনার শোকে অভিভূত হওয়া কোনক্রমেই উচিত হয় না। সংসারের ব্যাপারই এইরূপ ভয়াবহ। ভগবান সংসারে যে এক মায়াকে বিস্তার ক'রে রেখেছেন, তাহা হ'তেই শোকের উদ্ভব হয়, একারণ সূক্ষ্মদর্শী মনুষ্যেরা সেই মায়াকে পরিত্যাগ ক'রে অপার আনন্দ লাভ ক'রে থাকেন। মহারাজ! আপনার কন্যার জন্য যে শোক তাহা সেই ভগবানেরই মায়া জানবেন। স্বপ্নযোগে যদ্যপি কোন ব্যক্তি রত্নলাভ করে, জাগরিত হ'লে তাহার অপ্রাপ্তে সে কি শোকে মুগ্ধ হয়? ভগবানের মায়াকেও সেই রূপ স্বপ্ন সম জ্ঞান করুন। পৃথিবীতে যাবদীয় প্রাণী ও পদার্থ দর্শন ক'রচেন, পরিণামে সকলেরই এই দশা হয়। আপনার বিলাসবতীর কথা কি ব'লব, কত শত ইন্দ্র ও রাজচক্রবর্ত্তীগণ বায়ুতে যে প্রকার প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ তাঁহারাও নিধন প্রাপ্ত হ'য়েছেন। যাঁহারা নক্র চক্র সঙ্কুল রত্নাকরকে শোষণ ক'ত্তে পারেন, করদ্বয় দ্বারা পর্ব্বতকে

চূর্ণ ক'র্‌তে পারেন, চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস ক'র্‌তে পারেন, কাল পরবশে তাঁহাদিগকেও শমন-সদনে গমন ক'রতে হয়। হে মহারাজ! ত্রিকুট পর্ব্বত যাঁহার দুর্গ, সমুদ্র পরিখা, যক্ষ ধনরক্ষক ও শুক্রাচার্য্য শাস্ত্রপ্রযোক্তা ছিলেন; কাল বশে এমন রাবণও নিধন প্রাপ্ত হ'য়েছে। হে কাশোদেশ্বর! কালপ্রাপ্তকালে যদি কেহ পাতালে, কি ইন্দ্রলোকে, কিম্বা সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া বাস করে, কি বিবিধ মন্ত্রৌষধি দ্বারা জীবিত থাক্‌তে ইচ্ছা করে, কিছুতেই সে রক্ষালাভ ক'র্‌তে পারে না। সংসারের গতিক দেখুন, একদিকে গুরুতর শোকে লোক রোদন ক'রে অভিভূত হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে, অপর দিকে কেহ অপার আনন্দ লাভ ক'রে নৃত্য ক'চ্চে। কোথাও অগ্রে পুত্রের প্রাণ বিয়োগ হ'চ্চে, কোথাও পিতা পুত্রকে রাখিয়া পরলোক-গামী হ'চ্চেন; তাহাতে কালের কিছুমাত্র নিয়ম নাই, কেবল নিয়তই তাহার হেতু জান্‌তে হবে। লোকে বলে, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার পরজন; সে সকলই মিথ্যা, কেবল ক্ষণকালের জন্য জীবনের সমাগম মাত্র। মহারাজ! আপনাকে অধিক আর কি ব'ল্‌ব, আপনি সকলই জানেন। আপনার শোকে অভিভূত হওয়া উচিত হয় না।

উদয়। ভগবন্! এ কি অল্প দুঃখ? আমার কেবল

একটীমাত্র কন্যা, অপর পুত্র কন্যা কিছুমাত্র নাই, সেই কন্যার পরিণয় সম্পাদনের জন্য কাণোদ নগর উৎসবময় হ'য়েছিল, আহা! বিনা ব্যাধিতে শমন আমার সেই কন্যা-রত্নকে হরণ ক'ল্লে, এ শোক কি সাংসারিক ব্যক্তিতে সহ্য ক'র্‌তে পারে?

সোম। সকলই ঈশ্বরাধীন কার্য্য, তিনি কৃপাদৃষ্টিপাত ক'রলে এই বিলাসবতী পুনর্ব্বার জীবন লাভ ক'ত্তে পারে।

উদয়। ভগবন্! বিলাসবতীর জীবন লাভের কি কোন-রূপ উপায় আছে?

সোম। বিশেষ কোন উপায় নাই, তবে বিনা ব্যাধিতে মৃত্যু হ'য়েছে, সত্বরেই অগ্নিদ্বারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু সর্পদংশনে এবং বিষপানে এই প্রকার লক্ষণ হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবন লাভ ক'রে থাকে। অপর যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে উপদেব আক্রমণ ক'র্‌লেও এইরূপ অবস্থা হয়, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ জীবন লাভ ক'রে থাকে। এ কারণ বিলাসবতীকে দুই তিন দিবস পবিত্র নদীর তীরে জল-বায়ু সেবনের জন্য শ্মশানগৃহে নির্জ্জনে রাখা কর্ত্তব্য। ভগবান্ যদি কৃপাদৃষ্টি-পাত করেন, তা হ'লে অনায়াসেই শোক হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'র্‌তে পারবেন।

উদয়। আপনার আজ্ঞা অমোঘ হ'ক, আমার এক ঐ শ্রীচরণই ভরসা। এক্ষণে বিলাসবতীকে শ্মশানগৃহে দ্বাররুদ্ধ ক'রে রাখা যাক্।

সোম। (স্বগত) এক্ষণে আর আমার কালবিলম্ব করা উচিত হয় না, এক জন বিশ্বস্ত শিষ্যকে অজয়সিংহের নিকট প্রেরণ করি গিয়ে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনাদের আর এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নয়, স্বস্থানে গমন করুন, এক্ষণে আমিও আসি।

[সোমাচার্য্য প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিকিৎসালয়ের সম্মুখস্থ—বরমসরের গ্রাম্যপথ।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। (স্বগত) গত রাত্রে কি আশ্চর্য্যই স্বপ্ন দেখেছি, পরমাত্মা আমার হৃদয় আসনে বিরাজ ক'চ্চেন, আমি তাহাতে অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্ত হ'য়ে আছি, তার ক্ষণেক পরেই আমার মৃত্যু হ'ল, সেই সময় আমার পরম-প্রণয়িনী বিলাসবতী শোকাতুরা হ'য়ে এসে আমার মৃত্যুদেহে পতিতা হ'বামাত্র আমি জীবিত হ'লেম, তৎপরে আমি যেন সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধিপতির অপেক্ষাও সুখ অনুভব ক'রেছিলাম। আহা! যদি আমার নিদ্রা ভঙ্গ না হ'ত, তা হ'লে স্বপ্নযোগে আরো কত সুখ অনুভব ক'রতে পারতেম।

শুকমলের প্রবেশ।

শুকমল! অগ্রে বিলাসবতীর শুভ সংবাদ বল, আমার পরম হিতৈষী ভগবান্ সোমাচার্য্য ও জনক-জননী ত কুশলে আছেন?

শুক। যুবরাজ! সোমাচার্য্য সর্ব্বতোমতে কুশলে আছেন, আপনার জনক-জননীর আপনার জন্য মনোকষ্ট ব্যতীত সমস্ত মঙ্গল।

অজয়। শুকমল! অগ্রে তোমাকে আমি কি জিজ্ঞাসা ক'রেছি তাহার যে কোন শুভ সংবাদ ব'ল্‌চ না?

শুক। (নিরব)

অজয়। নিরব হ'য়ে রইলে যে? (ক্ষণেক পরে) শুকমল! আমার বিলাসবতী ত ভাল আছে? (ক্ষণেক পরে) তুমি আমার কথার যে কোন উত্তর দিচ্চ না?

শুক। যুবরাজ! বিলাসবতী চন্দ্রবংশীয়ের কন্যা; চন্দ্রবংশ আপনার পরম শত্রু; সেই বিলাসবতীর উপর আপনার এত অনুরক্ত হওয়াই অনুচিত হ'য়েছিল; বিবেচনা ক'রে দেখুন, আপনার যে নির্ব্বাসনের অনুমতি হ'য়েছে, তাহারও মূলকারণ সেই বিলাসবতী; প্রার্থনা করি, বিলাসবতীর প্রতি আপনার যে প্রেমানুরাগ আছে, তাহা পরিত্যাগ করুন।

অজয়। শুকমল! এমত মর্ম্মচ্ছেদক বাক্য ব'লে আমার অপ্রিয় হ'চ্চ কেন? আমি কেবল এক বিলাসবতীর জন্য জীবন ধারণ ক'রে আছি, এ তুমি জান?

শুক। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোদন)

অজয়। শুকমল! কি হ'য়েছে আমাকে সত্বরেই বল?

শুক। যুবরাজ! আপনাকে সে কথা ব'ল্‌তে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে। (নিরব)

অজয়। তুমি তাহা প্রকাশ ক'রে না ব'ল্লে, আমি এই দণ্ডেই প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌ব।

শুক। হায়! হায়! যুবরাজ! আপনাকে সে নিদারুণ কথা কি ক'রেই বলি? যে বিলাসবতী রাজ-সদনে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন ক'রে থাক্‌তেন, সেই বিলাসবতী চন্দ্র-বংশীয়দের শ্মশানগৃহে মহা-শয়ন ক'রে, মহানিদ্রায় অভিভূতা হ'য়ে আছেন। আমি তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রে, দ্রুতপদে আগমন ক'রেছি; আসিবার কালীন ভগবান্ সোমাচার্য্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

অজয়। (ভূমিতে বসিয়া) তবে আর এ জগৎ থাকায় প্রয়োজন কি? পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাগণ আদি উচ্ছন্ন যাক্; এ জগৎ ভ্রান্তির মূলাধার, সকলিই নাট্যখেলা সম, এখনি উচ্ছন্ন যাক্ (উঠিয়া) বিলাসবতী! তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেলে? আমিও নিশ্চয় তোমার পশ্চাদ্গামী হব, ক্ষণকালও বিলম্ব ক'র্‌ব না। (শুকমলের প্রতি) শুকমল! আমি এখন যে বাড়িতে থাকি, তুমি তথায় গমন

ক'রে আমার জন্য সত্বরেই একটা সুসজ্জিত ঘোটক আনয়ন কর; আমি অগৌনেই কাণোদের শ্মশান ভূমিতে গমন ক'রে প্রিয়সীর দর্শনলাভ ক'র্‌ব।

শুক। যুবরাজ! ধৈর্য্য ধরুন, আপনি যেরূপ অধৈর্য্য হ'য়েচেন, এ অবস্থায় আপনাকে একক রেখে আমি কোন-ক্রমেই গমন ক'র্‌তে পারিনে।

অজয়। আমি অধৈর্য্য হইনে, তুমি সত্বরে ঘোটক আন-য়ন না ক'ল্লে, আমি তোমার উপর রুষ্ট বই তুষ্ট হব না।

শুক। যে আজ্ঞে।

(শুকমলের প্রস্থান।)

অজয়। বিলাসবতী! আর আমি তোমার চন্দ্রানন নিঃসৃত সুধামিশ্রিত সুকোমল বাক্য শুন্‌তে পাব না, আর আমি তোমার মরাল নিন্দিত গমনের ভাব ভঙ্গি দেখ্‌তে পাব না, আর আমি তোমার চিত্ত-প্রফুল্লকর মধুর মৃদু হাস্য দর্শন ক'র্‌তে পাব না, একি আমার অল্প দুঃখ,—না অল্প দুর্ভাগ্য? বিধাতঃ! তোমার অন্তরে কি দয়া মায়া বিন্দুমাত্র নাই? তুমি অনিন্দিতা নবীন ললনার অদৃষ্টে কেমন ক'রে এমত অকালমৃত্যু লিখ্‌লে? তোমার সৃষ্টি সত্বরেই প্রজ্জ্ব-লিত হ'য়ে যাক্, এক্ষণে তাহ'লেই আমি মঙ্গল অনুভব করি। (ক্ষণেক নিরব হইয়া) আহা! প্রিয়সীর সঙ্গে প্রথমবার

সেই কাণোদবাসীদের ভোজের রাত্রে সমাজগৃহে সন্দর্শন,— দ্বিতীয়বার উদ্যানের বাতায়নের সন্নিকটে কথোপকথন,— তৃতীয়বার সোমাচার্য্যাশ্রমে পরিণয়কার্য্য সাধন,—এবং চতুর্থবার আসিবার কালীন বিদায় গ্রহণ, ইহা আমার অন্তরে জাগরূক র'য়েছে। হায়! হায়! এ কি হ'ল, আমার মনের অভিলাষ কি মনে মনেই রইল? মনে ক'রেছিলেম ভবিষ্যতে প্রিয়সীর মিলনলাভ ক'রে পরম সুখ অনুভব ক'র্‌ব; তজ্জন্যই আমার জীবিত থাকা, নতুবা আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন ছিল? (ক্ষণেক পরে) বিলাসবতী! কেন তুমি এমন নিষ্ঠুরা হ'লে? কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেলে? অপেক্ষা কর, আমিও তোমার পশ্চাতে যাচ্চি; আমি সত্বরেই কালকূট বিষপান ক'রে তোমার মৃত্যুদেহের পার্শ্বে গিয়ে শয়ন ক'র্‌ব, তাহাতে আমার মৃত্যু হ'লেও আনন্দের পরিসীমা থাক্‌বে না। (ক্ষণেক পরে) শুনেছি, এই স্থানে এক জন চিকিৎসক বাস ক'রে, (চারিদিক দেখিয়া) কাহাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেম। (ক্ষণেক পরে) একবার ডেকে দেখি, ওগো! চিকিৎসক মহাশয়!

নেপথ্যে। কে গা।

অজয়। একবার এদিকে আসুন।

চিকিৎসকের প্রবেশ।

চিকি। (অজয়ের প্রতি) আমাকে কি আপনি ডাক্‌চেন?

অজয়। আমিই আপনাকে ডেকেছি।

চিকি। কি বলুন?

অজয়। আমার কিঞ্চিৎ কালকূট বিষের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়েছে, আপনার কাছে কি আছে?

চিকি। আমার নিকটে অতি উৎকৃষ্ট বিষই আছে, তা আপনি ত পেতে পারেন না। আমাদের এ দেশে বিষ বিক্রয়ের আদেশ নাই, যে ব্যক্তি এই জঘন্য ব্যবসাই, ব্যবস্থানুসারে রাজা তাহাকে দণ্ড প্রদান ক'রে থাকেন।

অজয়। (স্বগত) এ ব্যক্তির দরিদ্র দশা দেখ্‌চি, অর্থলোভ দেখালে অনায়াসেই আমাকে বিষ বিক্রয় ক'র্‌তে পারে। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাকে বিষ বিক্রয় ক'র্‌লে আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হবে না, (৪০টী টাকা চিকিৎসকের হস্তে প্রদান করিয়া) আপনি একছটাক বিষ আমাকে সত্বরেই প্রদান করুন।

চিকি। (ক্ষণেক নিরব হইয়া) তাই ত! তাই ত! আপনি অন্যায় কথা ব'ল্‌চেন। আপনি ভদ্রলোক, আপনার কথা এড়ান—

অজয়। আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, আপনি আর কালবিলম্ব ক'র্‌বেন না।

চিকি। তাই ত গা।

(নেপথ্যে প্রস্থান এবং কাংচপাত্রে বিষ লইয়া প্রবেশ ও অজয়ের হস্তে প্রদান করিয়া পুনঃ প্রস্থান।)

অজয়। (স্বগত) অর্থই বিষ, অর্থের দ্বারাই বিষ লাভ ক'র্‌লেম। (বিষপূর্ণ পাত্রের প্রতি) দেখ কালকূট! এক্ষণে তোমাকে আমি অমৃত সম অনুভব ক'চ্চি, যেহেতু আমার দেহস্থিত অসহ্য যন্ত্রণা তুমিই নিবারণ ক'র্‌বে। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) শুকমল ঘোটক লয়ে এখনও আস্‌চে না কেন? আর বিলম্ব করা নয়, একটু অগ্রগামী হ'য়ে দেখি।

(অজয়ের প্রস্থান।)

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোমাচার্য্যের আশ্রম।

সোমাচার্য্য আসীন।

বাচস্পতির প্রবেশ।

বাচ। প্রভো! প্রণাম হই।

সোম। বাচস্পতি! বরমসরের মঙ্গল সংবাদ ত? অজয়সিংহ কি কোন লিপি প্রেরণ ক'রেছেন?

বাচ। মহাশয়! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি অজয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ ক'ত্তে পারি নাই। কখন সে দেশে যাওয়া নাই, পথ ঘাট কোনক্রমেই চিন্তে পাল্লেম না, অমনি ফিরে আসা হ'য়েছে।

সোম। বল কি হে? আশ্চর্য্য ক'র্লে যে? কত দিক্‌দিগান্তরে লোক যাচ্চে, তুমি বরমসরে যেতে পথ থেকে ফিরে এলে? চিটীখানা ত পাঠান হ'য়েছে?

বাচ। তা আর পাঠাতে পাল্লেম কই? কোন ঠিকা-নাই ক'র্‌তে পারিনে, যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কেহই কিছু

ব'লতে পারে না। চিঠিখানাও ফিরে এনেচি। এই নিন। (চিটী প্রদান)

সোম। বেশ্! তুমি খুব কাজের লোক দেখ্‌চি ? হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশও ক'রলে ? আমাকে যদি পূর্ব্বে ব'ল্‌তে যে " আমার দ্বারা এ কার্য্য হবে না " তা'হলে আমি অন্য উপায় ক'ত্তেম। (স্বগত) হায়! হায়! অজয়ের কি কপাল মন্দ, বিলাসবতীর কি পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা, আর আমা-কেও ধিক! যে আমি আশ্রমবাসী হ'য়ে নায়ক-নায়িকার গোপনীয় প্রণয়ে আচার্য্যের কার্য্য ক'রেছি। (বাচস্পতির প্রতি) দেখ বাচস্পতি! এ লিপিখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে অজয়ের নিকটে প্রেরণ ক'ত্তে হবে, তুমি একজন বিশেষ বলিষ্ঠ ও পরোপকারী ব্যক্তিকে সত্বরেই আমার নিকট আনয়ন কর, আমিই তাহাকে বর-মসরের পথের উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করি।

বাচ। যে আজ্ঞে। (স্বগত) আমি অনেক চেষ্টা ক'রে যেতে পারিনে, অন্য আর কে পার্‌বে।

(বাচস্পতির প্রস্থান।)

সোম। (স্বগত) কি বিপদ্! এক্ষণে আমাকে সত্বরেই সেই শ্মশানস্থিত গৃহে গমন ক'র্‌তে হ'চ্চে, যেহেতু আর সাত আট দণ্ডের পরেই বিলাসবতী চেতন লাভ ক'র্‌বে;

তৎকালে অজয়সিংহকে দর্শন না ক'র্লে, নিশ্চয়ই অনুভব ক'র্বে, যে আমি তাকে প্রতারণা ক'রেচি, তাহ'লে সহজেই তাঁর তিরস্কারের পাত্রী হ'তে হবে। এক্ষণে এক জনকে বরনগরে প্রেরণ ক'রে যাবৎ না অজয়সিংহ আগমন ক'র্চেন তাবৎকাল বিলাসবতীকে আমার আশ্রমে এনে রাখি। আহা! নিরপরাধিনী বালিকার ভাগ্যে বিধাতা এত দুঃখও লিখেছিলেন, রাজনন্দিনী হ'য়ে শ্মশানগৃহে মৃত্যু-দেহীদিগের সহিত এক শয্যায় শয়ন ক'র্তে হ'ল? আর বিলম্ব করা নয়। বাচস্পতিও যে সেই পথে গেল দেখ্চি, আপনি এক জন লোক অন্বেষণ ক'রে পাঠাই।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ শ্মশানভূমি।

চন্দ্রবংশীয়দের আসন্নকালোচিত সদনে অচৈতন্যাবস্থায় বিলাসবতীর শয়ন।

পুষ্পমালা ও মশাল হস্তে ভৃত্যসহ গোলাপসিংহের প্রবেশ।

গোলাপ। (স্বগত) ভৃত্যটাকে নিকটে রাখা উচিত হয় না, উহাকে একটু অন্তরে যেতে বলি (প্রকাশ্যে) ওরে! মশালটা আর ফুলের মালা আমাকে দিয়ে তুই ঐ দেবদারু গাছের তলায় গিয়ে গুপ্তভাবে ব'সে থাক্, কেহ যদি এদিকে এসে, তাহ'লে শিস্ দিয়ে আমাকে সতর্ক ক'রে দিস্, বুঝ্লি তো?—যা এখন যা।

ভৃত্য। (স্বগত) এত রাত্রে কি শ্মশানে একলা অতটা তফাতে গিয়ে থাকা যায়? আমি এই খানেই দাঁড়াতে পাচ্চিনি, ও—বাবা! ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্চে, লোকে কথায় বলে "চাকুরি ঝক্মারি" আজ অদৃষ্টে যে কি আছে, তা ব'ল্‌তে পারিনে। আর ভাব্‌লে কি হবে যাওয়া যাক্।

(অন্তরালে প্রস্থান।)

গোলাপ। (মালা হস্তে ধরিয়া) মাল্য! তোমারও আমার মতন হতভাগ্য, নতুবা প্রিয়ার কমনীয় কমল অঙ্গে স্থান প্রাপ্ত হ'লে না। (বিলাসবতীর দিকে চাহিয়া) প্রিয়ে! যে বরমাল্য তোমার বিবাহের জন্য আনা হ'য়েছিল, এক্ষণে সেই মাল্য তোমার মৃত্যু দেহে প্রদান ক'রে মনের ক্ষোভ দূর করি; না! এখন আর আমি ততদূর সাহস ক'ত্তে পাচ্চিনে; যেহেতু তোমার পরলোক প্রাপ্তি হ'য়েচে,— এখন তুমি স্বর্গীয় দেবী হ'য়েছ। মিনতি করি, প্রিয়ে! আমি তোমার নিতান্ত অনুগত, এই আমার শেষ দান, যদ্যপি কৃপা ক'রে গ্রহণ কর, তা হ'লে চরিতার্থ হই।

(নেপথ্যে শিস্।)

(চমকিত ভাবে) এ কি! কে আস্‌চে নাকি? বোধ হয় সেই জন্যই ভৃত্য শিস্ দিচ্চে। কি আপদ! এমন সময়ে কোন্ দুরাত্মা আমার বিঘ্ন ক'র্‌তে এল; (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) একটা মশাল নিয়ে আস্‌চে দেখ্‌চি যে, একটু সরে দাঁড়াই। (গোলাপসিংহ শ্মশানগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তরালে লুক্কাইত।)

শুকমল এক হস্তে শাবল অপর হস্তে মশাল লইয়া অজয়সিংহের সহ প্রবেশ।

অজয়। শুকমল! শ্মশান গৃহের দ্বার রুদ্ধ দেখ্‌চি,

শাবলখানা এনে বড় ভাল কাজ হ'য়েছে। অগ্রে আমাকে শাবল খানা ও মশাল প্রদান কর।

শুক। (শুকমলের শাবল ও মশাল প্রদান।)

অজয়। (চিটি একখানি বাহির করিয়া) দেখ শুকমল! এই লিপিখানা তুমি কল্য প্রাতেই সোমাচার্য্য মহাশয়কে প্রদান ক'র্‌বে। (লিপি প্রদান করিয়া) দেখ, তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব'লেই এস্থানে তোমাকে আমার সঙ্গে এনেছি, আর আমি যে কেবল প্রিয়সীর চন্দ্রানন দর্শন মানসে এসেছি, তাহাও নহে, আমার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য এই, বিলাসবতীর হস্তের অঙ্গুলীতে একটী অপূর্ব্ব মণিময় অঙ্গুরী আছে, তাহার গুণও অল্প নহে, প্রথমতঃ সেই অঙ্গুরীটী আমাকে হস্তগত ক'র্ত্তে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমার কএকটী বিশেষ গোপনীয় কার্য্য আছে, তাহা সাধনার্থে আমি যে যে ব্যবহার ক'রব, তাহা শুভই হ'ক্, কি অশুভই হ'ক্, তুমি তাহাতে কোন বিষয়ে বাধা দিও না, এবং ভবিষ্যতে তদ্বিষয় কাহার নিকটে প্রকাশও ক'র না। আর একটা কথা তোমাকে বলি, আমি এখন বন্যপশু অপেক্ষাও ভয়ানক উন্মত্ত হ'য়েচি, ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রা-পেক্ষাও উত্তেজিত হ'য়েচি, শোকে আমার শরীর অভীভূত হ'য়েচে, এখন আমার মন যে কি হ'য়েছে, তা ব'লে জানাতে

পারিনে; কিয়ৎকালের জন্য তুমি কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়ে অবস্থিতি কর। আর আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌চি, আমি যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হব, তাহাতে তুমি কোনক্রমেই বাধা দিওনা, যদ্যপি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর তাহ'লে নিশ্চয়ই জান্‌বে, যে আমি তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে এই শ্মশানভূমিতে নিক্ষেপ ক'রব। এক্ষণে সত্বরেই তুমি আমার দৃষ্টিপথের অন্তরে গমন কর।

শুক। যে আজ্ঞে, আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌চি, আপনার বাক্য আমি সর্ব্বতমতেই রক্ষা ক'র্‌ব। প্রার্থনা করি, আপনি শুভ বিষয়েই সত্বর হ'ন।

অজয়। শুকমল! তোমার কৃতজ্ঞতায় আমি বাধিত হ'লেম, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, এক্ষণে প্রস্থান কর।

শুক। (স্বগত) রাজকুমারের কথা বার্ত্তা শুনে ও আকৃতি দেখে আমার ভাল বোধ হ'চ্চে না, ওঁকে পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া আমার কোনক্রমেই উচিত হয় না, কি করেন অন্তরাল থেকে আমাকে দেখ্‌তে হবে।

(শুকমলের অন্তরালে অবস্থিতি ও নিদ্রা।)

অজয়। (স্বগত) প্রেতভূমি! তুই ঘৃণিতা রাক্ষসী ও পিশাচীর অপেক্ষাও ভয়ানকা, করাল কৃতান্ত তোর গর্ভস্থলে বাস ক'র্‌চে, তুই আকণ্ঠ পূর্ণ শবাহার ক'রেও অবশেষে

আমার কণ্ঠরত্ন পৃথিবীর অমূল্য নিধি বিলাসবতীকে কেন গ্রাস ক'র্‌লি? তুই কি মনে ক'রেচিস্ আমার দেহের জীবন প্রেয়সীকে লুক্কায়িত ক'রে রাখ্‌বি? তা তুই কোন-ক্রমেই পার্‌বিনে, আমি কুঠার দ্বারা তোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে নিশ্চয়ই ধ্বংস ক'র্‌ব। (শাবল দ্বারা শ্মশানগৃহের দ্বার ভঙ্গ করিতে করিতে) প্রেতভূমি! যদি তোর জঠরানল এখনও নিবৃত্ত না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই দণ্ডেই অনেক খাদ্য উপহারে নিশ্চয়ই তোর ক্ষুধা দূরীভূত হবে।

(গোলাপসিংহ অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া অজয়সিংহকে দৃষ্টি করতঃ)

গোলাপ। (স্বগত) এই ঘোর তামসি নিশায় কে একাকি এসে এই শ্মশান মন্দিরে উৎপাত ক'চ্চে? কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীর লোক কেহই জাগ্রত নাই, এমন সময়ে এ শ্মশান-ভূমিতে কে এসে উপস্থিত হ'ল। (ক্ষণেক চিন্তার পর) ভাল দৃষ্টি হ'চ্চে না,—কিন্তু বোধ হ'চ্চে পলাতক দুরাচার অজয়সিংহই হবে। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ঘন ঘন দৃষ্টি করতঃ) সেই বটে; ঐ নৃশংসই আমার এই বিপদের মূল, ঐ আমার প্রণয়িনীর স্নেহান্বিত ভ্রাতাকে হত্যা করায় সেই শোকেই প্রেয়সীর মৃত্যু হ'য়েছে।

আহা! ঐ রক্ত-পিপাসু পিশাচের কি এখনও ক্ষোভ শান্তি হয় নি? প্রেতভূমিতে মৃত্যুদেহের উপর আবার কি অনিষ্ট ক'র্‌তে এল? আমি অবশ্যই ইহাকে প্রতিফল প্রদান ক'র্‌ব। (অগ্রসর হইয়া অজয়সিংহের প্রতি প্রকাশ্যে) রে সূর্য্যবংশীয় কুলাঙ্গার! রে দুরাত্মন্! রে নরহত্যাকারী পলাতক! তুই পুনর্ব্বার কি অনিষ্ট ক'র্‌তে এ প্রেত-ভূমিতে আগমন ক'রেচিস্ বল্ দেখি? প্রতাপচাঁদকে হত্যা ক'রেও কি তোর মনের প্রীতি জন্মায় নি? রে পিশাচ! রে নরাধম! রে পাষণ্ড! জানিস্, সম্রাট তোর নির্ব্বাসনের অনুমতি প্রদান ক'রেছেন, আমি এই দণ্ডেই তোকে ধৃত ক'রে দ্বীপান্তরে কি যমালয়ে প্রেরণ ক'র্‌তে পারি, তা আর ক'র্‌ব না, তোকে ক্ষমা ক'চ্চি, তুই এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন পূর্ব্বক আপন জীবন রক্ষা কর্।

অজয়। এ প্রেতভূমিতে আমি মৃত্যু ইচ্ছা ক'রেই আগমন ক'রেছি, আপনাকে বিনয় ক'রে ব'ল্‌চি, আমার উদ্দেশ্য সাধনের সময়ে আপনি বিঘ্ন উপস্থিত ক'রবেন না; এক্ষণে আপনি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে গমন করুন।

গোলাপ। অজয়! আমি পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌চি, তুমি এস্থান পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন কর, নতুবা তুমি রক্ষালাভ ক'র্‌তে পারবে না।

অজয়। দেখ, প্রতাপচাঁদ যে আমার ভুজবলদ্বারা বিনষ্ট হ'য়েছে, তাহা তুমি জেনে আমাকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত ক'র্‌চ কেন? নিরব হও, আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত হ'লে, তোমার আর রক্ষা থাক্‌বে না, এবং আমাকেও পুনর্ব্বার নরহত্যা পাপভার বহন ক'র্‌তে হবে। আমি এ প্রেতভূমিতে কোন প্রাণীর অনিষ্ট ক'র্‌তে আগমন করি নাই, এক্ষণে আমার আপন জীবনাপেক্ষা তোমার জীবনকে মূল্যবান্ জ্ঞান ক'চ্চি, তুমি তোমার জীবন রক্ষা ক'রে পলায়ন কর। আমার সমভিব্যাহারে যে অস্ত্র দর্শন ক'চ্চ, ইহা অন্য প্রাণীর জীবন নষ্টের জন্য আনা হয় নাই, আপনার জীবনের পরিচয় দেবার জন্যই আনা হ'য়েছে। আমার মনের যে উদ্দেশ্য, তাহা তোমাকে একপ্রকার প্রকাশ ক'রেই ব'ল্লেম, এক্ষণে তুমি এস্থান পরিত্যাগ কর, এবং চিরকালের জন্য স্মরণ রেখ, যে এক জন উন্মত্তের হস্তে শ্মশানভূমিতে তোমার জীবন রক্ষা হ'য়েছে।

গোলাপ। ওরে! আমি তোর কোন কথা আর শুন্‌তে চাইনে, যদি বাঁচ্‌তে ইচ্ছা থাকে, তবে প্রাণ লয়ে পলায়ন কর্।

অজয়। হতভাগ্য! আমি মনে ক'রেছিলাম, যে তোকে বধ ক'রব না, কিন্তু তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, আপনার জীবন নষ্ট ক'র্ত্তে আপনিই উদ্যোগী হ'লি; তবে আর তোকে রক্ষা ক'র্ত্তে নাই (অসী গ্রহণ করিয়া) আয়, সমরে প্রবৃত্ত হ।

গোলাপ। আয়রে পামর। (উভয়ের অসি যুদ্ধ।)

গোলাপসিংহের ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। (দৌড়িয়া আসিতে আসিতে।) কিসের শব্দ হ'চ্ছে, কিসের শব্দ,—(পরে যুদ্ধ দেখিয়া) ও বাবারে!! এখানে যে দুজনে কাটাকাটি ক'চ্চে, আমি এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে শীঘ্র নগরপালকে খবর দি।

(বেগে প্রস্থান।)

অজয়। (গোলাপসিংহকে অসির আঘাত করিয়া) এই ত তোর দফা শেষ হ'ল। প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গেরা যেমত স্বইচ্ছায় এসে জীবন ত্যাগ করে, তোর তাই হ'ল।

গোলাপ। (ভূমিতে পড়িয়া) আমি মলেম। আপনি যদি দয়া ক'রে বি-লাস-বতীর নিক-ট লয়ে—(মৃত্যু।)

অজয়। বুঝেছি, (স্বগত) আমি যে কাকে বধ ক'ল্লেম এখন আমার সে জ্ঞান হয় নাই, ব্যক্তিটা কে দেখ্‌তে হ'ল। (মশাল লইয়া মুখ দর্শন করত) আ! হা! হা! কি কাজ ক'ল্লেম! এ যে আমারই প্রিয়বয়স্য বীরসেনের বন্ধু গোলাপসিংহ। অবশেষে একেও বধ ক'ত্তে হ'ল? হা বিধাত! তোমার মনেও কি এত ছিল। হায়! হায়!—আমার ভৃত্য তখন কি ব'ল্‌ছিল, তা স্মরণ হ'চ্চে না, তখন নাকি অন্যমনস্কে

আস্‌ছিলাম্ তাই সে কথায় কান দিইনি;—কিন্তু আমার বোধ হ'চ্চে, সে যেন ব'ল্লে,—"গোলাপসিংহ বিলাসবতীকে বিবাহ ক'রেছে;"—এও কি সম্ভব? না! তা কখনই নয়,—তবে কি আমি সপ্ন দেখ্‌ছিলেম,—আর সপ্নইবা কি ক'রে বলি?—হয়ত—বিলাসবতীর কোন কথা ব'ল্‌ছিল, আমি তা বিপরীত বুঝেছিলাম;—আমার বোধ হয় এইটিই যথার্থ; যাই হ'ক, গোলাপসিংহকে হত্যা ক'রে অত্যন্ত অসৎকার্য্য ক'রেছি; আগে বিবেচনা না ক'রে ভাল করিনি, (মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া) গোলাপসিংহ! তুমি কি যথার্থই বিলাসবতীর প্রণয় ভাজন ছিলে? তা যদি হও, তবে তোমার হস্ত আমার হস্তে সংমিলিত ক'রে অঙ্গীকার কর, তাহ'লে আমি তোমাকে অবশ্যই এই শ্মশান গৃহে বিলাসবতীর পার্শ্বে এক শয্যায় শয়ন করাব—না, না, এখন উহা শ্মশান গৃহ নয়, উহা একটি উজ্জ্বল দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হ'চ্চে, যেহেতু প্রিয়তমা বিলাসবতীর অসামান্য সৌন্দর্য্য দ্বারা উহা সুন্দর দেব-মন্দির স্বরূপ হ'য়েছে।—গোলাপসিংহের মৃতদেহ বিলাসবতীর সহিত এক শয্যাতে শয়ন করান উচিত নহে, তবে ইহা উহার সম্মুখে লয়ে রাখি।

(গোলাপসিংহের মৃত দেহ লইয়া শ্মশান গৃহের ভিতরে রাখিয়া।)

প্রিয়ে! আমি যেরূপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তোমার বর-

মাল্য গ্রহণ ক'রেছি, তুমিও তদনুসারে আমাকে স্বামিত্বে বরণ ক'রেছ; তুমি যে বিশুদ্ধা পতিব্রতা, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। গোলাপসিংহের তোমার প্রতি বিশেষ প্রেমানুরাগ দেখ্‌লেম, ইহা অসম্ভব নহে; যেহেতু কোন রাজা ব'লেছিলেন, "যাং চিন্তয়ামি ময়ী সা বিরক্তা" প্রিয়ে! গোলাপসিংহের মৃত্যুকালের অভিলাষ পূরণার্থে আমি তাহার মৃত্যু দেহটি তোমার নিকটে এনেছি, হে পতিপরায়ণে! তুমি আমার এ অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বে। (ক্ষণেকপরে) আহা! চরম সময়ে মন আমার কি আনন্দিত হ'য়েছে; অনেকে বলে মৃত্যুকালীন চিত্ত দুঃখিত হয়, কিন্তু আমার ত দুঃখ কিছুই অনুভব হ'চ্চে না; (বিলাস-বতীর নিকটে গিয়া) প্রিয়ে! কণ্ঠরত্ন! যদিও করাল কৃতান্ত তোমার ও মুখ কমলের মধু শুষ্ক ক'রেচে, তথাপি তোমার সৌন্দর্য্যের শ্রী কিছুতেই ভ্রষ্ট ক'র্ত্তে পারেনি। (প্রতাপ চাঁদের উদ্দেশে) প্রতাপচাঁদ! তুমি রক্তান্বিত কলেবরে কাণো-দস্থ উদ্যানে বীরশয্যায় শয়ন ক'রেছিলে। আমি তোমাকে হত্যা ক'রে বিশেষ দুষ্কর্ম্ম ক'রেছি; জ্ঞানতঃ নরহত্যা, তৎপর আমি নির্ব্বাসিত হ'তে বিলাসবতীরও আমার জন্য প্রাণ বিয়োগ হ'য়েছে; এ স্ত্রীহত্যা পাপের ভারও আমাকে বহন ক'র্‌তে হবে। তুমি ক্ষত্রিয়

ধর্ম্মানুসারে সমরে প্রাণত্যাগ ক'রে স্বর্গলাভ ক'রেছ, এ কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে যদ্যপি এ সময়ে আমার দ্বারা তোমার কোন কার্য্য করিতে বাসনা থাকে, আমাকে অনুমতি কর, আমি তদ্বিষয়ে প্রস্তুত আছি। (ক্ষণেক নিরব হইয়া) তোমার কি সাহায্য ক'রব বল, (ক্ষণেক পরে) মিনতি করি অপরাধ ক্ষমা কর। ভ্রাত! যে হস্তে তোমার যৌবনাবস্থা দ্বিভাগ হ'য়েছে, সেই কলুষিত হস্তে তোমার শত্রুও এখনি নিপাত হবে। (পুনরায় বিলাসবতীর নিকট গিয়া) বিলাসবতী! কৃতান্ত এখনও তোমার কান্তির শোভাকে পরাজয় ক'ত্তে পারেনি, হা হৃদয়বল্লভে! এখনও কেন তুমি সুশ্রী র'য়েচ? বোধ করি নিষ্ঠুর যম তোমার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে প্রেম আলাপন আশে তোমাকে এই গভীর অন্ধকারে এনে রেখেচে? রে যম! তোমাকে না লোকে ধর্ম্ম বলে, পতিব্রতার পাতিব্রত্য ভঙ্গ ক'র্তে তুমি কি শঙ্কিত হ'চ্চনা? তোমার স্বভাব আমি বিলক্ষণ জানি, স্বয়ম্বর সভায় তুমি নলের রূপ ধারণ ক'রে দময়ন্তীর পাতিব্রত্য নষ্ট ক'রতে ইচ্ছুক হ'য়েছিলে, আপন বিমাতা ছায়াকেও পদাঘাত ক'র্তে গিয়াছিলে, তোমার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই; যখন তুমি আমার দেহের জীবনরূপা বিলাসবতীকে হরণ ক'রেছ, তখন আমি তোমার কালদণ্ডকে আর ভয়

ক'চ্চিনে, (বিলাসবতীর মুখের দিকে চাহিয়া) প্রিয়ে! এক্ষণে আমি এই প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি, যাবজ্জীবনের জন্য তোমার পার্শ্বে কীট পতঙ্গের সহিত সম্মিলিত হ'য়ে দাসের ন্যায় থাক্‌ব, তথাপি এস্থান হ'তে একপাদও স্থানান্তরিত হব না; দেখি, মৃত্যু কোন সাহসে আমার সম্মুখ হ'তে তোমার সতীত্ব নষ্ট করে। (ক্ষণেক পরে) হায়! হায়! আমার আশালতা কি একেবারে নির্ম্মূল হল? (আকাশের দিকে চাহিয়া) এই সকল নক্ষত্রের দোষেই আমার এ সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। হে নিপাতনে নক্ষত্রনিকর! তোমরা আমার সম্মুখ হ'তে শীঘ্র স্থানান্তরিত হও, নচেৎ এই দুই ভুজবলের দ্বারা এখনি তোমাদিগকে আকাশ হ'তে ভূমিতলে পাত ক'র্‌ব। (কিয়ৎক্ষণ পরে) নেত্রদ্বয়! এ সুরম্য ভূমণ্ডলের রম্য শোভা দেখে এ জন্মের মত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি কর, নিশ্চয় জান্‌বে, এই তোমাদের শেষ দেখা। বাহুযুগল! তোমরাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র ভরসা; এখন এস, আমার এই অন্তঃকালে একবার আকণ্ঠপুরে বিলাসবতীর শেষ প্রেমালিঙ্গন লয়ে চরিতার্থ লাভ কর। ওষ্ঠদ্বয়! তোমরা মনুষ্যের এই অমূল্য জীবনের মূলাধার ও বাক্যব্যয়ের দ্বার, এখন তোমরাও জন্মের মত বিলাসবতীর শেষ চুম্বন লয়ে আমার বাক্‌দ্বার

অবরোধ কর, (চুম্বন) ও! আমি কি পাগল হ'য়েছি? আমার এ চুম্বনে আর কি ফলোদয় হবে—সেকি? বিলাসবতীকে চুম্বন! এ চুম্বন স্বর্গসুখ অপেক্ষা অধিক। (ক্ষণেক নিরব) আমি এখনও জীবিত আছি, এক্ষণে মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করাই যে আমার একমাত্র শ্রেয়। প্রেম! বন্ধুত্ব! মন থেকে উন্মুলিত হ'য়ে যাও, নিষ্ঠুরতে! তুমি এসে আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার কর। দুরভিসন্ধি! তুমি আমার মনে আবির্ভাব হ'য়ে বুদ্ধিকে ধ্বংস এবং দেহকে লণ্ড ভণ্ড কর, জীবনে আমার আর প্রয়োজন নাই; বিলাসবতী যেখানে আমার প্রাণও সেইখানে যাবে, এক্ষণে মৃত্যুই একমাত্র শান্তির স্থান হ'য়েছে। পিতঃ! মাতঃ! এ দাস তোমাদের চরণ হ'তে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ ক'ল্লে। (বিষ পান ও ক্ষণেক পরে) ভীষক! তুমি যথার্থ সত্যবাদি তোমার বিষপানে আমি যৎপরো-নাস্তি সুখি হ'লেম; তোমার ঔষধ শীঘ্র ফলদায়ক হ'ল। অঙ্গ সকল অবশ হ'য়ে আস্‌চে, বিলাসবতী! প্রাণপ্রিয়ে! এখন যাই; ওঃ! এই শেষ চুম্ব—নেই আ--মার মৃ--ত্যুমুখে প্র--বেশ--।

(বিলাসবতীর পার্শ্বে পতন ও মৃত্যু।)

হস্তে লণ্ঠন লইয়া সোমাচার্য্যের প্রবেশ।

সোম। নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ! মাগো শ্মশান-বাসিনী শীবে! সর্ব্বতমতে রক্ষা কর! রক্ষা কর! (শুকমলকে অন্তরালে দেখিয়া স্বগত) এ শ্মশানগৃহে এত রাত্রে মৃত-দেহের সহিত এ জীবিত ব্যক্তি কে সহবাস ক'চ্চে? আর এ কিপ্রকারেই এল; বিলাসবতীকে নির্জ্জনে রাখা হ'য়েছে, এস্থানে যে আস্‌বে তাহাকে রাজদণ্ড নিশ্চয় গ্রহণ ক'রতে হবে। কে এ রাজাজ্ঞা লংঘন ক'রেছে, একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, (প্রকাশ্যে) কে হ্যা তুমি? কে হ্যা?

শুক। (জাগ্রত হইয়া বাহিরে আসিয়া) আজ্ঞে, আমি শুকমল। প্রাতঃ প্রণাম।

সোম। প্রাতঃজয়স্তু। শুকমল! ঐ যে আলোটা জ্ব'ল্‌চে, ওটা কে এনেচে, ব'ল্‌তে পার?

শুক। ও আলোটী আমার প্রভু কুমার অজয়সিংহ এনেচেন।

সোম। (সচকিতভাবে) কে? কে?

শুক। অজয়সিংহ।

সোম। অজয়সিংহ কতক্ষণ এসেচেন?

শুক। প্রায় আধ ঘণ্টা।

সোম। (স্বগত) এ গতিক বড় ভাল নয়। (প্রকাশ্যে) তুমি আমার সঙ্গে এস, শ্মশানগৃহের ভিতরে যেতে হবে।

শুক। মহাশয়! ও বিষয়ে আমাকে ক্ষমা ক'ত্তে হবে, আমি ও স্থানে যেতে ভরসা ক'চ্চিনে, যেহেতু আমি যে এখানে আছি, তাহা আমার প্রভু জানেন না; তিনি এস্থানে এসেই আমাকে বিদায় দিয়েছেন; আরো আমাকে বিশেষ ক'রে ব'লেচেন, "যে তুমি আমার বাক্য রক্ষা না ক'ল্লে, আমি তোমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেল্‌ব।"

সোম। তবে তুমি এই স্থানেই অবস্থিতি কর, আমি একাকি গমন ক'চ্চি। (স্বগত) আজ্ এত ভয় হ'চ্চে কেন? যে সোমাচার্য্যের কোথাও ভয় নাই, তার এ শ্মশানে ভয় হওয়া এ বড় সাধারণ নহে। বোধ হয় কোন দুর্ঘটনা ঘ'টে থাকৃবে।

শুক। মহাশয়! আমি যখন ঐ বৃক্ষের তলায় নিদ্রিত ছিলেম, স্বপ্নে দেখেছি, যেন আমার প্রভু ও আর একজন কে; উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, পরে আমার প্রভু জয়ী হ'য়ে তাকে কেটে ফেল্লেন। আপনি আমার প্রভুর নিকটে গমন করুন, আমি একটু স্থানান্তরিত হই।

(প্রস্থান।)

সোম। অজয়সিংহ! (কয়েক পাদ অগ্রসর হইয়া রক্ত দেখিয়া)

ইস্! রক্তারক্তি যে? শ্মশান গৃহের দ্বারের নিকট অজয় এরূপ গর্হিত কাজ ক'ল্লে কেন? রক্তাক্ত তরবারিখানাও প'ড়ে র'য়েছে দেখ্‌চি; অজয়কে দেখ্‌তে পাচ্চিনে কেন? এরইবা কারণ কি? অজয় এ পবিত্র স্থানকে এমন কলুষিত ক'রে ভাল কাজ করেনি। (শ্মশান গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া অজয়সিংহের নিকট গিয়া) অজয়সিংহ! অজয়সিংহ! নিরব হ'য়ে র'ইলে কেন? (নমীত হইয়া দর্শন করিয়া) আহা! অজয়সিংহের যে মৃত্যু হ'য়েছে দেখ্‌চি, (গোলাপসিংহের মৃত্যুদেহের নিকটে গিয়া) এ পার্শ্বে আবার কে? গোলাপ-সিংহ যে? এও অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ ক'রেছে দেখ্‌চি? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক কাণ্ডই হ'য়েছে? (বিলাসবতীর দিকে চাহিয়া) বিলাসবতীরও চেতন হ'চ্চে দেখ্‌চি।

বিলাস। (আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) অজয়-সিংহ! (পরে জাগ্রত হইয়া সোমাচার্য্যকে দেখিয়া) আচার্য্য মহাশয়! কৈ আমার প্রাণনাথ কোথায়? আপনি যেস্থানে ব'লে-ছিলেন, সেই স্থানেইত আমি র'য়েচি, তবে আমার প্রাণাধিক অজয়সিংহ এখন কোথায় রইলেন?

সোমা। বিলাসবতী! তুমি সত্বরেই গাত্রস্থান ক'রে আমার নিকট এস, এ শ্মশানভূমি আজ মশানভূমির তুল্য

হ'য়েছে দেখ্‌চি। বৎসে! তোমার অদৃষ্টে সুখ নাই, আমি তোমার সুখসৌভাগ্যের জন্য বিস্তর চেষ্টা ক'রেছিলেম, সে সকলই বিফল হ'য়েছে। ঐ দেখ, তোমার পার্শ্বেই অজয়ের মৃত্যু দেহ পতিত হ'য়ে র'য়েছে, উহার পার্শ্বে রাজকুমার গোলাপসিংহও অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন। শান্তিরক্ষক সত্বরেই এই শ্মশানভূমিতে আগমন ক'রবে, এখানে আর ক্ষণকাল অবস্থিতি ক'ত্তে নাই। যা হবার তাত হ'য়েছে এক্ষণে তুমি আমার সমভিব্যাহারে এস, যাহাতে জন্মান্তরে অজয়সিংহকে পতিত্বে বরণ ক'ত্তে পার্‌বে, তাহার উপায় অন্বেষণ ক'রব।

বিলাস। ভগবন্! রাজকুমার অজয়সিংহ কি প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছেন? তবে আমার এ জীবনে আর ফল কি। কেন তিনি প্রাণ পরিত্যাগ ক'ল্লেন?

সোমা। দেখ, সে সকল কথা বল্‌বার আর সময় নাই; এক্ষণে তোমার যদি জীবিত থাক্‌বার বাসনা থাকে, আমার পশ্চাদ্গামী হও; নতুবা আমি চল্লেম।

(সোমাচার্য্যের প্রস্থান।)

বিলাস। আহা! আমি প্রাণনাথের ত মৃত্যুর কারণ জান্‌তে পাল্লেম না, যদিচ আমি জীবিতা থাক্‌ব না, তথাচ তাহা শ্রবণ ক'ত্তে আমার বিশেষ বাসনা হ'চ্চে। (গাত্রত্থান

করিয়া অজয়সিংহের প্রতি চাহিয়া ও বিষের শিশীটীর ভ্রাণ লইয়া) প্রাণনাথ এই বিষপান ক'রেই প্রাণ ত্যাগ ক'রেচেন; আমিও নাথের পশ্চাদ্গামী হই। হায়! হায়! আমার মনের সাধ সকলই মনে মনে রইল। (ক্রন্দন) (ক্ষণেক পরে) বিধাতঃ! যদি আবার পুনর্জন্ম হয়, তাহ'লে যেন পুনরায় অজসিংহেরই সহধর্ম্মিণী হই, কিন্তু আপনাকে মিনতি ক'রে ব'ল্চি পুনর্জন্মে আমার প্রাণনাথকে যেন এরূপ দারুণ কষ্ট ভোগ ক'রতে না হয়। (বিষের শিশীটীর প্রতি চাহিয়া) বিষ! এক্ষণে তুমি আমার প্রিয় সখা হ'লে, অমৃতাপেক্ষাও তোমার সুস্বাদ উপকারী জেনেচি, তোমাকে পান ক'রে আমি যেন প্রাণনাথের অনুগামীনি হ'তে পারি। আমার প্রাণনাথ যে কার্য্য ক'রেচেন তাহা অনুচিত, আমি যে প্রাণ ত্যাগ ক'চ্চি, ইহা অনুচিত নহে। পতির পরলোক প্রাপ্তি হ'লে, পতিব্রতারা অনুগামীনিই হ'য়ে থাকে। (শিশিটীর ভিতর দেখিয়া) ইহাতে আর কিছুই নাই, কতক প্রাণনাথ পান ক'রেচেন, কতক ভূমিতে পতিত হ'য়েচে, (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) অনুভব করি, আমার প্রাণনাথের মুখের বিষ সমস্ত উদরস্থ হয় নাই, তাহা পান ক'র্‌লে সুখ অনুভবের সহিত প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব। আর বিলম্ব করা নয়, তাহাই করি। (অজয়সিংহের ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলন করত মুখ তুলিয়া)

এত বিষ নহে, ইহা অমৃত অপেক্ষাও কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ হবে। আহা! ওষ্ঠদ্বয় এখন উত্তপ্ত র'য়েচে।

নেপথ্যে। ওরে? শ্মশানভূমির ভিতরে চল্ রে।

বিলাস। (সচকিত) আর বিলম্ব করা নয়। (অজয়-সিংহের কটি হইতে তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক) তরবারি! তুমি হৃদয়কান্তের অত্যন্ত প্রিয় ছিলে, আমিও তোমাকে প্রিয় বোধ ক'রে সাহায্য প্রার্থনা ক'চ্চি, আমার যে হৃদয়-রাজ্যে যুবরাজ অজয়সিংহ অধীশ্বর ছিলেন, তিনি তাহা পরিত্যাগ ক'রেছেন, আমার অসহ্য যন্ত্রণা হ'য়েছে, এক্ষণে তুমি সেই হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে আমার প্রাণ সুশীতল কর।

(তরবারি হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া অজসিংহের বক্ষঃস্থলে পতন ও মৃত্যু।)

[যবনিকা পতন]

সমাপ্ত।